স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র

শ্রী শ্যামসুন্দর বন্দোপাধ্যায়, এম.এ.

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দোপাধ্যায়, এম. এ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জয়পুরিয়া কলেজ ও বিদ্যাসাগর
কলেজের অধ্যাপক।

দি বুক এক্সচেঞ্জ
২১৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

মূল্য—২৲

প্রকাশক—শ্রীধীরেন্দ্র মোহন রায়,
২১৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০

প্রিণ্টার—শ্রীভোলানাথ বোস,
বোস প্রেস,
৩০ নং ব্রজনাথ মিত্র লেন,
কলিকাতা

ভূমিকা

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় রচিত হইয়াছে, বাংলা ভাষায় ইহার প্রামাণ্য সংস্করণ এখনও বাহির হয় নাই। এই শাসনতন্ত্রের সহিত ইংরেজী বা হিন্দী অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীদের কতকটা পরিচিত করিয়া দেওয়াই আলোচ্য গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গ যাঁহাদের মাতৃভূমি, তাঁহারা স্বাধীন ভারতেরই অধিবাসী। তাঁহাদের কেহ যদি মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা নাও জানেন, তবু ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁহাদের ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। আমার এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস মূল্য বা গুরুত্বের দিক হইতে যতই অকিঞ্চিৎকর হউক, ইহা দ্বারা এই শ্রেণীর পাঠক অবশ্যই কিছুটা আনন্দলাভ করিবেন। সরকারীভাবে শাসনতন্ত্রের প্রামাণ্য বাংলা সংস্করণ যথাসত্বর প্রকাশিত হইবে বলিয়াই আশা করিতেছি, এই সংস্করণ প্রকাশিত হইলে আমার গ্রন্থের প্রয়োজন স্বতঃই শেষ হইবে।

আলোচ্য পুস্তকে শাসনতন্ত্রের প্রায় সব বিধানই সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুবাদও হুবহু হইয়াছে অধিকাংশক্ষেত্রে। অনুবাদের বিষয়বস্তু অত্যন্ত জটিল হইলেও এই অনুবাদের জন্য আমি সময় পাইয়াছি খুব কম। ২৬শে জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সোনার দিন, এই শুভদিনেই স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবে; নানা দোষত্রুটির সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি গ্রন্থখানি ২৬শে জানুয়ারী প্রকাশিত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সবিনয়ে গোড়াতেই ধরিয়া লইতেছি যে, এই পুস্তক নির্ভুল হইবে না; তবু আশা আছে দোষত্রুটি থাকিলেও গ্রন্থের প্রতি ছত্রে সঞ্চারিত আমার গভীর হৃদয়ানুভূতি পাঠকসমাজকে স্পর্শ করিবে এবং তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সম্ভাব্য ত্রুটিগুলি মার্জ্জনা করিবেন।

এই গ্রন্থরচনায় আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়াছেন বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীসুবিমল মুখোপাধ্যায়। বুক এক্সচেঞ্জের স্বত্বাধিকারী শ্রীধীরেন্দ্রমোহন রায়ের আগ্রহ ও চেষ্টাতেই গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইল।

১৭, তেলীপাড়া লেন, কলিকাতা
সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-দিবস,
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
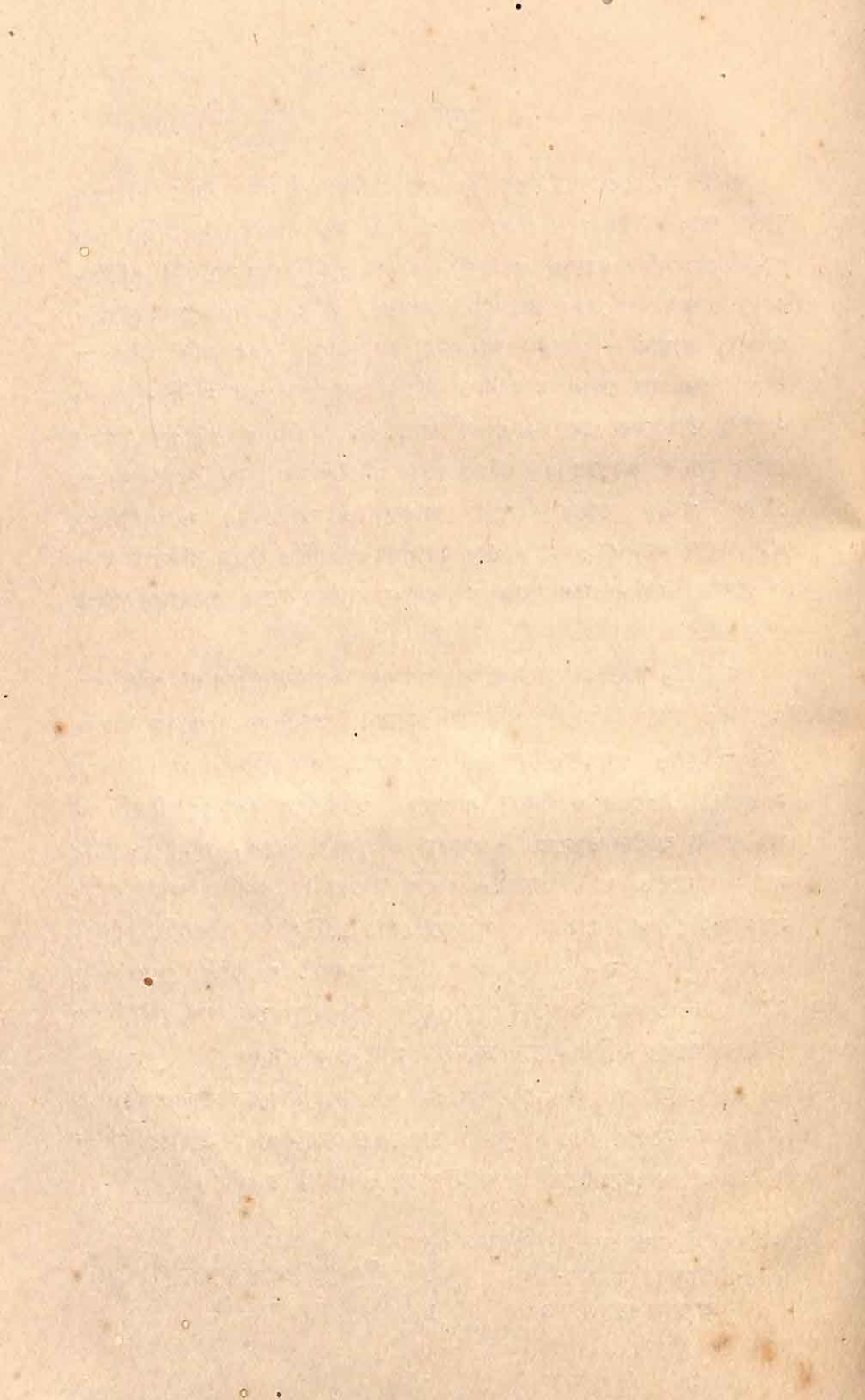
স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র

১৭৫৭ হইতে ১৯৪৭,—দীর্ঘ দুইশত বৎসরের বিদেশী শাসনের কলঙ্ক হইতে ভারতবর্ষ মুক্ত হইয়াছে। ইংরেজ আসিবার আগে মোগল এবং পাঠানেরা দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, তাহারও আগে হুন, শক, এমনকি গ্রীকরা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের একাংশ জয় করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছে আপন অধিকার, কিন্তু তাহাদের রাজত্বকালের সঙ্গে ইংরেজের রাজত্বকালের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। ইহারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল বটে, অভিযানের সময় লুণ্ঠন, অত্যাচার, এবং ধ্বংসলীলায় ইহাদের অনেকেই চরম বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু তবু শেষ পর্য্যন্ত এই সুন্দর সমৃদ্ধ দেশটির মায়ায় আবদ্ধ হইয়া ইহারা নিজেদের আদি বাসভূমি বিস্মৃত হইয়াছে, স্বীকার করিয়া লইয়াছে ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া। এইজন্যই গ্রীকরাজ মেনেণ্ডার, শকরাজ রুদ্রদমন, কুষানরাজ কনিষ্ক, পাঠান সম্রাট সের সা বা মোগল সম্রাট আকবরকে ভারতবাসী আপনজনের মর্য্যাদা দিয়াছে। ইংরেজ কিন্তু দু'শো বছর একান্ত বাহিরের লোকের মত ভারতবর্ষ শাসন করিয়া গেল। তাহারা ভারতের রাজদণ্ডকে ব্যবহার করিয়াছে শোষণের যন্ত্র হিসাবে, পূর্ব্বতন বহিরাগতদের মত তাহারা ভারতবর্ষের লোক হইয়া যাইতে পারে নাই। নিজেদের অবিরাম রাজার জাতি মনে করিতে অভ্যস্থ ইংরেজ ভারতবাসীকে করুণা করিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু মানবতার গৌরবে তাদের সমান মনুষ্যত্বের দাবী কখনও মানিয়া লয় নাই। ইহার ফলে বর্ণ-বৈষম্যের কলঙ্কে ভারতবর্ষের ইংরেজ আমলের ইতিহাস হইয়াছে কলঙ্কিত, শাসননীতি বা আইনগত সুযোগ সুবিধা হইতে শুধু পরাধীন বলিয়াই ভারতবাসী নিষ্করুণ-ভাবে বঞ্চিত হইয়াছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য, আর্থিক সাচ্ছল্য—কোন হিসাবেই ইংরেজরাজত্বে ভারতবাসী পৃথিবীর আর পাঁচটা সভ্য দেশের নাগরিকদের মত সমুন্নত হয় নাই।

অবশেষে ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে চিরকাল ভারতবিভাগের বেদনাময় স্মৃতি জড়াইয়া থাকিবেই,

তবু সুদীর্ঘ পরাধীনতার নাগপাশ যে ছিন্ন হইয়াছে, মুক্তিকামী ভারতবাসীর কাছে তার মূল্যও অপরিমেয়। ইংরেজ চলিয়া যাইবার পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের শাসনভার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হাতে আসিয়াছে এবং শাসন-কার্য্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু কয়েকজন ভিন্নদলীয় জননেতা বা সুযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহার মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ভারতের শাসনকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু এই শাসনকার্য্য সুরু হয় ইংরেজ আমলের শাসনতন্ত্র অনুসারে। আগেই বলা হইয়াছে, ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতের জন্য ১৯১৯ বা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ভারতশাসন আইন প্রনয়ন করেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের হিসাবে তাহা যুগোপযোগী বা সম্পূর্ণ হয় নাই। কাজ চালাইতে প্রথম কিছুদিন এই আইন অনুসরণ করা চলিতে পারে, কিন্তু স্বাধীন ভারতের জন্য এই অসম্পূর্ণ ও কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থবিরোধী বিদেশী আমলের আইন চিরকাল চলিতে পারে না। এই জন্যই ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরকরণের কথা যখন ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন এবং মধ্যকালীন ব্যবস্থা হিসাবে পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যখন অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনই ভারতের জাতীয় কর্ত্তৃপক্ষ স্বাধীন ভারতের জন্য এক সম্পূর্ণ শাসনতন্ত্র রচনায় মনোযোগী হইলেন। রাশিয়া বাদে সমগ্র ইয়োরোপের মত যাহার পরিধি এবং রাশিয়া বাদে সমগ্র ইউরোপের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী যাহার লোকসংখ্যা, ভারতের ন্যায় সেই বিশাল দেশের পূর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্র রচনা কিরূপ কঠিন, তাহা লইয়া আলোচনা না করিলেও চলিবে। ভারতের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন সংশোধন করিয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনে প্রদেশগুলির বহু বিষয়ে স্বাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং নূতন শাসনতন্ত্রেও এই ব্যবস্থা বজায় আছে। এতগুলি প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যের নানা বিচিত্র স্বার্থের সমন্বয় সাধন করিয়া সকলের উপযুক্ত শাসনতন্ত্র রচনার গুরুত্ব প্রথম হইতেই কর্ত্তৃপক্ষকে সচেতন রাখিয়াছে। এছাড়া ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে আর একটু অসুবিধা ছিল। ইংরেজ ভারতের প্রগতি চায় নাই, শিক্ষা ও আর্থিক সাচ্ছল্য হইলে পাছে প্রবুদ্ধ ভারতবর্ষ আপন

ক্ষমতাবলে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে, এজন্য ব্রিটিশ রাজশক্তি বরাবর ভারতে জনশিক্ষার প্রসারে বাধা দিয়াছে এবং এদেশের অর্থনীতিকে রাখিয়া দিয়াছে কৃষিকেন্দ্রিক করিয়া। ভারতবর্ষে কাঁচামাল যথেষ্ট, কর্ম্মহীন জনবাহুল্য থাকায় সুলভ শিল্পশ্রমেরও এদেশে অভাব নাই; তবু শিল্প প্রসারের প্রভূত সুযোগ সত্ত্বেও ভারতবর্ষ শিল্পের দিক হইতে লজ্জাজনকভাবে পিছাইয়া রহিয়াছে। ভারতের কাঁচামাল জাহাজ বোঝাই হইয়া বিদেশে, বিশেষ করিয়া ব্রিটেনে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে, সেই কাঁচামাল হইতে প্রস্তুত শিল্প-পণ্য ভারতের বাজারে অমদানী হইয়া বিক্রীত হইয়াছে চতুর্গুণ মূল্যে। ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে ৫০ লক্ষ হিসাবে লোক বাড়িয়াছে, উপার্জ্জনের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় ভারতের এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যাকে অসহায়ভাবে নির্ভর করিতে হইয়াছে কৃষিক্ষেত্রের সীমাবদ্ধ আয়ের উপর। কর্ষণ বাড়িলে কৃষিক্ষেত্রের আয়ও আবার ক্রমশঃ স্বাভাবিক নীতি অনুসারেই কমিতে থাকে। কাজেই এ অবস্থায় ভারতবাসীর দারিদ্র্য যে বাড়িয়াই চলিবে তাহা আর বিচিত্র কি? জাতীয় নেতৃবৃন্দ যখন ভারতের শাসনভার হাতে পাইলেন, তখন ভারতীয় অর্থনীতির এই কৃষিকেন্দ্রিকতা তাঁহাদিগকে ব্যথিত করিলেও ইহার বাস্তব রূপ তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহারা স্পষ্টই বুঝিলেন যে, আধুনিক পৃথিবীতে প্রগতিশীল দেশসমূহের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে হইলে ভারতবর্ষে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতেই হইবে এবং তজ্জন্য সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনীতিকে কৃষি হইতে শিল্প-বানিজ্যে কেন্দ্রীভূত না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং শাসনতন্ত্র রচনার সময়ও যতশীঘ্র সম্ভব ভারতের বর্ত্তমান অসহায় অবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইয়াছে এবং তদনুসারে শাসনতন্ত্রে সুযোগ সুবিধার সন্নিবেশ করিতে হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, একাজ সহজ নয় এবং এজন্য যথেষ্ট সতর্কতা ও দূরদৃষ্টি দরকার। তাছাড়া এদিকে হইতে তাঁহাদের সার্থকতা বিচারও এখন সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে উপযুক্ত কার্য্যপরিচালনা এবং অনুকূল পরিবেশের উপর এই সার্থকতা অধিকতর নির্ভর করিবে।

এইভাবে বহু সমস্যা বিজড়িত ভারতের পূর্ণাঙ্গ বিরাট শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে। ভারতসরকারের আইনসচিব এবং খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন

কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ বি আর আম্বেদকর শাসনতন্ত্রের সম্পূর্ণ খসড়াটি অনুমোদনের জন্য ভারতীয় গণপরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং গণপরিষদের জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ ইহা বিবেচনা, সংশোধন ও গ্রহণ করিয়াছেন। পার্লামেণ্টারী বিধান অনুযায়ী খসড়াটির তিনবার আলোচনা চলে এবং তৃতীয় বা চূড়ান্ত আলোচনা শেষ হইলে গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ কর্ত্তৃক স্বীকৃত এই শাসনতন্ত্রের খসড়ায় গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর সাক্ষর প্রদান করেন। সভাপতির সাক্ষর লাভের সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্রটি গৃহীত হয়। শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় ভারতকে একটি সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করা হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আয়তন বা লোকসংখ্যার হিসাবে ভারতের সহিত রাশিয়া বাদে সমগ্র ইয়োরোপের তুলনা করা চলে। ইয়োরোপের এই অংশে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, হল্যাণ্ড, ইত্যাদি অনেকগুলি রাষ্ট্র অবস্থিত। নিজ নিজ সমস্যার হিসাবে এই রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে এত পার্থক্য যে, এগুলি লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা ভাবাও যায় না। অনেকগুলি প্রদেশ এবং দেশীয়-রাজ্য লইয়া ভারতীয়-যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এবং ইহাদের সমস্যাও বহু বিচিত্র। ইহাদের সকলকে মিলাইয়া যে একটি সর্ব্বস্বীকৃত শাসনতন্ত্র রচনা করা যাইতে পারে, তাহা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দেও কবির কল্পনামাত্র ছিল। ভারতের দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল ছয়শতের মত এবং ছোট-বড় এই দেশীয় রাজ্যগুলি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হইত। ইংরেজ বিদায় গ্রহণের সময়ও ইহাদিগকে যে সুযোগ দিয়া গিয়াছিল, তাহাতে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবর্গ ইচ্ছা করিলে স্বাধীনতা-সংরক্ষণের নামে বিভ্রাট বাধাইতে পারিতেন। ভারতীয় প্রদেশগুলির কাছে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা অপরিচিত ছিল না, কিন্তু সমস্যার বিভিন্নতার জন্য সব প্রদেশের পক্ষে উপযুক্ত শাসনতন্ত্র প্রনয়ন করা সত্যই কঠিন কাজ। শিক্ষা, কৃষ্টিবোধ বা অর্থনীতির হিসাবেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল মারাত্মক। এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত মোটামুটি সকলের গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন যে সম্ভব হইয়াছে, ইহাই ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের যথেষ্ট গৌরবের কথা। প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতবর্ষে জনগণই

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হইল। ভারতীয় প্রদেশগুলিতে যাহারা বাস করে, তাহারা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনের দৌলতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার তবু কিছুটা ভোগ করিয়াছে, কিন্তু ভারতের দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীরা এদিক হইতে নূতন সূর্য্যের আলো পাইল। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির পরিধি ভারতের মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশের বেশী এবং ইহাদের লোকসংখ্যাও ভারতের লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। দেশীয় নৃপতিবর্গের স্বৈরাচারের কবলে এই বিপুল সংখ্যক ভারতবাসী এতদিন বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। সর্দ্দার প্যাটেল প্রমুখ ভারতের শাসনকর্ত্তৃপক্ষের কৃতিত্বে মোটের উপর শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

স্বাধীন ভারতের আলোচ্য শাসনতন্ত্রে জনগণকে শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ-নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের শেষদিকেও জনগণ ব্যবস্থা-পরিষদে নিজেদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে, কিন্তু তখনকার ব্যবস্থার সহিত বর্ত্তমান ব্যবস্থার দুইটি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য আছে। ইংরেজ আমলের ভারতশাসন আইনে ভারতের একশ্রেণীর অর্থবান ও শিক্ষিত লোকের ভোটাধিকার মাত্র স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য শাসনতন্ত্রে নির্ব্বাচনে প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসী মাত্রেরই ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৩২ কোটি, প্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যা ইহার শতকরা ৫০ ভাগ, কাজেই এখন ভারতের শাসনপরিচালনার ব্যাপারে ১৬ কোটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভারতবাসী আপন আপন মত প্রকাশের অধিকার লাভ করিল। পৃথিবীতে কোন দেশেই এত অধিক সংখ্যক অধিবাসী নির্ব্বাচনে সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করে না।

আগেকার ভারতশাসন আইনে আরেকটি দুর্লক্ষণ ছিল ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা। ইহার ফলে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য সঞ্চারিত হইয়াছে। আত্মবিচ্ছেদের ফলে ভারতবাসী যত দুর্ব্বল হইয়াছে, বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় নিজেদের আসন সুদৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনায় ততই হইয়াছে পুলকিত। আজ যে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে, ইহারও মূলে ছিল পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা। ভারতের আলোচ্য শাসনতন্ত্রে এই পৃথক নির্ব্বাচন প্রথার লোপ করা হইয়াছে।

ইংরেজ আমলে নির্ব্বাচনে আসন সংরক্ষণের ভিত্তি ছিল ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িকতা, মুসলমান, হিন্দু, শিখ, খ্রীষ্টান—এইভাবে এক এক সমধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় হিসাবে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আসনলাভ করিত। এছাড়া শ্বেতস্বার্থ-সংরক্ষণের সুবিধার জন্য শ্বেতাঙ্গদের অন্যায়ভাবে অনেকগুলি আসনলাভের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। তবু ইহারই মধ্যে ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির আসন সংরক্ষণ অনেকটা জনসংখ্যার ভিত্তিতে হইত, এদেশে অবস্থানকারী মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ কিন্তু অত্যন্ত অসমহারে আসনলাভ করিত। বাঙ্গলায় চা-বাগান ও পাটকলের শ্বেতস্বার্থ-রক্ষার উদ্দেশ্যে এই প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদের ২৫০টি আসনের মধ্যে আগে শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত অন্ততঃ ৩০টি আসন (সাধারণ ইউরোপীয় ১১টি, বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ১৯টি; এছাড়া এ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের জন্য যে ৪টি আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাও ইউরোপীয়দের স্বার্থেই ব্যবহৃত হইত) এবং এই আসনগুলির দৌলতে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মধ্যে যাহারা তাহাদিগকে অন্যায় সুবিধা দানে স্বীকৃত হইত, তাহাদিগকে সমর্থন করিয়া এই শ্বেতাঙ্গ পরিষদ-সদস্যেরা জিতাইয়া দিতেন। বাঙ্গলায় লীগ রাজত্বের কলঙ্কময় ইতিহাসের পটভূমিকায় শ্বেতাঙ্গদের এই ভোটগুলি যে কি স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা বাঙ্গলার রাজনীতির সহিত পরিচিত সকলেই জানেন। ভারতের আলোচ্য শাসনতন্ত্রে ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এই নির্ব্বাচনপ্রথা উঠিয়া গিয়া যৌথ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা চালু হইল এবং যৌথ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে শুধু মাত্র তপশীলী সম্প্রদায়ের (Scheduled Castes) ও উপজাতীয়দের জন্যই কিছু আসন হইল সংরক্ষিত।* উল্লিখিত তপশীলী সম্প্রদায় হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী বটে, কিন্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি বা আর্থিক সাচ্ছল্যের হিসাবে তাহারা অত্যন্ত পিছাইয়া আছে বলিয়া তাহাদের ও তাহাদের

* শাসনতন্ত্রের ৩৩১ ও ৩৩৩ সংখ্যক অনুচ্ছেদে এ্যাংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে সামান্য কয়েকটি আসন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে এক্ষেত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে এ ব্যবস্থা হইবে নিতান্ত প্রয়োজনের সময়, অর্থাৎ যখন দেখা যাইবে যে, লোকসভায় বা কোন রাষ্ট্রের আইনসভায় এ্যাংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় মোটেই প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে নাই। এ্যাংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের পূর্ণ ভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে এখনও কিছুদিন সময় লাগিবে, এই বিবেচনাতেই সম্ভবতঃ বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাদের আইন সভায় আসন দিবার এইরূপ বিধান হইয়াছে।

সমশ্রেণীভুক্ত উপজাতীয়দের ব্যবস্থাপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার নিশ্চিত করা হইয়াছে। এইভাবে সুযোগ পাইলে শুধু যে ইহাদের রাজনৈতিক চেতনা এবং সেই সঙ্গে নিজেদের অসহায় অবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধি-বোধ জাগিবে তাহা নয়, নিজস্ব প্রতিনিধি মারফৎ তাহারা তাহাদের সমস্যাসমূহ রাষ্ট্র পরিচালকদের কাছে উপস্থাপিত করিয়া সময়োচিত সাহায্য লাভেরও আশা করিতে পারিবে।

শাসনতন্ত্রে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকার প্রায় সমান ধরা হইয়াছে। অবশ্য এই সূত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে কয়েকটি দেশীয় রাজ্য পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় এক একটি ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। এছাড়া হায়দারাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি যেসব অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার দেশীয় রাজ্য রহিল তাহারা এখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অংশীদার রাষ্ট্র হিসাবে ভারতীয় প্রদেশগুলির সমান মর্য্যাদা পাইবে। অতঃপর কি প্রদেশ আর কি দেশীয় রাজ্য, সর্ব্বত্রই স্বায়ত্তশাসিত ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে লোকায়ত্ত শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল।

সমস্যা বহুবিধ এবং জটিল বলিয়া ভারতের শাসনতন্ত্র গণপরিষদে অনুমোদিত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছে এবং বিতর্কও হইয়াছে যথেষ্ট। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর শ্রী বি. এন. রাও রচিত শাসনতন্ত্রের প্রথম খসড়া উপস্থাপিত হয় এবং গণপরিষদের সভাপতির স্বাক্ষরলাভ করিয়া ইহা স্বীকৃত হয় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর। এইভাবে ২ বৎসর ১১ মাস ১৭ দিন ধরিয়া নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক চলে এবং খসড়া শাসনতন্ত্রের বহু ধারা উপধারার সংশোধন ও সংযোজন হয়। প্রথম পেশ করা খসড়াটিকে অসম্পূর্ণ মনে করিয়া গণপরিষদ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট ডাঃ বি. আর. আম্বেদকরকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি খসড়া শাসনতন্ত্র রচনাকারী কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটির খসড়াই সংশোধনান্তে গণপরিষদ গ্রহণ করিয়াছেন। খসড়া শাসনতন্ত্র এত বিরাট ও ব্যাপক যে এজন্য কমিটিকে ১৪১ দিন ধরিয়া বৈঠকে মিলিত হইতে হয়। গণপরিষদের খসড়া শাসনতন্ত্র আলোচনা ও গ্রহণ করিতে লাগে ১৬৫ দিনব্যাপী ১১টি অধিবেশন। শ্রী বি এন রাও প্রথম যে খসড়া ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পেশ করেন তাহাতে ২৪৩টি অনুচ্ছেদ

ও ১৩টি তপশীল ছিল। ডাঃ আম্বেদকরের অধিনায়কত্বে খসড়া কমিটি পুনর্বিবেচনা করিয়া মোট ৩১৫টি অনুচ্ছেদ ও ১৩টি তপশীল সমেত একটি খসড়া গণপরিষদে উপস্থাপিত করেন। কমিটি খসড়া রচনায় বহু সময় দিলেও খসড়াটি সদস্যবৃন্দের অনেকের মতে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। নানা ধারা উপধারা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তীব্র মতান্তর দেখা দেয় এবং তাঁহারা অজস্র সংশোধন প্রস্তাব আনেন। গণপরিষদে কংগ্রেসী সদস্যদের সংখ্যা বেশী, কংগ্রেসী সরকারের বিশ্বাসভাজন ও তাঁহাদের দ্বারা নিয়োজিত কমিটি খসড়া রচনা করিয়াছেন, তবু আলোচনা সমালোচনার তীব্রতা হইতেই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝা যাইবে। মোটের উপর, আম্বেদকর-কমিটির খসড়া শাসনতন্ত্র আলোচনাকালে পরিষদে মোট ৭,৬৩৫ সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় এবং ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রস্তাব বৈধতা বা প্রয়োজনের প্রশ্নে বাতিল হইয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে ২,৪৭৩টি সংশোধন প্রস্তাব গণপরিষদে উত্থাপন করা হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত যে শাসনতন্ত্র গৃহীত হইয়াছে তাহাতে মোট ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ এবং ৮টি তপশীল রহিয়াছে। এই শাসনতন্ত্র গ্রহণের কাজে গণ-পরিষদের জন্য ভারতের সরকারী তহবিল হইতে ব্যয়িত হইয়াছে মোট ৬৩,৯৬,৭২৯ টাকা। আলোচনা প্রসঙ্গে কেহ কেহ শাসনতন্ত্র রচনার সময়, অর্থব্যয় এবং রচিত শাসনতন্ত্রের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বিরুদ্ধ মন্তব্য করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের তৃতীয় আলোচনা শেষ হইবার পর খসড়া-কমিটির চেয়ারম্যান ও ভারতসরকারের আইন সচিব ডাঃ আম্বেদকর যে পরিসমাপ্তি বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি এই সব অভিযোগ অযৌক্তিক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি উল্লেখ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৭ টি অনুচ্ছেদযুক্ত শাসনতন্ত্র রচনা করিতে ৪ মাস, ক্যানাডার ১৪৭টি অনুচ্ছেদযুক্ত শাসনতন্ত্র রচনা করিতে ২ বৎসর ৫ মাস, অষ্ট্রেলিয়ার ১২৮ টি অনুচ্ছেদযুক্ত শাসনতন্ত্র রচনা করিতে ৯ বৎসর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ১৫৩টি অনুচ্ছেদযুক্ত শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পুরো একবৎসর সময় লাগিয়াছে। তাছাড়া এইসব দেশের শাসনতন্ত্র প্রনয়নকারীদের ভারতের ন্যায় এতবেশী সংশোধন প্রস্তাবেরও সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত না হইলেও গণপরিষদের সদস্যেরা দেশবাসীর নির্ব্বাচিত এবং আস্থাভাজন ব্যক্তি। খসড়া শাসনতন্ত্র

আলোচনা কালে গণপরিষদের সদস্যগণ প্রচুর আগ্রহের সহিত অংশগ্রহণও করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের খসড়াটির একমাত্র চূড়ান্ত বা তৃতীয় আলোচনাতেই একশত দশজন সদস্য যোগদান করিয়াছিলেন। শাসনতন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে খুবই ব্যাপক হইয়াছে এবং ইহাতে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মকর্ত্তা প্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচন পদ্ধতি ও তাঁহার ক্ষমতাবলী হইতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মাদক বর্জ্জন ও গোহত্যা নিবারণ পর্য্যন্ত নানা বিচিত্র কার্য্যপদ্ধতি ও সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা আছে। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতে প্রেসিডেণ্ট এবং পার্লামেণ্টের সদস্যবৃন্দ জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট এবং আইনসভার সদস্যবৃন্দের সুনির্দ্দিষ্ট পৃথক পৃথক ক্ষমতা থাকে, ভারতে কিন্তু প্রেসিডেণ্টের নামেই প্রায় সমস্ত ক্ষমতা সংরক্ষিত হইবে। ব্রিটেনের রাজার ন্যায় প্রেসিডেণ্টের নামে অসংখ্যপ্রকার কাজ চলিলেও প্রেসিডেণ্ট নিজে মাথা গলাইবেন অতি কম ক্ষেত্রে। অবশ্য শাসনতন্ত্রে পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন মন্ত্রীসভার পরামর্শগ্রহণে প্রেসিডেণ্টের এইরূপ বাধ্যবাধকতার কথা নাই, গণপরিষদে আলোচনার ভিত্তিতে এবং শাসনতন্ত্রে সাক্ষরদান প্রসঙ্গে প্রদত্ত গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্টের এই নিয়মতান্ত্রিক কর্ত্তৃত্বের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ সম্পর্কে বলিয়াছেন—'আমাদের নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট এবং নির্ব্বাচিত আইন সভায় ক্ষমতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হইয়াছে এবং তজ্জন্য প্রেসিডেণ্টের মর্য্যাদা হইয়াছে অনেকটা ইংলণ্ডের রাজার মত।……তাঁহারা (মন্ত্রিরা) আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকিয়া প্রেসিডেণ্টকে যে পরামর্শ দিবেন, প্রেসিডেণ্ট তাহা গ্রহণে বাধ্য থাকিবেন। শাসনতন্ত্রে এসম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও আশা করা যায় যে, ভারতেও ইংলণ্ডের অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে এবং শাসনতন্ত্রে লিখিত বিধানঅনুয়ায়ী না হইলেও এই কল্যানকর ব্যবস্থা অনুসারে ভারতের প্রেসিডেণ্টও হইবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রেসিডেণ্ট (We have had to reconcile the position of an elected President with an elected Legislature and, in doing so, we have adopted more or less the position of the British monarch for the President.………They (Ministers) are, of course, responsible

to the Legislature and tender advice to the President who is bound to act according to that advice. Although there are no specific povisions, so far as I know, in the Constitution itself making it binding on the President to accept the advice of his Ministers, it is hoped that the Convention under which in England the king acts always on the advice of his Miuisters will be established in this country also and the President, not so much on account of the written word in the Constiution, but as the result of this very healthy Convention, will become a Constiutional President in all matters.)

ভারতের আলোচ্য শাসনতন্ত্রকে কেহ কেহ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের নূতন একটি সংরক্ষণ নামে অভিহিত করিয়া ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। কথাটা আংশিক সত্য মাত্র। শ্রীযুক্ত রাও বা আম্বেদকর কমিটি যিনি বা যাঁহারাই স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের খড়সা রচনা করুণ, হাতের কাছে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন পাইয়াও কেবলমাত্র বিদেশী শাসন—কালীন আইন বলিয়াই তাহা পুরোপুরি অস্বীকার কবিবেন, ইহা হইতে পারে না। ইংরেজ সুসভ্য এবং পার্লামেণ্টারী বিধানানুরক্ত জাতি, সাম্রাজ্যভুক্ত কোন দেশ বা উপনিবেশের জন্য আইন রচনা কালে নিজস্বার্থরক্ষায় যত যত্নবানই তাহারা হউক, সেই আইনে তাহাদের বলিষ্ঠ ধীশক্তির কিছুটা পরিচয় থাকিবেই। তাছাড়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন প্রথম মহাযুদ্ধ এবং মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত বিরাট সহযোগ আন্দোলনের পরে রচিত, তখন উদ্ধত বিজয়ী ব্রিটিশ রাজশক্তির মাথা ভারতের মুক্তিকামী জনতার কাছে অনেকটা নামিয়া আসিয়াছে। এই আইনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পিত হইয়াছে এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রহসনের অবসান ঘটাইয়া এই আইনেই প্রকৃত পক্ষে প্রদেশিক স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। কাজেই স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে যদি এই আইনের মূল্যবান অনুচ্ছেদগুলিকে মর্য্যাদা দেওয়া হইতে থাকে, তাহাতে ভারতবর্ষের গৌরব হানির কোন কারণ নাই। তাছাড়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনের দোষ ত্রুটি বর্ত্তমান

শাসনতন্ত্রে সংশোধিত হইয়াছে, বৃটিশ রাজশক্তির প্রতিনিধি বড়লাটের স্থান দখল করিয়াছেন ভারতের সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সর্ব্বোচ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেসিডেণ্ট। এই শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রের ক্ষমতা প্রদেশ বা রাষ্ট্রগুলির তুলনায় কিছুটা বেশী হইয়াছে সত্য, তবে শাসনতন্ত্রের এই বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ও গণপরিষদের আলোচনাদি হইতে ধরিয়া লওয়া যায় যে, প্রদেশ বা রাষ্ট্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে কেন্দ্র সহজে হাত দিতে যাইবে না এবং যে সকল ব্যাপারে কেন্দ্র বা রাষ্ট্র উভয়েরই স্বার্থ বা আইন প্রনয়নের অধিকার আছে, সেখানেও কোন গুরুতর অবস্থার উদ্ভব না হইলে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করিবে না। তাছাড়া এ কথা ভুলিলেও চলিবে না যে, জরুরী ক্ষেত্রে কেন্দ্রকে অধিকতর পরিমানে ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হইয়াছে বর্ত্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভারতের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের বিবেচনায়। এখন যেরূপ দিনকাল চলিতেছে তাহাতে যে কোন সময় বড় রকমের কোন গণ্ডগোল বাধিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। এইরূপ কোন আতঙ্কজনক অবস্থা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের স্বার্থেই সেই প্রদেশের কাজে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিবে। ক্ষমতা আছে বলিয়াই যে কেন্দ্র সামান্য কারণে প্রদেশের বা রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসনাধিকার ক্ষুন্ন করিয়া সেই ক্ষমতার ব্যবহার করিবে, এরূপ ধারণা অসঙ্গত। এই সম্পর্কে ডাঃ আম্বেদকর যাহা বলিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রনিধান যোগ্য :— "গুরুতর একটি অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রের অধিকার অত্যধিক করা হইয়াছে এবং ফলে রাষ্ট্রগুলি পরিণত হইয়াছে মিউনিসিপালিটিতে। অভিযোগটি অতিভাষণ দোষ-দুষ্ট এবং যে উদ্দেশ্য লইয়া শাসনতন্ত্র রচিত তাহা যথার্থভাবে উপলব্ধি না করিবার জন্য ইহার উদ্ভব হইয়াছে। কেন্দ্র ও রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক বুঝিতে হইলে যে মৌলিক নীতির উপর ইহা নির্ভরশীল তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মৌলিক নীতি হইল আইন সভা ও শাসনবিভাগের ক্ষমতা কেন্দ্রে ও রাষ্ট্রে কিভাবে বিভক্ত হইবে তাহার কেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রনীত আইনে স্থিরীকৃত না হইয়া শাসনতন্ত্রেই স্থিরীকৃত হওয়া। শাসনতন্ত্রই এই কাজ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রগুলিকে

ইহাদের আইন বা শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত ক্ষমতার জন্য কেন্দ্রের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। এই ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাষ্ট্রগুলি সমানাধিকার সম্পন্ন।

'প্রাদেশিক সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার জন্য কেন্দ্রকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা শাসনতন্ত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নহে। জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে এই ক্ষমতার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ থাকিবে। জরুরী অবস্থার সময় কেন্দ্রকে এইরূপ ক্ষমতা প্রদান না করিলে চলে না। জরুরী অবস্থার সময় জনসাধারণ' কোন প্রদেশের পরিবর্ত্তে কেন্দ্রের প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করিবে। একমাত্র কেন্দ্রই সাধারণ উদ্দেশ্যে এবং সমগ্র দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করিয়া যাইতে পারে। এইজন্যই জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রের অধিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার থাকা উচিত।"

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকল সমস্যা যে শাসনতন্ত্রের খসড়া আলোচনার সময় গণপরিষদের সদস্যবৃন্দেব মনে উদিত হইয়াছিল, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। তাছাড়া ভারতের ন্যায় বিশাল ও জটিল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ সমন্বিত দেশে নূতন সমস্যার উদ্ভব যে কোন সময়ই হইতে পারে। এইরূপ অবস্থা দেখা দিলে যাহাতে শাসনতন্ত্রের পুরাতন আইনের সংশোধন বা নূতন আইনের সন্নিবেশ সম্ভব হয় তজ্জন্য ইহাতে বহুক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ কোন আইনের খসড়া বা সংশোধনী প্রস্তাব পার্লামেন্টের দুই পরিষদের (লোকসভা—House of the People অথবা রাষ্ট্রসভা—Council of State) যে কোনটিতে উপস্থাপিত হইতে পারিবে এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দুই তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হইলে প্রেসিডেণ্টের সম্মতি লাভ করিয়া আইনে পরিণত হইবে। বলা বাহুল্য, শাসনতন্ত্রের এই নমনীয়তা বর্ত্তমান যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন রাষ্ট্রের প্রয়োজন দ্রুত সম্প্রসারিত বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এসময় অপরিবর্ত্তনীয় শাসনতন্ত্র ভারতের ন্যায় বৃহদায়তন ও অসংখ্য জটিল সমস্যা অধ্যুষিত দেশের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না। খ্যাতনামা মার্কিন রাষ্ট্রনীতিবিদ জেফারসনের এ সম্পর্কে একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। উক্তিটি লইতেছে—"প্রত্যেক যুগের জনসাধারণের অধিকাংশ লোকের অনুমোদনক্রমে নিজেদের সম্পর্কে আইন প্রনয়ণের অধিকার আছে। অন্য

দেশের জন্য সাধারণ সম্পর্কে ইহা যেরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে না, পরবর্ত্তী যুগের জনসাধারণও তেমনি ইহা মানিতে বাধ্য নয়।”—কাজে কাজেই শাসনতন্ত্র যদি ১৯৪৬-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়া থাকে, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ইহা প্রবর্ত্তিত হইবার পর যে কোন সময়কেই এই শাসনতন্ত্রের সম্পর্কে ভবিষ্যত বলা চলে এবং এইরূপ ভবিষ্যতকালে যদি কোন নূতন সমস্যা দেখা দেয়, তাহা সমাধানের সুবিধা দিয়া শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন।

সকলেই জানেন, ভরতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটেন এবং ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি দেশের সহিত একত্রে কমনওয়েল্থ অফ্ নেশনস্ বা জাতিপুঞ্জের মধ্যে থাকিয়া যাওয়া স্থির করিয়াছেন। এইভাবে জাতিপুঞ্জের স্থায়ী সদস্যপদ গ্রহণের অন্যতম সর্ত্ত হইতেছে ব্রিটেনের রাজাকে রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃত্বের প্রতীক বলিয়া স্বীকার করা। জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশ ব্রিটেনের রাজার নামে নিজেদের শাসনকার্য্য চালাইয়া থাকে। আলোচ্য শাসনতন্ত্রে ভারতকে স্বাধীন সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে; অথচ ব্রিটেনের রাজার নামে যদি ভারতের কোন কার্য্য চলে, তাহা হইলে ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হইবে কি না, এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উদিত হইয়াছে। প্রশ্নটির পিছনে স্বাধীন ভারতবাসীর আত্মমর্য্যাদাসূচক হৃদয়াবেগের কথা যদি ধরা যায়, তাহা হইলে ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। তবে এই মানসিক অতৃপ্তির প্রশ্নটুকু বাদ দিলে এইভাবে রাজানুগত্যের ফলে ভারতের প্রকৃত কোন ক্ষতি নাই বলিয়াই ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন। স্বাধীন ভারতের আলোচ্য শাসনতন্ত্রে ব্রিটিশ রাজের প্রতি কোনরূপ আনুগত্যের কথা নাই, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লণ্ডনে ডোমিনিয়নসমূহের প্রধান মন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয়, তাতেও ভারতবাসীর মনোভাব এবং স্বাধীন ভারতের মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া স্থির হয় যে, রাজার নাম ভারতের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র প্রতীক হিসাবেই ব্যবহৃত হইবে, স্বাধীন ভারতের রাজাকে কোনক্ষেত্রে মানিবার বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। জাতিপুঞ্জে ভারতের অবস্থিতির গুরুত্ব স্বীকৃতিই এই উদার ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ। প্রজাতন্ত্রী ভারতের যিনি প্রেসিডেণ্ট হইবেন, তাঁহার ক্ষমতা কোন

হিসাবেই ব্রিটিশ রাজের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল হইবে না। জাতিপুঞ্জের অন্য দেশের গভর্ণর জেনারেলের সহিত এক্ষেত্রে ভারতের প্রেসিডেণ্টের মৌলিক পার্থক্য মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেলকে ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি বা এজেণ্ট বলা হয়। অবশ্য জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়নগুলি ব্রিটিশ রাজার আনুগত্য স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তাহারও স্বাধীন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলির যে সম্মেলন হয় তাহাতে স্থির হয় যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রপুঞ্জ বা বিটিশ কমনওয়েল্থ অফ নেশানস্'ভুক্ত ডোমিনিয়নগুলি কার্য্যতঃ স্বাধীন হইবে। তাহাদের মর্য্যাদা নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়—"ডোমিনিয়নগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন দেশ এবং মর্য্যাদার হিসাবে তাহাদের একের সহিত অপরটির কোন পার্থক্য নাই। আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় শাসননীতিতেই তাহারা কেহ কাহারও অধীন নহে। ব্রিটিশ রাজের প্রতি সাধারণ আনুগত্য স্বীকার করিলেও ব্রিটিশ রাষ্ট্রপুঞ্জে তাহারা হইবে স্থায়ী সদস্য (They are autonomous communities within the British Empire equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or external affairs, although united by a Common allegiance to the Crown and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations. —Balfour Report)। ইহার পর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আবার এক সাম্রাজ্যিক সম্মেলন বসে এবং সেই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আইন (Statute of West minister) নামে যে আইন প্রনয়ন করেন, তাহাতে ডোমিনিয়নগুলি সর্ব্বভৌমত্বের দিকে আরও অগ্রসর হয়। এই আইন অনুসারে ডোমিনিয়নগুলি শুধু ব্রিটেনের সহিত সমান মর্যাদাই লাভ করিল না, প্রয়োজন হইলে তাহারা ব্রিটিশ আইনের বিপরীত কোন আইন প্রনয়নেরও অধিকারী হইলে। তারপর ভারতাদি অ-শ্বেত দেশ হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি অনিবার্য্য হইয়া উঠিলে এই বহুপরিচিত সম্ভাবনায় দেশগুলির সহিত সম্প্রীতি স্থায়ী করিতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রপুঞ্জ শব্দটিকে শুধু রাষ্ট্রপুঞ্জ শব্দে রূপান্তরিত করিয়া ইহার সদস্য দেশগুলির অধিবাসিদের আত্মমর্য্যাদার হিসাবে সন্তুষ্ট রাখিতে

চেষ্টা করিয়াছেন। এছাড়া ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে ভারতের সর্ব্বভৌম মর্য্যাদা আরও সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়া প্রজাতন্ত্রী স্বাধীন ভারতকে রাষ্ট্রপুঞ্জে রাখিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, সেকথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যুগে সঙ্ঘবদ্ধতার গুরুতর প্রয়োজন স্বীকার করিতেই হইবে, সে হিসাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণে ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের দিকে হইতেও কিছু যুক্তি আছে। স্বাধীনতালাভের পর ভারতকে অর্থনীতির এবং রাজনীতির দিক হইতে শক্তিমান ও আধুনিক যুগের যোগ্য হইতে হইবে। ভারতের ন্যায় পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় সে সুযোগ পাওয়া কঠিন। যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটেনের নিকট ভারতের যে ষ্টার্লিং পাওনা জমিয়াছে, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের ব্যপারে তাহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার ভারতের একান্ত আবশ্যক। ব্রিটেনের সহিত দীর্ঘকালের ঘনিষ্ট পরিচিতিও উপেক্ষার বস্তু নয়। এই সব কারণেই ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ সব দিক বিবেচনা করিয়া কুণ্ঠার সহিত রাষ্ট্রপুঞ্জে যোগ দিয়াছেন। সার্ব্বভৌমত্ব কোন হিসাবে ক্ষুণ্ন হইবে না, এইরূপ নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের এই সংকল্প তত বেশী বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয় নাই। তবে অনেকে মনে করেন যে, এখন শান্তির সময় বলিয়া এসময় কোন গোলমাল না হইলেও অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধিলে কমনওয়েল্‌থ বা জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ হয় তো ভারতকে ব্রিটেনের পক্ষ সমর্থনে প্রভাবিত করিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ রাষ্ট্রপুঞ্জভুক্ত আয়র্ল্যাণ্ড ব্রিটেনের ঘনিষ্ট প্রতিবেশীত্ব সত্ত্বেও পূর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়াছে। আয়র্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত আগামী যুদ্ধে ভারতকে আপন নীতিতে অবিচলিত থাকায় অবশ্যই সাহায্য করিবে।

আলোচ্য শাসনতন্ত্র মোটামুটি দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিয়াছে। গণপরিষদের সদস্য জনাব তজামুল হোসেনের ন্যায় অনেকেই মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু রচনা করা সম্ভব ছিল না। মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত যে সব নীতি শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, সেগুলি দেশবাসীর আত্মমর্য্যাদা ও নিরাপত্তার দিক হইতে মূল্যবান এবং স্বাধীন ভারতে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বক্ষেত্রে এই নীতিসমূহ মানিয়া চলা হইবে বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও সকলেই সন্তুষ্ট হইবে।

শাসনতন্ত্রে অধিকংাশ গৃহীত অনুচ্ছেদ সংশোধনের সুযোগ সুবিধা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (অনুচ্ছেদ ৩৬৮), ভবিষ্যতে প্রয়োজনকালে ইহাতেও বহু কাজ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আলোচ্য শাসনতন্ত্রের কাঠামোর উপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আপন অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর এবং অধিকতর উপযোগী আইনাদি প্রনয়নে সমর্থ হইবে। অবশ্য কোন কোন সমালোচক এই শাসনতন্ত্রের অত্যন্ত তীব্র বিরোধী সমালোচনা করিয়া এমন কথাও বলিয়াছেন যে, এই শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে স্বাধীনতা সাম্য ও ন্যায়ের নীতি সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে যে ভারত পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা 'গণতন্ত্রের প্রহসনসহ কেন্দ্রীভূত যুক্তরাষ্ট্র' ছাড়া আর কিছু নয়। এই অভিমত যে শাসনতন্ত্রের নিজস্ব মূল্যের হিসাবে অত্যন্ত অনুদার, তাহা এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ শাসতন্ত্রের অনুচ্ছেদগুলি অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে। আলোচ্য শাসনতন্ত্রে ব্যাক্তিস্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং বিচার বিভাগকে অযথা প্রশ্রয় এবং অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছে,—এই অভিযোগেও কেহ কেহ ক্ষুন্ন হইয়াছেন। কথাগুলি অবশ্য একেবারে মিথ্যা নয়, কিন্তু এই ব্যবস্থার সমক্ষেও যুক্তি আছে। প্রথমটির কারণ বর্ত্তমানে ভারতকে যেরূপ বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়া চলিতে হইতেছে তাহাতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে উচ্ছৃঙ্খলতা আইনের সাহায্যে কিছুটা সংযত করিতেই হইবে। পুনর্গঠনের মুখে ফাঁপা আদর্শবাদের অজুহাতে শাসনযন্ত্রকে বিকল করিবার দুশ্চেষ্টা সংযত করিবার অধিকার ভারতের ন্যায় নূতন স্বাধীনতা পাওয়া রাষ্ট্রের না থাকিলে চলে না। ব্যক্তিস্বাধীনতাবোধ যদি আইনানুবর্ত্তিতার অনুপূরক না হয় এবং এই বোধশক্তি যদি কাহাকেও সামান্য কারণে রাষ্ট্রের আইন ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিতে প্ররোচিত করে, তবে রাষ্ট্রের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ সেই ব্যক্তিকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে সংযত থাকিতে বাধ্য করার বাস্তবমূল্য অনস্বীকার্য্য। দ্বিতীয় অভিযোগটির জবাব হইতেছে, বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগের প্রভাব মুক্ত করা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ত্ত। বিচারবিভাগ যোগ্যব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হইলে এই বিভাগ-সংশ্লিষ্ট কোন দোষ ত্রুটি বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষই সংশোধন করিতে পারিবেন। তাছাড়া পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্য চাহিলে প্রেসিডেন্টের নিকট

আবেদন করিয়া যখন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারককে পর্য্যন্ত পদচ্যুত করিতে পারেন, তখন বিচার বিভাগের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ বলা যায় কি করিয়া? স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে বিচারবিভাগের ব্যাপক ক্ষমতার গুরুত্ব যথেষ্ট। শাসনতন্ত্রে যে সকল বিধান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা করিতে হইবে বিচারকদের। এই কাজ অত্যন্ত কঠিন ও ইহার উপরই শাসনতন্ত্রের মর্য্যাদা নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসেও মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট এবং বিশেষভাবে এই কোর্টের প্রথম দিককার প্রধান বিচারপতি মার্শালের অবদানের পরিমাপ করা যায় না। ভারতের বিচারবিভাগে, বিশেষ করিয়া সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে যদি হৃদয়বান, যোগ্য ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিগণ থাকেন, তাহা হইলে শুধু শাসনতন্ত্রের সুব্যাখ্যা ও ইহার উন্নতিই হইবে না, শাসনবিভাগের স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও ভারতের যে কোন নাগরিক সুপ্রীম কোর্টের বা বিচারবিভাগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।

আলোচ্য শাসনতন্ত্রে ভারতের কেন্দ্র ও রাষ্ট্রগুলির শাসনবিভাগ, বিচার বিভাগ, ও আইন সভা, নির্ব্বাচন পদ্ধতি, দেশের কৃষি-শিল্প—বানিজ্য, সাধারণ অর্থনীতি, শ্রমিক কল্যাণ, ধর্ম্ম-গত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ, রাষ্ট্রের আদর্শে পঞ্চায়েৎ প্রথার অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অধিকার, জনস্বাস্থ্য, রাষ্ট্রভাষা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে এইসব বিধানের কোনটির কতখানি মূল্য এবং কোনটির সংশোধন দরকার, তাহা একমাত্র ভবিষ্যতই স্থির করিতে পারে। এছাড়া শাসনতন্ত্রে নূতন কোন বিধানের অন্তর্ভুক্তি আবশ্যক, তাহাও ভবিষ্যতেই স্থির হইবে। স্বাধীন ভারতের জনমতের বলিষ্ঠতা, জনসাধারণের অগ্রগতি ইত্যাদির উপরই এই সব নির্ভর করিবে। নীতি হিসাবে জনগণ ভারত শাসনের কর্ত্তা হইলেও তাহাদের আইনসভার প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইতে দেশের শাসন, বিচার ও আইন বিভাগ নিয়ন্ত্রন পর্য্যন্ত সকল কার্য্য করিবেন। প্রয়োজন হইলে শাসনতন্ত্রও তাঁহাদের দ্বারাই সংশোধিত হইবে। এইরূপ প্রতিনিধির নিয়তম কিরূপ যোগ্যতা থাকা দরকার অথবা অযোগ্যতার

বা অপছন্দের ক্ষেত্রে দেশবাসী কিভাবে তাহাদের নিয়ন্ত্রন করিবে শাসনতন্ত্রে সে সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান থাকিলে ভাল হইত, কিন্তু তাহা ইহাতে আশানুরূপ-ভাবে নাই বলিয়া দেশের জনগণের শুভবুদ্ধি, ও চেতনা জাগ্রত করিতেই হইবে এবং এই গুরুদায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হইবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার অবশ্যক। বলা বাহুল্য যাঁহারা দেশের শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিবেন, তাহাদের যোগ্যতা সপ্রমান না হইলে শাসনতন্ত্রের সমস্ত মর্য্যাদা ধূলিসাৎ হইবে। ভারতে এখনও যুদ্ধকালীন আবহাওয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুর্নীতি, মুনাফা শিকারের লোভ, রাজনৈতিক মতবিরোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব ইত্যাদিতে ভারতের আকাশ বাতাস এখনও কলঙ্কিত। এই দুর্দ্দিনের অবসানে সত্যকার সৎ ও চরিত্রবান ব্যক্তিগণ যদি দৃঢ়তার সহিত ভারতের শাসনকার্য্য চালাইয়া যান, তাহা হইলে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশা করিবার অনেক কিছু থাকিবে।*

আগেই বলা হইয়াছে, আলোচ্য শাসনতন্ত্র দোষত্রুটি শূন্য নয় এবং ভারতের মত সদ্যস্বাধীন সমস্যাবহুল দেশের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় সেরূপ নির্দ্দোষ শাসনতন্ত্র রচনাও সম্ভব ছিল না। তবে সমগ্রভাবে ইহা অধিকাংশ দেশবাসীকেই সন্তুষ্ট করিয়াছে। এই শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেণ্টকে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে প্রেসিডেণ্ট নামেই সর্ব্বময় কর্ত্তা, ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত পালামেণ্ট প্রেসিডেণ্টেরও কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী। পার্লামেণ্ট অধিকাংশ সদস্যের ভোটে শাসনতন্ত্র অমান্যের অভিযোগে প্রেসিডেণ্টকে পদত্যাগ পর্য্যন্ত করাইতে পারেন (অনুচ্ছেদ—৬১)। পালামেণ্টের উভয় পরিষদ যদি সত্যই দৃঢ়তার সহিত কোন বিধান চায়, প্রেসিডেণ্ট অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্তও তাঁহাদের মতে মত-না দিয়া পারিবেন না (অনুচ্ছেদ—১১১)।

---

* এসম্পর্কে শাসনতন্ত্রে সাক্ষর দান কালে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও স্পষ্টই বলিয়াছেন :—'Whatever the Constitution may or may not provide, the welfare of the Country will depend upon the way in which the Country is administered. That will depend upon the men

পরাধীন ভারতে ভারতবাসীর যে শম্বুক গতিতে মানসিক উন্নতি হইতেছিল, স্বাধীন ভারতে তাহা দ্রুততর হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। ইতিমধ্যে জনসাধারণের মনে লক্ষনীয় রাজনৈতিক চেতনা ও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ লাভের প্রয়োজনবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই জনজাগরণের মূল্য জাতীয় স্বার্থের হিসাবে অপরিমেয়। অনেকেরই বিশ্বাস প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন এই বিশাল ঐতিহ্যবান দেশকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবে।

---

who abminister it. It is a trite saying that a Country can have only the Constitution it deserves. Our Constitution has provisions in it which appear to some to be objectionable from one point or another. We must admit that the defects are inherent in the situatiou in the Country and the people at large.

If the people who are elected are capable and men of character and integrity, they would be able to make the best even at a defective Constitutiou. If they are lacking in this, the Constitution can not help the County.'

ভারতের শাসনতন্ত্র

প্রস্তাবনা

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে :—

'আমরা, ভারতের অধিবাসীবৃন্দ, ভারতকে এমন একটি সার্ব্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি, যাহার সমস্ত নাগরিক নিশ্চিতভাবে লাভ করিবে—

সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক **সুবিচার** ;

চিন্তা, বাক্য, প্রতীতি, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং উপাসনার **স্বাধীনতা** ;

পদমর্য্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ভোগের **সমানাধিকার** ;

—এবং তাহাদের সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হইবে

ব্যক্তিগত সম্ভ্রম ও জাতিগত ঐক্য বিধানকারী **ভ্রাতৃভাব**।

আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর আমরা আমাদিগের জন্য এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করিলাম।'

প্রথম খণ্ড

যুক্তরাষ্ট্র ও ইহার এলাকা

যুক্তরাষ্ট্র ইণ্ডিয়া বা ভারতের এলাকা বলিতে নিম্নলিখিত স্থান গুলি বুঝাইবে :—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা

(ক) রাষ্ট্রসমূহের এলাকা (পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ প্রথম তপশিলের 'ক', খ ও গ চিহ্নিত অংশে রাষ্ট্রগুলির নাম ও এলাকা উল্লিখিত হইয়াছে) ;

(খ) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ; এবং

(গ) দখল করা হইতে পারে এমন সব ভূখণ্ড।—অনু—১

পার্লামেণ্ট উপযুক্ত মনে করিলে আইনের সাহায্যে নূতন কোন রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে নূতন রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবেন।—অনু—২

রাষ্ট্রের সীমানা ও ইহার পরিবর্ত্তন

পার্লামেন্ট আইনানুসারে একটি রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া একাধিক রাষ্ট্র গঠন করিতে, একাধিক রাষ্ট্রকে একটি মাত্র রাষ্ট্রে পরিণত করিতে, এক রাষ্ট্রের অংশ বিশেষ অপর রাষ্ট্রে সংযোজিত করিতে এবং যে কোন রাষ্ট্রের আয়তন কমাইতে বা বাড়াইতে পারিবেন। এইভাবে রাষ্ট্রের সীমারেখা বা নাম পরিবর্ত্তনও চলিবে।

তবে এই প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রের সীমা বা নাম পরিবর্ত্তন সম্পর্কিত কোন বিল পার্লামেন্টের কোন পরিষদেই উপস্থাপিত হইতে পারিবে না এবং প্রেসিডেন্ট এ সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলির আইনসভার মতামত জানিয়া লইবেন।—অনু—৩

দ্বিতীয় খণ্ড

নাগরিক অধিকার

শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার সময় যাঁহারা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন অথবা যাঁহারা শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর এদেশে সাধারণভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহারা ভারতের নাগরিকরূপে গণ্য হইবেন। যাঁহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা যাঁহাদের পিতা বা মাতা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও এদেশের নাগরিক হইতে পারিবেন।—অনু—৫

এছাড়া বর্ত্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্র হইতে ভারতীয় যুক্তরষ্ট্রে আগত কোন ব্যক্তিও শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার সময় ভারতের নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারিবেন, যদি—

(ক) তিনি নিজে, তাঁহার পিতা, মাতা বা পিতৃপুরুষদের কেহ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের সংজ্ঞানুযায়ী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ; এবং

(খ) এইরূপ ব্যক্তি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাইয়ের আগেই ভারতে আসিয়া তদবধি এদেশে বসবাস করেন, অথবা

(গ) ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই কিম্বা তাহার পরে আসিয়াও তিনি এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্ব্বে ভারতসরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত অফিসারের নিকট আবেদন করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভের জন্য আপন নাম রেজেষ্ট্রি করাইয়া থাকেন :

পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তিদের নাগরিকাধিকার

—তবে আবেদনের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী অন্ততঃ ছয়মাস কাল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন নাই, এমন কাহারও নাম এইভাবে রেজিষ্ট্রি করা হইবে না।—অনু—৬

উপরোক্ত ৫ম ও ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সর্ত্ত সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চের পর ভারত ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া গিয়া থাকেন এবং এই ভাবে চলিয়া যাইবার পর পুনর্বসতির বা স্থায়ীভাবে ফিরিয়া আসিবার আইনসঙ্গত অনুমতিপত্র লইয়া ভারতে ফিরিয়া না আসেন, তাহা হইলে তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকাধিকার পাইবেন না। এইভাবে ভারতে প্রত্যাগত ও ভারতের নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত প্রত্যেককেই ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদের 'খ' ধারার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাইয়ের পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের জন্য আগত বলিয়া ধরা হইবে।—অনু—৭

উপরোক্ত ৫ম অনুচ্ছেদ বর্নিত সর্ত্ত সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি নিজে, তাঁহার পিতা, মাতা বা পিতৃপুরুষদের কেহ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তিনি যদি ভারতের বাহিরে কোন দেশে বসবাস করেন, তাহা হইলে যে দেশে তিনি অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন, সেইদেশস্থ ভারতীয় কুটনৈতিক বা বানিজ্যিক প্রতিনিধির নিকট ভারতসরকারের নির্দ্দিষ্ট ফরমে ও পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্ব্বে অথবা পরে তিনি ভারতের নাগরিক হিসাবে নাম রেজেষ্ট্রী করিতে পারিবেন।—অনু—৮

প্রবাসী ভারতীয়দের নাগরিকাধিকার

যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিদেশী কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন তিনি উপরোক্ত ৬ষ্ঠ অথবা ৮ম অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে ভারতের নাগরিক হইবার আর কোন সুযোগ পাইবেন না।—অনু—৯

এই সব বিধান সত্ত্বেও পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে নাগরিকত্বলাভের অধিকার সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিতে পারিবেন।—অনু—১১

তৃতীয় খণ্ড*

মৌলিক অধিকার

সাধারণ

শাসনতন্ত্রের এই খণ্ডের সাধারণ বিধানসমূহের সহিত শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত কোন আইনের যদি অসামঞ্জস্য থাকে, তাহা হইলে প্রচলিত আইনের এই অসামঞ্জস্যসূচক অংশ বাতিল হইবে। —অনু—১৩ (১)

এই খণ্ডে প্রদত্ত অধিকার সকোচ অথবা বাতিল করিয়া রাষ্ট্র কোন আইন প্রনয়ন করিতে পারিবে না। এইরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে আইনের যেঅংশে এই সঙ্কোচ অথবা বাতিলের কথা থাকিবে, সেই অংশটুকু কার্য্যকরী হইবে না। —অনু—১৩ (২)

সমানাধিকার

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সকল ব্যক্তি আইনের চক্ষে সমান হইবে এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করিবে। —অনু—১৪

আইনের চক্ষে সমানধিকার

শুধু মাত্র ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান অথবা ইহাদের যে কোনটির জন্য রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে না।—অনু—১৫ (১)

শুধুমাত্র ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান অথবা ইহাদের যে কোনটির জন্য কোন নাগরিকের কোন দোকানে, রেষ্টুরেণ্টে, হোটেলে অথবা সাধারণের প্রমোদাগারে প্রবেশাধিকার বিলোপ অথবা নিয়ন্ত্রন করা হইবে না। একই কারণে কোন নাগরিকের জনসাধারণের জন্য সরকারী সাহায্যে নির্ম্মিত কোন কূপ, পুষ্করিণী, স্নানের ঘাট, রাস্তা অথবা বিশ্রামাগার ব্যবহার বন্ধ অথবা নিয়ন্ত্রন করা চলিবে না।—অনু—১৫ (২)

---

*এই খণ্ডে অন্য কিছু বুঝাইয়া বলা না হইলে রাষ্ট্র বলিতে ভারতসরকার, ভারতীয় পার্লামেণ্ট, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রগুলির সরকার ও আইনসভা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রস্থ অথবা ভারত সরকারের অধীনস্থ সকলপ্রকার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝিতে হইবে। —অনু—১২

এই বিধান সত্ত্বেও রাষ্ট্র স্ত্রীলোক অথবা শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারিবে।—অনু—১৫ (৩)

সকল নাগরিক সরকারী চাকুরীতে সমান সুযোগ পাইবে।—অনু—১৬ (১)

সরকারী চাকরীতে সমান সুযোগ

শুধুমাত্র ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, অথবা ইহাদের যে কোনটির জন্য কেহ এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে না।—অনু—১৬ (২)

এই বিধান সত্ত্বেও পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে প্রথম তপশীলে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলির যে কোনটির অধীনস্থ অথবা ইহার অন্তর্ভুক্ত কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর চাকুরী সেই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।—অনু—১৬ (৩)

এছাড়া রাষ্ট্রের মতে অনুন্নত কোন শ্রেণীর লোক উপযুক্ত সংখ্যক সরকারী চাকরী না পাইয়া থাকিলে সেই শ্রেণীর জন্য কতকগুলি সরকারী চাকুরী সংরক্ষিত হইতে পারিবে।—অনু—১৬ (৪)

উপরোক্ত বিধান সত্ত্বেও রাষ্ট্র এমন কোন আইন প্রনয়ন করিতে পারিবে, যাহার বিধানানুসারে কোন ধর্ম্মগত বা সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানের কোন বৃত্তিভোগী যাজক শ্রেণীর কর্ম্মীকে অথবা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির কোন সদস্যকে সেই বিশেষ ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের লোক হইতে হইবে।—অনু—১৬ (৫)

অস্পৃশ্যতা নিরোধ

অস্পৃশ্যতা রহিত হইল এবং সর্ব্বপ্রকারে ইহার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইল। অস্পৃশ্যতার অজুহাতে কাহাকেও কোন কাজে যে কোন ভাবে বাধা দিলে তাহা আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য হইবে।—অনু—১৭

সামরিক পারদর্শিতা অথবা পাণ্ডিত্যনিদর্শক না হইলে রাষ্ট্র কাহাকেও কোন উপাধি দিবে না।—অনু—১৮ (১)

উপাধি ও উপহার

ভারতীয় কোন নাগরিক কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন প্রকার উপাধি লইতে পারিবে না। অনু—১৮ (২)

ভারতের নাগরিক না হইয়াও যদি কেহ ভারতে লাভজনক অথবা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি প্রেসিডেণ্টের

বা রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত অপর কোন রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন উপাধি, উপহার, পারিশ্রমিক বা বেতন অথবা অপর রাষ্ট্রের অধীনে কোন প্রকার চাকুরী গ্রহণ করিতে পারিবেন না।—অনু—১৮ (৩-৪)

স্বাধীনতার অধিকার

যে কোন নাগরিকের নিম্নোক্ত অধিকারগুলি থাকিবে—

মতপ্রকাশ চলাফেরা, বসবাস, সম্পত্তি ও ব্যবসা-বানিজ্য সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার

বক্তৃতাদান ও মতপ্রকাশের অধিকার, অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে না লইয়া শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হইবার অধিকার, সমিতি অথবা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন স্থানে অবাধে চলাফেরার অধিকার, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন স্থানে বসবাসের অধিকার, সম্পত্তি ক্রয়, ভোগ ও বিক্রয়ের অধিকার এবং যে কোন বৃত্তি গ্রহণের অথবা যে কোন ব্যবসাবাণিজ্য চালাইবার অধিকার।—অনু—১৯ (১)

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনস্বার্থ ও আইন

তবে এই বিধান সত্ত্বেও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও মর্য্যাদা, নীতিধর্ম্ম, বিচারালয়ের মর্য্যাদা বা জনস্বার্থ, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা তপশিলভুক্ত উপজাতীয়দের স্বার্থ ইত্যাদি ক্ষুন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিলে রাষ্ট্র সেই আশঙ্কা বিদূরণের জন্য এই বিধানানুসারে প্রদত্ত অধিকার নিয়ন্ত্রন করিয়াও আইন প্রনয়ন করিতে পারিবে। তাছাড়া সাধারণ জনস্বার্থে এই বিধান সত্ত্বেও রাষ্ট্র আলোচ্য বিধানানুসারে প্রদত্ত অধিকার নিয়ন্ত্রন করিয়া এমন আইন প্রনয়ন করিতে পারিবে যাহার সাহায্যে কর্তৃপক্ষ যে কোন বৃত্তি, চাকুরী, বা ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে আবশ্যক বৃত্তিমূলক অথবা যান্ত্রিক শিক্ষার নিম্নতম মান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন। —অনু—১৯ (২—৬)

অপরাধীর দণ্ড

প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধাচরণ না করিলে কেহই দণ্ডনীয় হইবে না এবং অপরাধ করিলেও প্রচলিত আইনানুযায়ী যে দণ্ড ভোগ করার কথা তাহার চেয়ে বেশী দণ্ড কেহ ভোগ করিবে না। —অনু—২০ (১)

কোন ব্যক্তি একই অপরাধের জন্য একাধিবার দণ্ডনীয় হইবে না। —অনু—২০ (২)

কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইতে বাধ্য করা হইবে না। —অনু—২০ (৩)

আইন সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তাহার জীবন বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। —অনু-২১

কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইলে তাহাকে যথাসত্বর গ্রেপ্তারের কারণ না জানাইয়া আটক রাখা চলিবে না এবং তাহার পছন্দ মত কোন আইনজীবির পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণে তাহাকে বঞ্চিত করা চলিবে না। —অনু ২২ (১)

গ্রেপ্তার ও আটক রাখার সময়

কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইলে গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট অবধি যাইবার সময়টুকু বাদ দিয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে নিকটতম কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মতি ব্যতিরেকে এইরূপ কোন বন্দীকে উল্লিখিত সময়ের বেশী আটক রাখা চলিবে না। —অনু-২২ (২)

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শত্রুপক্ষীয় বিদেশীর পক্ষে, অথবা নিরাপত্তামূলক কয়েদের কোন আইনানুযায়ী কাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইলে তাহার পক্ষে এই বিধানগুলি প্রযোজ্য হইবে না। —২২ (৩)

নিরাপত্তমূলক কয়েদের কোন আইনেও কোন লোককে তিনমাসের বেশী আটক রাখা চলিবে না, যদি না—

হাইকোর্টের প্রাক্তন অথবা বর্ত্তমান বিচারপতি কিম্বা হাইকোর্টের বিচারপতি হইবার যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত পরামর্শদাতা বোর্ড (এ্যাডভাইসারী বোর্ড) উল্লিখিত তিনমাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই রিপোর্ট দেন যে, এই বোর্ডের মতে এইভাবে আটক রাখিবার যথেষ্ট কারণ আছে ঃ

তবে এই ব্যবস্থার দ্বারাও পরে উল্লিখিত ২২ (৭) অনুচ্ছেদের প্রথমাংশ অনুসারে পার্লামেণ্ট আইন করিয়া এইভাবে আটক রাখিবার দীর্ঘতম যে সময় স্থির করিয়া দিবে, তাহার চেয়ে বেশীদিন কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা চলিবে না।—অনু—২২ (৪)

নিরাপত্তামূলক কয়েদের বিধান দেয় এমন কোন আইনানুসারে আদেশ

জারী করিয়া যদি কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা হয়, যে কর্তৃপক্ষ আদেশ জারী করিবেন তাঁহারা বন্দীকে যথাসত্বর এইরূপ আদেশজারীর কারণ জানাইবেন এবং এই আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইবার সুযোগ দিবেন।—অনু—২২ (৫)

তবে কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে তাঁহাদের জারী করা আদেশের কারণ জনস্বার্থের খাতিরে প্রকাশ করা চলে না, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদাংশ সেক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইবে না।—অনু—২২ (৬)

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এবং কোন্ শ্রেণীর অভিযোগে নিরাপত্তামূলক কয়েদের বিধানদানকারী আইনানুসারে ২২ (৪) অনুচ্ছেদের ব্যবস্থানুযায়ী পরামর্শদাতা বোর্ডের মতামত গ্রহণ না করিয়াও ব্যক্তিবিশেষকে তিনমাসের অধিককাল আটক রাখা যাইবে, তাহা পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা স্থির করিতে পারিবে।—অনু—২২ (৭ ক)

নিরাপত্তামূলক কয়েদের বিধানদানকারী যে কোন আইনানুসারে যে কোন ক্ষেত্রে বা যে কোন অভিযোগে কোন লোককে সব চেয়ে বেশী কতদিন আটক রাখা চলিবে এবং উপরিউক্ত পরামর্শদাতা বোর্ড গঠিত হইলেও বোর্ড কিভাবে অনুসন্ধান কার্য্য চালাইবে, তাহাও পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা স্থির করিতে পারিবে।—অনু—২২ (৭ খ-গ)

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

বেগার প্রথার বিলোপ

মানুষ লইয়া ব্যবসা, বেগার প্রথা এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য ন্যায্য পারিশ্রমিক বঞ্চনা করিয়া শ্রমভোগ নিষিদ্ধ হইল। এই বিধান অমান্য করিলে আইনের চোখে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।—অনু—২৩ (১)

অবশ্য এই বিধান সত্ত্বেও রাষ্ট্র সাধারণের স্বার্থে নাগরিকগণকে বাধ্যতামূলকভাবে খাটাইতে পারে, তবে এইরূপ কোন ব্যবস্থা করিবার সময় রাষ্ট্র শুধুমাত্র ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ, শ্রেণী বা ইহাদের যে কোনটির জন্য কোন নীতিগত পার্থক্য ঘটিতে দিবে না।—অনু ২৩ (২)

কারখানা, খনি ইত্যাদিতে শিশুর নিয়োগ

চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কাহাকেও কোন কারখানায়, খনিতে অথবা বিপদের ঝুঁকি আছে এমন অপর কোন কাজে নিযুক্ত করা চলিবে না।—অনু—২৪

ধর্ম্মসংক্রান্ত স্বাধীনতা

ধর্ম্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের নীতি

সাধারণ শৃঙ্খলা, নীতি, ধর্ম্ম, জনস্বাস্থ্য এবং মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত এই খণ্ডে উল্লিখিত অন্যান্য বিধান সাপেক্ষভাবে সকলেই সমানভাবে ধর্ম্মবুদ্ধি সংক্রান্ত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে এবং অবাধে ধর্ম্মগ্রহণ, ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিবে। —অনু—২৫ (১)

তবে এই বিধান সত্ত্বেও রাষ্ট্র ধর্ম্মাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে এমন কোন অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক অথবা অপর কোনরূপ বৈষয়িক বা লৌকিক কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া আইন প্রনয়ন করিতে পারিবে এবং সমাজের কল্যাণার্থে ও সংস্কারার্থে অথবা সাধারণের জন্য নির্ম্মিত হিন্দুদের কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতেও আইন প্রনয়ন করিতে পারিবে (এখানে কৃপান বহন শিখ-ধর্ম্ম স্বীকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং হিন্দু বলিতে ব্যাপকভাবে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদেরও বুঝাইতেছে। 'হিন্দুর ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান' শব্দটিও এইরূপ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে)।—অনু—২৫ (২)

দেশের শৃঙ্খলা, নীতিধর্ম্ম ও জনস্বাস্থ্য ক্ষুন্ন না করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় বা ইহার অংশবিশেষ ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান গঠন ও সংরক্ষণ করিতে পারিবে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কিনিয়া সেই সম্পত্তি আইনসঙ্গতভাবে পরিচালনা করিতে পারিবে।—অনু—২৬

কোন ব্যক্তিকে এমন কোন করদানে বাধ্য করা হইবে না যে হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মগত সম্প্রদায়ের উন্নতি অথবা পোষণের খরচ চালাইবার জন্য ব্যয়িত হইবার কথা।—অনু—২৭

সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত হয় এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

তবে যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাহারও দানে গড়িয়া উঠে এবং প্রতিষ্ঠাতা চাহেন যে সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হইবে, সককার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেও সেক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধান কার্য্যকরী হইবে না।—অনু—২৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা

কৃষ্টি ও শিক্ষাসংক্রান্ত অধিকার

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন অংশের বিশেষ এক শ্রেণীর নাগরিকদের যদি বিশিষ্ট কোন নিজস্ব ভাষা, লিপিমালা বা কৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে তাহারা সেইগুলি রক্ষা করিবার অধিকার পাইবে। —অনু—২৯ (১)

শুধুমাত্র ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা ইহাদের যে কোনটির জন্য কোন নাগরিক কোন সরকারী বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রবেশ লাভে বঞ্চিত হইবে না। —অনু-২৯ (২)

কৃষ্টি রক্ষার ও শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকার

ধর্ম্ম বা ভাষার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু যে কোন সম্প্রদায়ের পছন্দমত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িবার বা চালাইবার অধিকার থাকিবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাহায্যদান ব্যাপারে রাষ্ট্র এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈষম্যমূলক কোন ব্যবহার করিবে না। —অনু ৩০ (১)

সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার

আইন ব্যতীত আর কিছু দ্বারা কাহাকেও তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। —অনু ৩১

কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের বা কোন শিল্প অথবা বানিজ্য প্রতিষ্ঠানের সত্ত্ব সমেত কোনরূপ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি কোন আইনের সাহায্যে দখল বা অধিকার করা যাইবে না, যদিনা সেই আইন এই সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। আইন এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণও স্থির করিয়া দিতে পারে অথবা যেভাবে বা যে নীতিতে ক্ষতিপূরণ নির্দ্ধারিত এবং প্রদত্ত হইবে তাহাও স্থির করিয়া দিতে পারে। —অনু-৩১ (২)

কোন রাষ্ট্রের আইনসভা ৩১ (২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আইন প্রনয়ন করিলেও প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতির সম্মতি না পাইলে ইহা কার্য্যকরী হইবে না।

—অনু-৩১ (৩)

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্ব্বে যদি কোন রাষ্ট্রের আইনসভায় কোন বিল উপস্থাপিত হইয়া থাকে এবং পরে ইহা এই আইনসভায় পাশ হইয়া রাষ্ট্রপতির বিবেচনা ও সম্মতি লাভ করিয়া থাকে, সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে যাহাই থাকুক, উপরোক্ত ৩১ (২) অনুচ্ছেদের বিধান লঙ্ঘনের অজুহাতেও এই আইনের কার্য্যকরিতা সম্পর্কে কোন বিচারলয়ে কোন প্রকার প্রশ্ন উঠিবে না। —৩১ (৪)

তবে নিম্নে উল্লিখিত ৩১ (৬) অনুচ্ছেদের বিধান যে আইন সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, এমন কোন প্রচলিত আইন ৩১ (২) অনুচ্ছেদের বিধান দ্বারা ব্যাহত হইবে না এবং রাষ্ট্র ইহার পরেও কোন কর বা জরিমানা আদায়ের, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের অথবা জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে এবং ভারতসরকার ও অন্য কোন দেশের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘটিত কোন চুক্তি অনুসারে আইনে আশ্রয় প্রার্থীর সম্পত্তিরূপে ঘোষিত সম্পত্তি সম্পর্কে নূতন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। —৩১ (৫)

ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখলে রাষ্ট্রের অধিকার

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার অনধিক ১৮ মাস পূর্ব্বে প্রণীত রাষ্ট্রের কোন আইন যদি শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার তিন মাসের মধ্যে বা প্রেসিডেণ্টের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয় এবং রাষ্ট্রপতি যদি সরকারীভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়া তাহা অনুমোদন করেন, উপরোল্লিখিত ৩১ (২) অনুচ্ছেদের বিধান অথবা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের ২৯৯ (২) ধারার বিধান লঙ্ঘন করিবার অজুহাতে এই আইন সম্পর্কে কোন বিচারালয়ে কোনরূপ প্রশ্ন উঠিবে না। —অনু ৩১ (৬)

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

শাসনতন্ত্রের এই অংশে যে সব অধিকার দেওয়া হইল, সেগুলি কার্য্যকরী করিবার জন্য যথাযথ রীতি অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা চলিবে।

—অনু ৩২ (১)

এই সব অধিকারের যে কোনটি কার্য্যকরী করিতে সুপ্রীম কোর্টের নির্দ্দেশ, আদেশ বা পরোয়ানা জারী করিবার অধিকার থাকিবে। এই পরোয়ানার মধ্যে হেবিয়াস করপাস (বন্দীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করার জন্য এবং তাহার কারাবরোধের কারণ দর্শাইবার জন্য আদালত কর্ত্তৃক কারাধ্যক্ষের উপর যে পরোয়ানা জারী করা হয়), ম্যানডেমাস (নিম্ন আদালত বা কোন ব্যক্তি বিশেষ বা বিশেষরূপে কার্য্য করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত আইন দ্বারা গঠিত সমবায়ের উপর যে পরোয়ানা জারী করা হয়), নিষেধাজ্ঞা, সারটিওরারি (উর্দ্ধতন আদালত হইতে নিম্নতর আদালতের মোকদ্দমার কাগজপত্র তলব করিবার পরোয়ানা), প্রভৃতি আছে এবং সেক্ষেত্রে যেটি দরকার সেইটিই বুঝাইবে। —অনু ৩২ (২)

শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত অধিকারের সংরক্ষণে আদালতের সাহায্য লাভের সুযোগ

এইভাবে সুপ্রীম কোর্টকে ক্ষমতা দেওয়া হইলেও পার্লামেণ্ট আইন করিয়া সুপ্রীম কোর্টকে দেয় উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি আপন এলাকায় ব্যবহারের জন্য নিম্নতর যে কোন আদালতকে দিতে পারিবেন। অনু—৩২ (৩)

সামরিক ও শান্তিরক্ষী বাহিনী সম্পর্কে বিধান

সামরিক বাহিনী অথবা শান্তিরক্ষী পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে ইহাদের কর্ত্তব্যপালনে সহায়তাসূচকভাবে ও ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে শাসনতন্ত্রের এই অংশে প্রদত্ত কোন ক্ষমতা কতখানি নিয়ন্ত্রন অথবা বাতিল করা আবশ্যক, তাহা পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে স্থির করিতে পারিবেন। —অনু ৩৩

সামরিক আইন জারী করা এলাকার জন্য বিশেষ বিধান

সামরিক আইন জারীকরা হইয়াছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এমন কোন অংশে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের বা কোন রাষ্ট্রের অধীনস্থ সরকারী চাকুরীর কোন ব্যক্তিকে অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে তাহাদের কাজের জন্য পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্রের এই অংশে উল্লিখিত বিধানাদি সত্ত্বেও আইনের সাহায্যে রক্ষা করিতে পারিবেন। এইরূপ অঞ্চলের সামরিক আইনের জন্য প্রদত্ত কোন দণ্ডাজ্ঞা, শাস্তি, বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দ্দেশ অথবা অন্য কোন বিধান পার্লামেণ্ট আইন বলে বৈধ ঘোষণা করিতে পারিবেন। —অনু ৩৪

শাসনতন্ত্রে যাহাই থাকুক, নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলিতে আইন প্রণয়নের

ক্ষমতা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভুক্ত রাষ্ট্রগুলির আইন সভার না থাকিয়া ভারতীয় পার্লামেন্টেরই থাকিবে ঃ

(ক) ১৬ (৩), ৩২ (৩), ৩৩ ও ৩৪ সংখ্যক অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সকল বিষয়ের বিধান পার্লামেন্টের আইনানুযায়ী হওয়ার কথা ; এবং

(খ) এই খণ্ডে যে সব কাজকে অপরাধ ধরা হইয়াছে, সেগুলি সম্পর্কে শাস্তি স্থিরীকরণ। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর পার্লামেন্ট যথাসত্বর এই শাস্তি নির্দ্ধারণ করিবেন।

শাসনতন্ত্রে যাহাই থাকুক, শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্ব্বে উপরোক্ত ব্যাপারে ভারতে যদি কোন প্রচলিত আইন থাকে, শাসনতন্ত্রের ৩৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পালামেন্ট তাহা পরিবর্ত্তন না বাতিল না করিলে সেই আইন কার্য্যকরী থাকিবে।—অনু ৩৫

চতুর্থ খণ্ড*

রাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণের আদর্শ

এই অংশের বিধান কোন বিচারালয় কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইবে না বটে, তবে এখানে বর্ণিত নীতি দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং আইনপ্রণয়ন কালে এগুলির প্রয়োগ রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য।

সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায্য অধিকার সমেত সমাজগত শৃঙ্খলা যাহাতে জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তৎপ্রতি যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখিয়া রাষ্ট্র জনগণের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইবে। —অনু—৩৮

জনস্বার্থ সম্পর্কে রাষ্ট্রের নীতি

নরনারী নির্ব্বিশেষে সমস্ত নাগরিক যাহাতে জীবিকার্জনের পর্য্যাপ্ত সুবিধালাভের অধিকার পায়, জাতির আর্থিক সম্পদ যাহাতে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রনের দিক হইতে সর্ব্বাধিক জনকল্যাণের হিসাবে বন্টিত হয়, দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পরিচালনা যাহাতে সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিকে কেন্দ্রীভূত

* এই খণ্ডে রাষ্ট্র শব্দটিকে তৃতীয় খণ্ডের অনুরূপ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।—অনু—(৩৬)

করিয়া জনস্বার্থ ক্ষুন্ন না করে, নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই যাহাতে সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক পায়, শ্রমিক শ্রেণীর স্ত্রী, পুরুষ বা অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মক্ষমতার অপচয় যাহাতে না ঘটে এবং আর্থিক অনটনের ফলে যাহাতে কেহ আপন বয়স ও কর্ম্মশক্তির পক্ষে অনুপযুক্ত বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য না হয় এবং শিশু ও যুবকযুবতীরা যাহাতে শোষণ হইতে রক্ষা পায় অথবা তাহাদের নৈতিক অধঃপতন যাহাতে না হয়,—রাষ্ট্র এইসব দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নীতি স্থির করিবে। —অনু-৩৯

গ্রাম-পঞ্চায়েৎ

রাষ্ট্র গ্রাম—পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা চালু করিবে এবং এই পঞ্চায়েৎ যাহাতে স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে সেগুলিকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বা অধিকার দিবে। —অনু—৪০

অসঙ্গত অভাব পূরণে রাষ্ট্রের নীতি

বেকার অবস্থা বৃদ্ধবয়স, অসুস্থতা, অক্ষমতা ইত্যাদি অসঙ্গত অভাবের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ইহার শক্তি অনুযায়ী কাজ, শিক্ষা ও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিবে।—অনু—৪১

কারখানাদিতে যাহাতে ন্যায়সঙ্গত জনকল্যাণের ভিত্তিতে কাজ চলে এবং প্রসূতি কল্যাণ সম্পর্কিত বন্দোবস্ত যাহাতে হয়, রাষ্ট্র তাহার ব্যবস্থা করিবে। —অনু—৪২

রাষ্ট্র ও শ্রমিক কল্যাণ

উপযুক্ত আইন প্রনয়ন করিয়া, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া, অথবা যে কোন উপায়ে রাষ্ট্র কৃষি, শিল্প ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেণীর শ্রমিকদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী বেতন, ভদ্রভাবে জীবনধারণের উপযুক্ত কাজের সর্ত্ত, সামাজিক ও কৃষ্টিগত উৎকর্ষ লাভের সুযোগ সুবিধার অনপূরক বিশ্রামভোগের অধিকার ইত্যাদি নিশ্চিত করিবার চেষ্টা করিবে। এছাড়া রাষ্ট্র গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিগত ও সমবায়গত ভাবে কুটির শিল্প সম্প্রসারণের চেষ্টা করিবে।—অনু—৪৩

ভারতের সর্ব্বত্র একই প্রকার অসামরিক আইন চালু রাখার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে। —অনু—৪৪

শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার পর হইতে দশবৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র চৌদ্দ বৎরের অনধিক বয়স পর্য্যন্ত সমস্ত শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিবে। —অনু—৪৫

অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি সাধন

তপশিলী সম্প্রদায় ও তপশিলভুক্ত উপজাতীয়দের ন্যায় এদেশে যে সব শ্রেণীর লোকেরা পিছাইয়া আছে রাষ্ট্র তাহাদের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির বিশেষভাবে চেষ্টা করিবে এবং সর্ব্বপ্রকার সমাজিক অবিচার ও শোষণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। —অনু—৪৬—

জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ

দেশবাসীর খাদ্যসংক্রান্ত পরিপুষ্টি ও জীবিকার মান উন্নত করা রাষ্ট্র তাহার অন্যতম প্রধান প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে। ঔষধ হিসাবে ছাড়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর মদ্য ও নেশা হয় এমন ভেষজাদি ব্যবহার রাষ্ট্র নিষিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে।—অনু—৪৭

কৃষির উন্নতি ও গবাদি পশু রক্ষা

রাষ্ট্র আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি ও পশুপালনের প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা করিবে এবং বিশেষভাবে উন্নতশ্রেণীর প্রজননের ও গরু, বাছুর এবং অন্যান্য দুগ্ধবতী ও গবাদি-শ্রেণীর পশু-হত্যা নিবারনের চেষ্টা করিবে।—অনু—৪৮

ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ

শিল্প ও ঐতিহাসিক কৃতিত্বের নিদর্শন হিসাবে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন দ্বারা যেসব স্মৃতিচিহ্ন (মনুমেণ্ট), স্থান ও জিনিষপত্র জাতীয় সম্পদরূপে ঘোষিত হইয়াছে, সেগুলি যাহাতে ধ্বসপ্রাপ্ত, বিকৃত, নষ্ট, অপহৃত, বিক্রীত বা রপ্তানী না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্বরূপে গণ্য হইবে। —অনু—৪৯

সরকারী কার্য্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসনকর্তৃপক্ষের এলাকা যাহাতে বিচার বিভাগের এলাকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়, রাষ্ট্র তাহার ব্যবস্থা করিবে। —অনু—৫০

আন্তর্জ্জাতিক শান্তিরক্ষা

রাষ্ট্র আন্তর্জ্জাতিক আইন ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য, জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও মর্য্যাদাসম্পন্ন সম্পর্ক রক্ষার জন্য, অন্তর্জ্জাতিক আইন ও সন্ধি সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সঙ্ঘবদ্ধ জাতিসমূহকে আগ্রহান্বিত করিবার জন্য এবং সালিশির সাহায্যে আন্তর্জ্জাতিক বিবাদাদির মীমাংসা সাধনে উৎসাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিবে। —অনু—৫১

পঞ্চম খণ্ড

যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম পরিচ্ছেদ—শাসনবিভাগ

প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি এবং ভাইস প্রেসিডেণ্ট বা সহকারী রাষ্ট্রপতি

প্রেসিডেণ্টবা রাষ্ট্রপতি এবং তাঁহার ক্ষমতা

ভারতের একজন প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন (অনুচ্ছেদ—৫২) এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং অথবা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের দ্বারা এই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন। —অনু—৫৩ (১)

সাধারণভাবে প্রেসিডেণ্টের হাতেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষা ব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চ কর্তৃত্ব থাকিবে এবং এই কর্তৃত্ব আইনানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে। —অনু—৫৩ (২)

এই অনুচ্ছেদের বিধান সত্ত্বেও—

(ক) প্রচলিত আইনানুসারে যদি কোন ক্ষমতা কোন রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকে, তাহা প্রেসিডেণ্টের হস্তে হস্তান্তরিত হইতে কোন বাধা থাকিবে না ; অথবা

(খ) পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে প্রেসিডেণ্ট ছাড়া অপর কোন কর্তৃপক্ষের হাতেও কোন কার্য্যভার প্রদান করিতে পারিবেন।—অনু—৫৩ (৩)

প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন

পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যবৃন্দ এবং রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যবৃন্দকে লইয়া গঠিত এক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবেন।—অনু—৫৪

প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের হারে সমতা রক্ষিত হইবে। —অনু—৫৫ (১)

রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে এবং রাষ্ট্রসমূহ ও সমগ্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই সমতাসূচক হার নিশ্চিত করিবার জন্য পার্লামেণ্টের ও প্রতি রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত প্রত্যেক সদস্য এইরূপ নির্ব্বাচনে কতগুলি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন, তাহা নিম্নলিখিত ভাবে স্থির হইবে :—

(ক) প্রতি রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের প্রত্যেক নির্ব্বাচিত সদস্য সেই রাষ্ট্রের

মোট জনসংখ্যার সহিত ব্যবস্থাপরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা ভাগ দিয়া ভাগফল এক হাজারের যত গুণ হইবে ততগুলি ভোট দিতে পারিবেন ;

(খ) যদি এই ভাবে ভাগ দিবার পর ভাগশেষ পাঁচশতের বেশী হয়, তাহা হইলে এই পাঁচশতের বেশী সংখ্যার জন্য উপরি উক্ত সদস্য একটি অতিরিক্ত ভোট দিবার অধিকারী হইবেন ;

(গ) উপরোক্ত 'ক' ও 'খ' অনুচ্ছেদাংশ অনুসারে রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যেরা মোট যতগুলি ভোট দিবার অধিকারী হইবেন, তাহার সহিত পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যার ভাগ দিলে ভাগফল হিসাবে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে, তাহাই হইবে পার্লামেণ্টের প্রত্যেক নির্ব্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা। এক্ষেত্রেও $\frac{1}{2}$ অপেক্ষা বেশী কোন ভগ্নাংশকে পুরো এক হিসাবে গণনা করা হইবে এবং অন্যান্য ভগ্নাংশ বাতিল হইবে। —অনু—৫৫ (২)

প্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচন একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটে (Single Transferable Vote) আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুযায়ী* গোপন ব্যালটের (Ballot) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইবে। —অনু—৫৫ (৩)

ব্যাখ্যা—এই অনুচ্ছেদে লোকসংখ্যা বলিতে সর্ব্বশেষ আদমসুমারীর প্রকাশিত জনসংখ্যা বুঝিতে হইবে।

কার্য্যভার গ্রহণের দিন হইতে প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকাল হইবে পাঁচ বৎসর। তবে—

---

*সাধারণতঃ এই নিয়ম একাধিক আসনের ক্ষেত্রে নির্ব্বাচকদের প্রথম মনোনয়ন, দ্বিতীয় মনোনয়ন ইত্যাদি হিসাবে কার্য্যকরী হয়। এখানে সম্ভবতঃ ইহাতে ধারাবাহিক নির্ব্বাচনরীতি (Double ballot system) বুঝাইতেছে। এই নীতি অনুসারে প্রথমবার নির্ব্বাচনে প্রার্থীদের ভোট দেওয়া হইলে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা কম ভোট পাইবেন তাঁহার নাম কাটা যাইবে এবং বাকী প্রার্থীদের সব নির্ব্বাচকই দ্বিতীয়বার ভোট দিবেন। এবারেও সর্ব্বনিম্ন ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীর নাম বাতিল হইবে। এইভাবে প্রত্যেক বারের সকলের ভোটে একজন করিয়া প্রার্থীর নাম তালিকা হইতে কাটা যাওয়ায় প্রার্থীসংখ্যা কমিতে কমিতে শেষপর্য্যন্ত দুজনে আসিয়া পৌঁছিলে যিনি জয়ী হইবেন, তিনিই হইবেন প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি। এ ব্যবস্থায় নির্ব্বাচনে সংখ্যালঘুদের সমর্থনের আপেক্ষিক মূল্য আছে।

(ক) প্রেসিডেন্ট স্বহস্তে ভাইস প্রেসিডেন্টের নামে পদত্যাগপত্র লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারেন;

(খ) ৬১ সংখ্যক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁহার বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র অমান্য করিবার অভিযোগ আসিলে প্রেসিডেন্ট পদচ্যুত হইতে পারেন;

(গ) আপন কার্য্যকাল শেষ হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত নূতন প্রেসিডেন্ট কার্য্যভার গ্রহণ না করেন, ততদিন প্রেসিডেন্ট কাজ চালাইয়া যাইবেন। —অনু—৫৬ (১)

উপরিউক্তভাবে ভাইসপ্রেসিডেন্টের নিকট প্রেসিডেন্ট পদত্যগপত্র দাখিল করিলে ভাইসপ্রেসিডেন্ট অবিলম্বে সেই সংবাদ লোক সভার স্পীকারকে জানাইবেন। —অনু—৫৬ (২)

কোন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট পদে পূর্ব্বে বা বর্ত্তমানে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য শাসনতন্ত্রের বিধিনিষেধ সাপেক্ষভাবে পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন। —অনু—৫৭

প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থীর যোগ্যতা

যদি কোন ব্যক্তি ভারতের নাগরিক না হন, তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর পূর্ণ না হইয়া থাকে, অথবা লোকসভার সদস্য নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইবার মত যোগ্যতা যদি তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থী হইতে পারিবেন না। —অনু—৫৮ (১)

কোন ব্যক্তি ভারতসরকারের, কোন রাষ্ট্রের অথবা কোন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনাধীন স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠানের বা কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে লাভজনক চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিবার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা—এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা ভাইসপ্রেসিডেন্ট হন অথবা কোন রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা (গভর্ণর), রাজপ্রমুখ বা উপরাজপ্রমুখ হন, কিম্বা যুক্তরাষ্ট্র বা কোন রাষ্ট্রের মন্ত্রী হন, শুধুমাত্র এইসব পদে আসীন বলিয়াই তাঁহাকে লাভজনক চাকুরীতে (পদে) অধিষ্ঠিত বলিয়া ধরা হইবে না।—অনু—৫৮ (২)

প্রেসিডেন্ট পদের সর্ত্ত

প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টের কোন পরিষদের সদস্য বা কোন রাষ্ট্রের আইনসভার কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারিবেন না। এইরূপ কোন সদস্য যদি প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন, প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি

তাঁহার উক্ত সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। —অনু—৫৯ (১)

প্রেসিডেণ্ট অপর কোন লাভজনক চাকুরী (পদ) গ্রহণ করিতে পারিবেন না।—অনু—৫৯ (২)

প্রেসিডেণ্টে ভাড়া না দিয়াই সরকারী বাসভবনাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা যে বেতন, ভাতা ও সুযোগ সুবিধা স্থির করিবেন, সেগুলি ভোগ করিতে পারিবেন। যতদিন পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট এইসব স্থির না করেন, ততদিন এই শাসতন্ত্রের দ্বিতীয় তপশিলে বর্ণিত বেতন ভাতা ও সুযোগসুবিধা প্রেসিডেণ্ট ভোগ করিতে পারিবেন।—অনু—৫৯ (৩)

কোন প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকালের মধ্যে তাঁহার বেতন বা ভাতা কমান যাইবে না।—অনু—৫৯ (৪)

প্রত্যেক প্রেসিডেণ্ট, অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট অথবা প্রেসিডেণ্টের কাজ চালাইতেছেন এখন কোন ব্যক্তি কার্য্যভার গ্রহণ করার আগে ভারতের প্রধান বিচারপতির অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সুপ্রীম কোর্টের যে প্রবীনতম বিচারপতিকে পাওয়া যাইবে তাঁহার সম্মুখে নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ ও সাক্ষর করিবেন—

প্রেসিডেণ্টের শপথ

আমি,......ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি / বিধিসঙ্গত ভাবে দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিতেছি যে, আমি ভারতের প্রেসিডেণ্টের কার্য্য বিশ্বস্ততার সহিত নির্ব্বাহ করিব, যথাসাধ্য শাসনতন্ত্র ও আইন নিরাপদ, সংরক্ষণ ও সমর্থন করিব এবং ভারতবাসীর কল্যান সাধনে ও সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিব।—অনু—৬০

প্রেসিডেণ্টের পদচ্যুতি

প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র অমান্যের (লঙ্ঘনের) অভিযোগ আনিতে হইলে পার্লামেণ্টের উভয়পরিষদের যে কোনটি হইতে ইহা পেশ করিতে হইবে।—অনু—৬১ (১)

এইরূপ কোন অভিযোগ অনিতে হইলে—

অভিযোগটি প্রস্তাবাকারে অন্ততঃ ১৪ দিন পূর্ব্বে লিখিত নোটিশ দিয়া এবং অভিযোগ আনয়নকারী পরিষদের মোট সদস্যদের মধ্যে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এমন অন্তত ¼ অংশের দ্বারা সাক্ষরিত করিয়া উথাপন করিতে হইবে এবং

পরিষদের মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন লাভ করিয়া প্রস্তাবটি পাশ হওয়া চাই।—অনু—৬১ (২)

এইভাবে পার্লামেণ্টের এক পরিষদ কর্তৃক অভিযোগ আনীত হইলে অপর পরিষদ অভিযোগটির যথার্থতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন বা অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা করিবেন এবং এইরূপ অনুসন্ধানের সময় প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং বা কোন প্রতিনিধি মারফৎ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।—অনু—৬১ (৩)

যদি অনুসন্ধানকারী বা অনুসন্ধানের ব্যবস্থাকারী পরিষদের মোট সদস্যের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এমন প্রস্তাব পাশ হয় যাহাতে প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে আনীত উপরোল্লিখিত অভিযোগ যথার্থ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে পার্লামেণ্টের এক পরিষদ কর্তৃক আনীত প্রেসিডেণ্টকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব বহাল করিয়া অপর পরিষদ যে দিন প্রস্তাব পাশ করিবেন, সেইদিন হইতে প্রেসিডেণ্ট পদচ্যুত হইবেন।—অনু—৬১ (৪)

প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই নূতন প্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ করিতে হইবে।—অনু—৬২ (১)

প্রেসিডেণ্টের শূন্যপদ পূরণ

প্রেসিডেণ্টের মৃত্যু, পদত্যাগ, পদচ্যুতি বা অন্য কোন কারণে প্রেসিডেণ্টপদটি শূন্য হইলে যথাসত্বর (কোন ক্ষেত্রেই পদটি শূন্য হইবার পর ৬ মাসের বেশী বিলম্ব যেন না হয়) শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে এবং এই নির্ব্বাচনে যিনি সাফল্যলাভ করিবেন, শাসনতন্ত্রের ৫৬ তম অনুচ্ছেদের বিধানানুযায়ী তাঁহার ও পূর্ণ কার্য্যকাল হইবে কার্য্যভার গ্রহণের দিন হইতে পাঁচ বৎসর।—অনু—৬২ (২)

ভারতের একজন ভাইস প্রেসিডেণ্ট বা সহ রাষ্ট্রপতি থাকিবেন (অনু—৬৩)। ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদধিকার বলে রাষ্ট্র সভার (Council of states) সভাপতি হইবেন এবং অন্য কোনপ্রকার লাভজনক চাকুরী গ্রহণ করিবেন না। তবে ৬৫তম অনুচ্ছেদ অনুসারে ভাইস প্রেসিডেণ্ট যখন প্রেসিডেণ্ট হিসাবে প্রেসিডেণ্টের কাজ চালাইবেন, তখন তিনি আর রাষ্ট্রসভার সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না এইং ৯৭ তম অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রসভার এই সভাপতি পদের জন্য নির্দ্ধারিত বেতন ও ভাতাও তিনি তখন ভোগ করিবেন না। —অনু—৬৪

ভাইস প্রেসিডেণ্ট বা সহ-রাষ্ট্রপতি

প্রেসিডেণ্টের মৃত্যু, পদত্যাগ, পদচ্যুতি অথবা অন্য যে কোন কারণে প্রেসিডেণ্টের পদ শূন্য হইলে ভাইস প্রেসিডেণ্ট বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী নূতন নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক এই শূন্যস্থান পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট হিসাবে কাজ চালাইবেন। —অনু—৬৫ (১)

অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রেসিডেণ্টের পক্ষে তাঁহার কর্ত্তব্যসম্পাদন যদি সম্ভব না হয়, তিনি যতদিন কার্য্যভার পুনরায় গ্রহণ করিতে না পারেন, ততদিন ভাইস প্রেসিডেণ্ট প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তাঁহার কাজ চালাইবেন। —অনু—৬৫ (২)

প্রেসিডেণ্টের স্থলে ভাইস প্রেসিডেণ্ট যতদিন কাজ করিবেন ততদিন প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ও বিশেষ অধিকারগুলি তাঁহাকে বর্ত্তাইবে এবং তিনি পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনানুসারে নির্দ্ধারিত প্রেসিডেণ্টের প্রাপ্য বেতন, ভাতা ও সুযোগসুবিধাদি ভোগ করিবেন। পার্লামেণ্ট এই ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে না পারিলে তিনি দ্বিতীয় তফশীলে বর্ণিত বেতন ভাতা ও সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করিবেন। —অনু—৬৫ (৩)

ভাইস প্রেসিডেণ্টের নির্বাচন

পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ এক যুক্ত অধিবেশনে মিলিত হইয়া একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের সাহায্যে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসারে ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিবেন। এই নির্ব্বাচনে গোপন ব্যালট দ্বারা ভোট গৃহীত হইবে। —অনু—৬৬ (১)

ভাইস প্রেসিডেণ্ট পার্লামেণ্টের কোন পরিষদের অথবা কোন রাষ্ট্রের আইনসভার কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারিবেন না এবং যদি এইরূপ কোন সদস্য ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হন, ভাইস প্রেসিডেণ্ট হিসাবে কার্য্যভার গ্রহণের দিন হইতে তিনি তাঁহার এই সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। —অনু—৬৬ (২)

ভারতের নগরিক নহেন, বয়স ৩৫ বৎসর পূর্ণ হয় নাই এবং রাষ্ট্রসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন নহেন, এমন কোন ব্যক্তি ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। —অনু—৬৬ (৩)

কোন ব্যক্তি ভারতসরকারের, ভারতীয় কোন রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনাধীন স্থানীয় বা অন্য কর্তৃপক্ষের অধীনে লাভজনক কোনপ্রকার

চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিবার সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। অনু—৬৬ (৪)

ব্যাখ্যা—এই অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট অথবা ভাইস প্রেসিডেণ্টের পদে অথবা কোন রাষ্ট্রের গভর্ণর রাজপ্রমুখ বা উপরাজপ্রমুখের পদে কিম্বা যুক্তরাষ্ট্রের বা কোন রাষ্ট্রের কোন মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেই তাঁহার সেই পদকে লাভজনক চাকুরী বলিয়া মনে করা হইবে না।

ভাইস প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকাল হইবে কার্য্যভার গ্রহণ করার দিন হইতে পাঁচ বৎসর। তবে—

(ক) ভাইস প্রেসিডেণ্ট প্রেসিডেণ্টের নিকট স্বহস্ত লিখিত পত্র লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারেন ;

(খ) রাষ্ট্রসভার মোট সদস্যদের অধিকাংশ যদি তাঁহার পদচ্যুতির প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং লোকসভা তাহা অনুমোদন করেন, তদ্বারা ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদচ্যুত হইবেন। তবে এই উপধারা অনুসারে এইরূপ কোন প্রস্তাব আনিতে হইলে অন্ততঃ ১৪ দিন পূর্ব্বে সেই প্রস্তাবের নোটিশ দিতে হইবে।

(গ) নূতন নির্ব্বাচিত ভাইস প্রেসিডেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত কার্য্যকাল শেষ হইয়া গেলেও ভাইস প্রেসিডেণ্ট কাজ চালাইয়া যাইবেন। —অনু—৬৭

বর্ত্তমান ভাইস প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই নূতন ভাইস প্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচন শেষ করিতে হইবে। মৃত্যু, পদত্যাগ পদচ্যুতি অথবা অন্য কোনভাবে ভাইস-প্রেসিডেণ্টের পদ শূন্য হইলে যথা সত্বর সেই শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে এবং এই নির্ব্বাচনে যিনি সাফল্যলাভ করিবেন, ৬৭ তম অনুচ্ছেদ অনুসারে তাঁহার পূর্ণ কার্য্যকাল হইবে কার্য্যভার গ্রহণের দিন হইতে পাঁচ বৎসর। —অনু—৬৮

কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে ভাইসপ্রেসিডেণ্ট প্রেসিডেণ্টের বা তাঁহার মনোনীত অপর কাহারও নিকট শাসনতন্ত্র স্বীকৃতির ও কর্ত্তব্যপালনের প্রতিশ্রুতি দিয়া শপথ গ্রহণ ও স্বাক্ষর করিবেন। —অনু—৬৯

শাসনতন্ত্রের এই পরিচ্ছেদে যাহার জন্য ব্যবস্থা স্থির করা হয় নাই,

দৈবক্রমে এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হইলে পার্লামেন্ট যেরূপ ভাল বুঝিবেন, প্রেসিডেন্টের কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। —অনু—৭০

প্রেসিডেন্ট বা ভাইস-প্রেসিডেন্টর নির্ব্বাচন সম্পর্কিত গণ্ডগোলে সুপ্রীম কোর্টের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা

সুপ্রীম কোর্ট প্রেসিডেন্ট অথবা ভাইস প্রেসিডেন্টের নির্ব্বাচন সম্পর্কিত সকল প্রকার সন্দেহ বা বিরোধের অনুসন্ধান ও মীমাংসা করিবে এবং এক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। —অনু—৭১ (১)

যদি সুপ্রীম কোর্ট কোন ব্যক্তির প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া দেন, তাহা হইলেও সুপ্রীম কোর্টের এই ঘোষণার দিন অথবা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত সেই ব্যক্তি যে সব কাজ করিয়াছেন এবং প্রেসিডেন্ট অথবা ভাইস প্রেসিডেন্টের পদোপযোগী যে সব ক্ষমতার ব্যবহার বা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, সেগুলি উপরোক্ত ঘোষণার দ্বারা হইয়া বাতিল হইয়া যাইবে না।—অনু—৭১ (৩)

এই শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী পার্লামেন্ট আইনের সাহায্যে প্রেসিডেন্ট অথবা ভাইস প্রেসিডেন্টের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত যে কোন বিষয় নিয়ন্ত্রন করিতে পারিবেন। —অনু—৭১ (৩)

অপরাধীর দণ্ড পরিবর্ত্তন সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে যে কোন অপরাধে দণ্ডিত যে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব করিবার বা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার, শাস্তি কমাইবার অথবা দণ্ড মুলতুবী মাফ্ বা পরিবর্ত্তন (গুরুদণ্ডের পরিবর্ত্তে লঘুদণ্ড) করিবার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের থাকিবে—

(ক) কোন সামরিক আদলত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞার ক্ষেত্রে ;

(খ) যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাবিভাগের এলাকাসংশ্লিষ্ট আইন অমান্যের জন্য প্রদত্ত দণ্ডের ক্ষেত্রে ;

(গ) মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার ক্ষেত্রে। —অনু—৭২ (১)

তবে উপরোক্ত ৭২ (১ ক) অনুচ্ছেদাংশের বিধানে সশস্ত্র বাহিনীর কোন পদস্থ কর্ম্মচারীকে সামরিক আদালতের দণ্ডাজ্ঞা মুলতুবী, ক্ষমা বা পরিবর্ত্তনের আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যাহত হইবেনা। —অনু—৭২ (২)

সামায়কিভাবে প্রচলিত কোন আইন অনুসারে যদি কোন রাষ্ট্রের গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের মৃত্যুদণ্ড মুলতুবী, মাফ বা পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা থাকে, উপরোক্ত ৭২ (১ গ) অনুচ্ছেদাংশের বিধানে সেই ক্ষমতা ব্যাহত হইবে না। —অনু—৭২ (৩)

মন্ত্রিসভা

প্রেসিডেণ্টের কাজে সাহায্য করিবার ও তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী সহ একটি মন্ত্রীসভা থাকিবে। প্রেসিডেণ্টকে প্রদত্ত মন্ত্রীদের কোন পরামর্শ সম্পর্কিত প্রশ্ন কোন আদালতের বিবেচ্য হইবে না। —অনু—৭৪

প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে প্রেসিডেণ্ট অপরাপর মন্ত্রীদের নিয়োগ করিবেন। —অনু—৭৫ (১)

প্রেসিডেণ্ট যতদিন ইচ্ছা করিবেন মন্ত্রিগণ ততদিন স্বপদে বহাল থাকিবেন। —অনু— ৭৫ (২)

মন্ত্রিসভা সমবেতভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। —অনু—৭৫ (৩)

কোন মন্ত্রী কার্য্যভার গ্রহণ করিবার আগে প্রেসিডেণ্ট তৃতীয় তপশিলে বর্ণিত রীতিতে তাঁহাকে দায়িত্ব ও গোপনীয়তা সম্পর্কে তাঁহাকে শপথ করাইয়া লইবেন। —অনু—৭৫ (৪)

যদি কোন মন্ত্রী একটানা ছয়মাস পার্লামেণ্টের কোন পরিষদের সদস্য না থাকেন, তাহা হইলে এই ছয়মাস শেষ হইলে তিনি আর মন্ত্রী থাকিতে পারিবে না। —অনু—৭৫ (৫)

মন্ত্রিদের বেতন ও ভাতা

পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা যখন যেরূপ স্থির করিবেন, মন্ত্রীরা তদনুসারেই বেতন ও ভাতা পাইবেন। পার্লামেণ্ট যতদিন এইরূপ স্থির না করেন, ততদিন তাঁহারা দ্বিতীয় তপশিলে নির্দ্দিষ্ট বেতন এবং ভাতা ভোগ করিবেন। —অনু—৭৫ (৬)

ভারতের এটর্ণি জেনারেল

সুপ্রীম কোর্টের জজ হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্ট

ভারতের এটর্ণি জেনারেল নিযুক্ত করিবেন। আইন সংশ্লিষ্ট যে সব বিষয় প্রেসিডেন্ট তাঁহার দৃষ্টি গোচর করিবেন, এটর্ণি জেনারেল সেইসব বিষয়ে ভারতসরকারকে পরামর্শ দিবেন। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অথবা সাময়িকভাবে প্রচলিত কোন আইন অনুযায়ী তাঁহার উপর আইনসংক্রান্ত কোন কাজের ভার ন্যস্ত করা হইলে এটর্ণি জেনারেল সেই কাজ সম্পন্ন করিবেন। এ সম্পর্কে তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন আদালতের সাহায্য লইতে পারিবেন। তাহার কার্য্যকাল প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে এবং প্রেসিডেন্ট যেরূপ নির্দ্ধারণ করিবেন, তিনি সেইরূপ পারিশ্রমিক পাইবেন। —অনু—৭৬

এটর্ণি জেনারেল

সরকারী কার্য্য পরিচালনা

ভারত সরকারের শাসনবিভাগ সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সুস্পষ্টভাবে প্রেসিডেন্টের নামে পরিচালিত হইবে। ভারত সরকারের কাজকর্ম্ম পরিচালনার সুবিধার জন্য এবং মন্ত্রিদের মধ্যে কার্য্যভার বণ্টনের জন্য প্রেসিডেন্ট কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিবেন। —অনু—৭৭

প্রধান মন্ত্রীর কর্ত্তব্য হইবে—

(ক) যুক্তরাষ্ট্রের কাজকর্ম্ম পরিচালনা সংক্রান্ত এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কে মন্ত্রিসভার সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্টকে জ্ঞাত করা;

(খ) যুক্তরাষ্ট্রের কাজকর্ম্ম পরিচালনা সম্পর্কে এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট যদি কিছু জানিতে চান, তাহা তাঁহাকে জানান;

প্রধান মন্ত্রীর কর্ত্তব্য

(গ) কোন বিষয়ে কোন একজন বিশেষ মন্ত্রী কর্তৃক স্থিরীকৃত কোন সিদ্ধান্ত যদি মন্ত্রিসভা বিবেচনা না করিয়া থাকেন, সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট চাহিলে তাহা মন্ত্রীসভার বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা। —অনু—৭৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—পার্লামেণ্ট

সাধারণ

যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেণ্টে (আইন সভা) প্রেসিডেণ্ট (রাষ্ট্রপতি) এবং রাষ্ট্রসভা (কাউন্সিল অফ ষ্টেটস) ও লোকসভা (হাউস অফ দি পিপল্) নামক দুইটি পরিষদ থাকিবে। —অনু—৭৯

রাষ্ট্রসভা ও লোক-সভা

রাষ্ট্রসভায় নিম্নলিখিত ৮০ (৩) অনুচ্ছেদাংশ অনুযায়ী প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত ১২ জন সদস্য এবং রাষ্ট্রসমূহের অনধিক দুইশত আটত্রিশ জন সদস্য থাকিবেন। —অনু—৮০ (১)

রাষ্ট্রসমূহের সদস্যবর্গ অধিকার করিতে পারে, রাষ্ট্রসভার এরূপ আসনগুলি চতুর্থ তপশিলে বর্ণিত বিধানানুযায়ী বণ্টিত হইবে। —অনু—৮০ (২)

উপরোক্ত ৮০ (১) অনুচ্ছেদাংশ অনুযায়ী প্রেসিডেণ্ট যাঁহাদের রাষ্ট্রসভার সদস্য মনোনয়ন করিবেন, তাঁহাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা ও সমাজ সেবা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকা চাই। —অনু—৮০ (৩)

রাষ্ট্রসভার সদস্য

রাষ্ট্রসভায় প্রথম তপশিলের 'ক' অথবা 'খ' অংশে বর্ণিত রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রগুলির ব্যবস্থাপরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের দ্বারা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে অনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুযায়ী নির্ব্বাচিত হইবেন। —অনু—৮০ (৪)

প্রথম তপশিলের 'গ' অংশে বর্ণিতে রাষ্ট্রগুলির সদস্যেরা কিভাবে রাষ্ট্রসভায় আসনলাভ করিবে, তাহা পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা স্থির করিয়া দিতে পারিবেন। —অনু—৮০ (৫)

৮১ (২) অনুচ্ছেদাংশ এবং ৮২ ও ৩৩১ তম অনুচ্ছেদের বিধানানুযায়ী লোকসভায় রাষ্ট্রসমূহের ভোটদাতাদের দ্বারা প্রতক্ষ্যভাবে নির্ব্বাচিত অনধিক পাঁচশত সদস্য থাকিবেন। —অনু—৮১ (১ ক)

লোকসভার সদস্য

৮১ (১ ক) অনুচ্ছেদাংশের জন্য রাষ্ট্রগুলিকে ভাগ করিয়া বা একত্রিত করিয়া আঞ্চলিক নির্ব্বাচনকেন্দ্র গঠন করা হইবে এবং প্রত্যেক নির্ব্বাচনকেন্দ্রের জন্য এমনভাবে সদস্যসংখ্যা স্থির করা হইবে যাহাতে প্রত্যেক ৭,৫০,০০০

লোক পিছু একজনের কম নয় এবং ৫,০০,০০০ লোক পিছু একজনের বেশী নয়—এইভাবে সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে পারে। —অনু—৮১ (১ খ)

এইভাবে আঞ্চলিক নির্ব্বাচনকেন্দ্রের সর্ব্বশেষ আদমসুমারী অনুসারে প্রকাশিত সংখ্যানুযায়ী লোকসংখ্যা এবং নির্দ্ধারিত সদস্যসংখ্যার হার যতদূর সম্ভব সারা ভারতে সমরূপ হইবে। —অনু—৮১ (১ গ)

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত কোন এলাকা যদি কোন রাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত না হয়, তাহা হইলে লোকসভায় সেই এলাকায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে করিতে পারিবেন। —অনু—৮১ (২)

প্রত্যেক আদমসুমারীর পরে কতকগুলি আঞ্চলিক নির্ব্বাচনকেন্দ্রের প্রতিনিধিসংখ্যা পরিবর্ত্তিত হইবে। এই পরিবর্ত্তন কার্য্য কি ভাবে কাহার দ্বারা সম্পন্ন হইবে এমং কোন তারিখ হইতে পরিবর্ত্তন কার্য্যকরী হইবে তাহা পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে স্থির করিবেন।

তবে বর্ত্তমান লোকসভার কার্য্যকাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই পরিবর্ত্তনের জন্য লোকসভায় প্রতিনিধি সংখ্যায় পরিবর্ত্তন হইবে না। —অনু—৮১ (৩)

৮১ (১) অনুচ্ছেদাংশে বর্ণিত বিধান সত্ত্বেও লোকসভায় প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে প্রথম তপশিলের 'গ' অংশ বর্ণিত কোন রাষ্ট্রের বা কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রস্থ এখনও ভূখণ্ড সম্পর্কে পালামেণ্ট আইনের সাহায্যে ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই ব্যবস্থা উপরোক্ত ৮১ (১) অনুচ্ছেদাংশের অনুরূপ নাও হইতে পারে। —অনু—৮২

রাষ্ট্রসভার মেয়াদ

পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য কখনই রাষ্ট্রসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে না, তবে যতদূর সম্ভব প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তে ইহার সদস্যগণের এক তৃতীয়াংশ এ সম্পর্কে পার্লামেণ্ট কৃত আইনানুসারে নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী অবসর গ্রহণ করিবেন। —অনু—৮৩ (১)

লোকসভার মেয়াদ

কার্য্যকাল শেষ হইবার আগেই ভাঙ্গিয়া দেওয়া না হইলে লোকসভার মেয়াদ হইবে প্রথম অধিবেশনের দিন হইতে পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর শেষ হইলে নূতন নির্ব্বাচনের জন্য লোকসভা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

তবে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত থাকিলে পার্লামেণ্ট আইনের

সাহায্যে এই কার্য্যকাল একবারে অনধিক এক বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দিতে পারেন এবং এইরূপ জরুরী অবস্থার শেষ হইলে কোন ক্ষেত্রেই উপরোক্ত বর্দ্ধিত কার্য্যকাল ছয়মাসের বেশী স্থায়ী হইবে না। —অনু—৮৩ (২)

নিম্নলিখিত যোগ্যতা না থাকিলেও কেহ পার্লামেন্টের সদস্য হইতে পারিবেন না—

(ক) তাঁহাকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে;

(খ) তাঁহার বয়স রাষ্ট্রসভার সদস্য হইতে হইলে অন্যূন ৩০ বৎসর এবং লোকসভার সদস্য হইলে অন্যূন ২৫ বৎসর হওয়া চাই; এবং

পার্লামেন্ট সদস্য হইবার যোগত।

(গ) পার্লামেন্ট যদি কোন আইন অনুসারে এস্পর্কে কোন প্রকার যোগ্যতা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, তাঁহাকে সেই যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে। —অনু—৮৪

বৎসরে অন্ততঃ দুইবার পার্লামেন্টের পরিষদ দুইটির অধিবেশন হইবে। এক অধিবেশনের সর্ব্বশেষ বৈঠকের তারিখ এবং পরবর্ত্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের নির্দ্ধারিত তারিখে মধ্যে ছয়মাস ব্যবধান থাকিবে না। —অনু—৮৫ (১)

উপরোক্ত বিধান ৮৫ (১) সাপেক্ষভাবে প্রেসিডেন্ট সময় সময় তাঁহার পছন্দ মত স্থানে ও তারিখে উভয় পরিষদের অথবা কোন পরিষদের অধিবেশন ডাকিতে পারেন, কোন অধিবেশনের অবসান ঘটাইতে পারেন অথবা লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। অনু—৮৫ (২)

প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টের যে কোন পরিষদে অথবা উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে পারিবেন এবং এইরূপ বক্তৃতার সময় সদস্যবৃন্দকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। —অনু—৮৬ (১)

পার্লামেন্টের কোন মুলতুবী প্রস্তাব (বিল) অথবা অন্য কিছু সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টের যে কোন পরিষদে তাঁহার বানী পাঠাইতে পারেন এবং এইরূপ বাণী-প্রেরিত হইলে ইহাতে যে বিষয় বিবেচনার জন্য বলা হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট পরিষদকে যথাসত্বর তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। —অনু—৮৬ (২)

প্রত্যেক অধিবেশন সুরু হইবার পূর্ব্বে প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের মিলিত বৈঠকে বক্তৃতা দিবেন এবং পার্লামেন্টকে অধিবেশন আহ্বানের উদ্দেশ্য জানাইবেন। —অনু—৮৭ (১)

প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট

পার্লামেন্টের প্রত্যেক পরিষদের কার্য্যক্রম নিয়ন্ত্রনের যে বিধান আছে তদ্বারা প্রেসিডেন্টের বক্তৃতায় উল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচনার জন্য সময় বাঁধিয়া দেওয়ার এবং এই আলোচনা পরিষদের অপরাপর কার্য্যের পূর্ব্বে হইবার ব্যবস্থা করা হইবে। —অনু—৮৭ (২)

প্রত্যেক মন্ত্রী এবং ভারতের এটর্ণি জেনারেল পার্লামেন্টের যে কোন পরিষদের কার্য্যধারায় অথবা এক বা উভয় পরিষদের বৈঠকে বক্তৃতা করিয়া বা অন্যভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। এছাড়া পার্লামেন্টের যে কোন কমিটিতে তাঁহাদের সদস্যও করা চলিবে। তবে এই অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাঁহারা ভোট দিবার অধিকারী হইবেন না। —অনু—৮৮

পার্লামেন্টের পদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ

রাষ্ট্রসভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান পদ সম্পর্কিত ৮৯-৯১ অনুচ্ছেদে উল্লিগিত বিধান ১৮২-১৮৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারমান সম্পর্কিত বিধানের অনুরূপ শুধু শেষোক্ত ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপক সভা ও গভর্ণর স্থলে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসভা ও প্রেসিডেন্ট পড়িতে হইবে। —অনু—৮৯-৯১

রাষ্ট্রভার কোন বৈঠকে ভাইস প্রেসিডেন্ট বা সহ রাষ্ট্রপতি কে অথবা ডেপুটি চেয়ারম্যানকে পদচ্যুতি করিবার প্রস্তাব বিবেচনা কালে প্রথম ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান (ভাইসপ্রেসিডেন্ট বা সহরাষ্ট্রপতিই ৮৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পদাধিকার বলে রাষ্ট্রসভার চেয়ারম্যান) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ডেপুটি চেয়ারম্যান উপস্থিত থাকিয়াও বৈঠকে সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না। প্রথম ক্ষেত্রে সভাপতিত্ব করিবেন ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সভাপতিত্ব করিবেন চেয়ারম্যান। ইহারা অনুপস্থিত থাকিলে সভাপতিত্ব করিবেন

রাষ্ট্রসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পদচ্যুতির প্রস্তাব

প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক এবং প্রেসিডেন্ট না করিলে রাষ্ট্রসভা কর্ত্তৃক মনোনীত রাষ্ট্রসভার কোন যোগ্য সদস্য। —অনু—৯২ (১)

রাষ্ট্রসভায় ভাইস প্রেসিডেন্টের পদচ্যুতির প্রস্তাব আলোচিত হইবার সময় চেয়ারম্যান বক্তৃতা করিয়া অথবা অন্যভাবে বৈঠকে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে ১০০ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধান সত্ত্বেও তিনি এই প্রস্তাব সম্পর্কে অথবা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যাপারে ভোট দিতে পারিবেন না। —অনু—৯২ (২)

লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

লোকসভা যথাসত্বর ইহার দুইজন সদস্যকে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকাররূপে মনোনীত করিবেন। এই পদদুইটির যে কোনটি শূন্য হইলেই তাহা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। —অনু—৯৩

লোকসভার স্পীকার অথবা ডেপুটি স্পীকার লোকসভার সদস্য পদ হারাইলে আর এই পদে বহাল থাকিতে পারিবেন না। পদত্যাগ করিতে হইলে স্পীকার স্বহস্ত লিখিত পদত্যাগপত্র ডেপুটি স্পীকারের নামে এবং ডেপুটি স্পীকার স্বহস্ত লিখিত পদত্যাগ পত্র স্পীকারের নামে পাঠাইবেন। লোকসভার মোট সদস্যের অধিকাংশের ভোটে স্পীকার অথবা ডেপুটি স্পীকারকে পদচ্যুত করা যাইবে। তবে এইরূপ পদচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রস্তাবটি অন্ততঃ ১৪ দিনের নোটিশ দিয়া উত্থাপন করা চাই।

উল্লিখিত থাকে যে, লোকসভা ভাঙ্গিয়া গেলেও নূতন লোকসভার প্রথম বৈঠকের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্পীকার স্বপদে বহাল থাকিবেন।—অনু—৯৪

স্পীকারের পদ শূন্য হইলে অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার স্পীকারের কাজ চালাইবেন এবং ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হইলে অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত লোকসভার কোন সদস্য ডেপুটি স্পীকারের কাজ চালাইবেন। স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে প্রেসিডেন্ট মনোনীত লোকসভার এইরূপ কোন সদস্য লোকসভার অধিবেশনে স্পীকারের কার্য্য চালাইবেন। প্রেসিডেন্ট এইরূপ কাহাকেও নিয়োগ না করিলে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে লোকসভার মনোনীত ব্যক্তিই স্পীকাররূপে কাজ করিবেন। —অনু—৯৫

স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ-চ্যুতির প্রস্তাব

লোকসভার কোন বৈঠকে স্পীকারকে বা ডেপুটি স্পীকারকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব বিবেচনা কালে প্রথমক্ষেত্রে স্পীকার এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ডেপুটি স্পীকার উপস্থিত থাকিয়াও সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না এবং ৯৫ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধানঅনুসারে স্পীকার অথবা ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিতে অধিবেশন চালাইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তদনুরূপভাবে এক্ষেত্রেও লোকসভার কাজ চলিবে।—অনু—৯৬ (১)

লোকসভায় স্পীকারের পদচ্যুতির প্রস্তাব আলোচিত হইবার সময় স্পীকার বক্তৃতা করিয়া অথবা অন্যভাবে বৈঠকে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে ১০০ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধান সত্ত্বেও এই প্রস্তাবে অথবা ইহার সংশ্লিষ্ট বৈঠকের অন্য কোন ব্যাপারে তিনি মাত্র প্রথমবার ভোট দিতে পারিবেন, কিন্তু ভোটসংখ্যা সমান সমান হইবার ক্ষেত্রে আর ভোট দিতে পারিবেন না—অনু—৯৬ (২)

পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা যেরূপ স্থির করিবেন, রাষ্ট্রসভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার যথাক্রমে সেইরূপ বেতন ও ভাতা পাইবেন। পার্লামেণ্ট যদি এইভাবে বেতন ও ভাতা স্থির করিয়া না উঠিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা দ্বিতীয় তপশিলে নির্দ্দিষ্ট বেতন ও ভাতা ভোগের অধিকারী হইবেন।—অনু—৯৭

কার্য্য-পরিচালনা

পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদের প্রত্যেক সদস্য আসনগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট অথবা তাঁহার মনোনীত কোন প্রতিনিধির নিকট তৃতীয় তপশিলে বর্নিত রীতিতে শপথ গ্রহণ ও সাক্ষর করিবেন।—অনু—৯৯

এই শাসনতন্ত্রে অন্য কোন-ভাবে বলা না হইয়া থাকিলে পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদের বৈঠকে অথবা উভয় পরিষদের মিলিত বৈঠকে স্পীকার ও চেয়ারম্যান বা স্পীকারস্থানীয় ব্যক্তি বাদে উপস্থিত ভোটদাতা সদস্যগণের অধিকাংশের ভোটে প্রত্যেক প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।

চেয়ারম্যান বা স্পীকার অথবা এই পদাধিষ্ঠিত অন্য যে কোন ব্যক্তি প্রথম বার ভোট দিবেন না। কিন্তু যদি ভোটসংখ্যা সমান সমান

হয়, তাহা হইলে এইরূপ কেহ মীমাংসাসূচক ভোট (কাষ্টিং ভোট) দিবেন। —অনু-১০০ (১)

পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের মধ্যে যে কোন সদস্যপদ যদি শূন্য থাকে, তাহ হইলেও সেই পরিষদের কাজ চালাইয়া যাইবার অধিকার থাকিবে এবং যদি পরে দেখা যায় যে, ভোট দিবার বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকারী নন এমন কোন ব্যক্তি কোন পরিষদের বৈঠক উপস্থিত থাকিয়া ভোট দিয়াছেন অথবা অন্যভাবে বৈঠকের কাজে অংশগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও বৈঠকের কার্য্যক্রম সিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইবে।—অনু ১০০ (২)

পরিষদের বৈঠকে কোরাম

পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা অন্য কোন ব্যবস্থা না করিলে পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদের বৈঠকে কাজ চালাইবার মত উপস্থিত সদস্যদের ন্যূনতমসংখ্যা (কোরাম) হইবে পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার এক দশমাংশ।—অনু—১০০(৩)

যদি কোন পরিষদের কোন বৈঠকে কোরাম না হয়, তাহা হইলে চেয়ারম্যানের, স্পীকারের বা সেই বৈঠকে এইরূপ যিনিই সভাপতিত্ব করিতেছেন তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে বৈঠক ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখা অথবা যে পর্য্যন্ত না কোরাম হয় সে পর্য্যন্ত বৈঠকের কাজ স্থগিত রাখা।—অনু—১০০ (৪)

সদস্যদের অযোগ্যতা

কোন ব্যক্তি পার্লামেণ্টর উভয় পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না। যদি কেহ উভয় পরিষদের সদস্য মনোনীত হন, তিনি যাহাতে একটি পরিষদের পদ শূন্য করিয়া দেন, পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। —অনু—১০১ (১)

পার্লামেণ্টের সদস্য পদের অযোগ্যতা

কোন ব্যক্তি পার্লামেণ্টের এবং প্রথম তপশিলের 'ক' ও 'খ' অংশে বর্ণিত কোন রাষ্ট্রের আইনসভার কোন একটি কক্ষের সদস্য হইতে পারিবেন না। যদি কেহ এইরূপ হন তাহা হইলে প্রেসিডেণ্টের বিধানানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট একটি সময় অন্তে, যদি তিনি ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ না করিয়া থাকেন, তাঁহার পার্লামেণ্টের আসন শূন্য হইবে।—১০১ (২)

নিম্নলিখিত কারণে পার্লামেণ্টের কোন একটি পরিষদের সদস্যের আসন শূন্য হইবে :—

(ক) যদি তিনি ১০২ (১) অনুচ্ছেদাংশ অনুসারে কোনভাবে অযোগ্য হন ; অথবা

(খ) যদি তিনি স্বহস্তে লিখিয়া চেয়ারম্যান বা স্পীকারের নিকট স্বীয় পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন।—অনু—১০১ (৩)

যদি পালামেণ্টের যে কোন সদস্য পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে ষাট দিন সকল প্রকার বৈঠকাদি হইতে অনুপস্থিত থাকেন, পরিষদ তাঁহার আসন শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন।

তবে এহ ষাটদিন গননা করিবার সময় একটানা চারদিনের বেশী অধিবেশন বন্ধ থাকিলে বা মূলতুবী হইলে তাহা হিসাবে ধরা হইবে না। —অনু—১০১ (৪)

কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত যে কোন কারণে পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদের সদস্যপদের অযোগ্য বিবেচিত হইতে পারেন—

(ক) পার্লামেণ্টের আইনানুসারে অযোগ্যতাসূচক নহে এমন যে সকল পদ থাকিবে সেইগুলি ছাড়া তিনি যদি কেন্দ্রীয় সরকারের বা কোন রাষ্ট্রের অধীনে কোন লাভজনক পদে (চাকুরীতে) অধিষ্ঠিত থাকেন ;

(খ) যদি তিনি বিকৃতচিত্ত হন এবং কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক তাহা ঘোষিত হয় ;

(গ) যদি তিনি দায়বদ্ধ দেউলিয়া হন ;

(ঘ) যদি তিনি ভারতের নাগরিক না হন, বিদেশী কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন অথবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি যদি তিনি আনুগত্য বা যোগাযোগ স্বীকার করিয়া থাকেন ;

(গ) যদি তিনি পার্লামেণ্টের কোন আইন অনুসারে এই ভাবে অনুপযুক্ত হইয়া থাকেন। —অনু—১০২ (১)

এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কোন ব্যক্তি কেন্দ্রের বা কোন রাষ্ট্রের মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া থাকিলে শুধু সেইজন্যই তাঁহাকে উপরোক্ত লাভজনক পদাধিকারী বলা হইবে না। —অনু—১০২ (২)

যদি ১০২ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্লামেন্টের যে কোন পরিষদের কোন সদস্যের কোনরূপ অযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে, সেই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। —অনু—১০৩ (১)

পার্লামেন্ট সদস্যের অযোগ্যতার প্রশ্নে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত

এ সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কমিশনের (ইলেকসান কমিশন) অভিমত গ্রহণ করিবেন এবং এই অভিমত অনুসারেই তিনি কার্য্য করিবেন। —অনু—১০৩ (২)

যদি কোন ব্যক্তি ৯৯ তম অনুচ্ছেদের সর্ত্তগুলি পূরণ না করিয়াই অথবা তিনি যে পার্লামেন্টের সদস্যপদের যোগ্য নন কিম্বা পার্লামেন্টকৃত কোন আইনের বিধানানুসারে তিনি যে এইরূপ সদস্য হইতে পারেন না, একথা জানিয়াও পার্লামেন্টের যে কোন পরিষদের অধিবেশনে সদস্যরূপে উপস্থিত থাকেন এবং ভোট দেন, তাঁহাকে এইভাবে অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার বা ভোট দিবার জন্য প্রতিদিনের হিসাবে পাঁচশত টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। এই টাকা তাঁহার নিকট যুক্তরাষ্ট্রের পাওনা হিসাবে আদায় করা হইবে। —অনু—১০৪

ভূয়ো সদস্যের শাস্তি

পার্লামেন্টের ও ইহার সদস্যবৃন্দের ক্ষমতা সুযোগসুবিধা এবং বিশেষ অধিকার

এই শাসনতন্ত্রের বিধান এবং পার্লামেন্টের কার্যাধারা নিয়ন্ত্রনকারী প্রচলিত বিধিবিধান সাপেক্ষভাবে পার্লামেন্টে সদস্যদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে। —অনু—১০৫ (১)

পার্লামেন্টে অথবা পার্লামেণ্টর কোন কমিটিতে কোন কথা বলার জন্য বা ভোট দেওয়ার জন্য কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে না এবং পার্লামেন্টের যে কোন পরিষদের দ্বারা কোনরূপ রিপোর্ট কাগজ পত্র, ভোট বা কার্য্যধারা প্রকাশিত হইলে সেসম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে এই ভাবে দায়ী করা হইবে না। —অনু—১০৫ (২)

অপরাপর বিষয়ে পার্লামেণ্টের প্রত্যেক পরিষদের এবং প্রত্যেক পরিষদের সদস্যদের ও কমিটিগুলির ক্ষমতা, সুযোগসুবিধা এবং বিশেষ অধিকার পার্লামেণ্ট মাঝে মাঝে আইন করিয়া যে ভাবে স্থির করিয়া দিবেন সেইরূপই হইবে। পার্লামেণ্ট এই ভাবে স্থির করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত এই সব ক্ষমতা, সুযোগসুবিধা ও অধিকার বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে কাজ আরম্ভ হইবার সময়কার যুক্তরাজ্যের (ব্রিটেনের) পার্লামেণ্টের হাউস অফ কমন্সের এবং ইহার সদস্যবৃন্দদের ও কমিটিসমূহের অনুরূপ হইবে।—অনু—১০৫ (৩)

পার্লামেণ্ট সময় সময় আইন দ্বারা যেরূপ স্থির করিয়া দিবেন, পার্লামেণ্টর উভয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ তদনুসারেই বেতন ও ভাতা পাইবেন। যতদিন এ ব্যবস্থা না হয়, ততদিন শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারত ডোমিনিয়নের গণপরিষদের সদস্যেরা যে যে সর্ত্তে ও হারে বেতন এবং ভাতা পাইতেন, পার্লামেণ্ট সদস্যবৃন্দও তাহাই পাইবেন। —অনু—১০৬

আইন সম্পর্কিত কার্য্যবিধি

রাজস্ব সম্পর্কিত প্রস্তাব ও অন্যান্য আর্থিক প্রস্তাব সংক্রান্ত ১০৯ ও ১১৭ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষভাবে পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদেই কোন প্রস্তাব বা বিল উত্থাপিত হইতে পারিবে। —অনু—১০৭ (১)

পার্লামেণ্টে বিল উত্থাপনের রীতি

সংশোধন ব্যতীত বা সংশোধনান্তে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ এইরূপ কোন প্রস্তাব অনুমোদন করিলে তবেই ১০৮ ও ১০৯ অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষভাবে কোন বিল পাশ হইল বলিয়া ধরা হইবে। —অনু—১০৭ (২)

কোন বিল পার্লামেণ্টের বিবেচনাধীন থাকিলে পরিষদের অধিবেশন শেষ হইবার জন্যই তাহা বাতিল হইবে না। —অনু—১০৭ (৩)

লোকসভায় পাশ হয় নাই এমন কোন বিল যদি রাষ্ট্রসভায় বিবেচনাধীন থাকে তাহা হইলে লোকসভা ভাঙ্গিয়া গেলেও বিলটি বাতিল হইবে না। —অনু—১০৭ (৪)

কোন বিল যদি লোকসভায় বিবেচনাধীন থাকে অথবা লোকসভায় পাশ হইয়া রাষ্ট্রসভায় তাহা বিবেচনাধীন থাকা কালে যদি লোকসভা ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে ১০৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষভাবে বিলটি বাতিল হইবে। —অনু—১০৭ (৫)

কোন বিল পার্লামেন্টর এক পরিষদে পাশ হইয়া অন্য পরিষদে প্রেরিত হইলে এই পরিষদ যদি বিলটি বাতিল করিয়া দেন, যদি উভয় পরিষদ শেষপর্য্যন্ত বিলের প্রস্তাবিত সংশোধন মানিয়া লইতে অস্বীকার করে; অথবা বিলটি এই দ্বিতীয় পরিষদে আসিবার ছয়মাসের মধ্যে যদি পরিষদ ইহা পাশ না করেন, সেক্ষেত্রে লোকসভা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে বিলটি এমনি বাতিল হইয়া না গেলে প্রেসিডেন্ট অধিবেশন চলিতে থাকার সময় বানী পাঠাইয়া কিম্বা অধিবেশন না চলিতে থাকিলে সরকারীভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়া উভয়পরিষদকে যুক্ত এক বৈঠকে মিলিত হইবার এবং বিলটি বিবেচনা করিয়া এ সম্পর্কে ভোটদিবার জন্য আহ্বান করিবার ইচ্ছাজ্ঞাপন করিতে পারেন। তবে রাজস্ব সংক্রান্ত বিলের (মনিবিল) ব্যাপারে এই অনুচ্ছেদাংশের বিধান খাটিবে না। —অনু—১০৮ (১)

উপরোক্ত ছয়মাস গননা কালে পরিষদ যদি একটানা চারিদিনের বেশী অবসিত বা মুলতুবী হয়, সেই সময়টুকু বাদ দিতে হইবে। —অনু—১০৮ (২)

যদি প্রেসিডেন্ট ১০৮ (১) অনুচ্ছেদাংশ অনুযায়ী উভয় পরিষদকে যুক্ত বৈঠকে মিলিত হইবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন পরিষদই আর বিলটি সম্পর্কে বিবেচনা চালাইবেন না। কিন্তু এইভাবে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবার পর যদি প্রেসিডেন্ট যে কোন সময় উভয় পরিষদকে বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্যে যুক্ত বৈঠকে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন, পরিষদদ্বয় তদনুসারেই কাজ করিবেন। —অনু—১০৮ (৩)

যদি উভয় পরিষদের যুক্ত বৈঠকে উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের ভোটে সংশোধনসহ কোন বিল পাশ হয়, আলোচ্য শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তাহা উভয় পরিষদ কর্তৃক পাশ হইল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। তবে এই যুক্ত বৈঠকে—

কোন বিল এক পরিষদে পাশ হইবার পর যদি অপর পরিষদে সংশোধন সহও পাশ না হয়, তাহা হইলে বিলটি পাঠাইবার ও ফেরৎ

আসিবার ব্যাপারে যে বিলম্ব হইল তজ্জন্য প্রয়োজনীয় কোন সংশোধন ছাড়া ইহাতে অপর কোনরূপ সংশোধনের প্রস্তাব আনা চলিবে না। এইরূপে আনীত সংশোধন প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য কি না তৎসম্পর্কে বৈঠকের যিনি সভাপতিত্ব করিবেন, তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। —অনু—১০৮ (৪)

প্রেসিডেণ্টের এই ইচ্ছাজ্ঞানর ও পরিষদ্বয়ের যুক্ত অধিবেশনের মধ্যে লোকসভা যদি পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য ভাঙ্গিয়াও যায়, তাহা হইলেও এই বিশেষ উদ্দেশ্যে যুক্ত বৈঠক বসিতে পারিবে। —অনু—১০৮ (৫)

রাজস্ব সংক্রান্ত বিল বা মনি বিল

কোন রাজস্ব সংক্রান্ত বিল (মনি বিল) রাষ্ট্রসভায় উপস্থাপিত হইবে না। —অনু—১০৯ (১)

লোকসভায় পাশ হইবার পর মনি বিল সুপারিসের জন্য রাষ্ট্রসভায় প্রেরিত হইবে এবং বিলটি পাইবার দিন হইতে ১৪ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রসভা সুপারিস সহ বিলটি লোকসভার নিকট ফেরৎ পাঠাইবে। অতঃপর লোকসভা রাষ্ট্রসভার সমস্ত অথবা যে কোন সুপারিস গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিতে পারে। যদি লোকসভা রাষ্ট্রভার এইরূপ কোন সুপারিস গ্রহণ করে, রাষ্ট্রভার সুপারিস এবং লোকসভার মঞ্জুরীকৃত সংশোধনসহ মনি বিলটি উভয় পরিষদের পাশ হইল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। —অনু—১০৯ (৪)

যদি লোকসভা রাষ্ট্রসভার এইরূপ কোন সুপারিস গ্রহণ না করে, মনি বিলটি রাষ্ট্রসভায় সুপারিসকৃত কোন প্রকার সংশোধন ছাড়াই লোকসভায় যে আকারে পাশ হইয়াছিল সেই আকারে উভয় পরিষদে পাশ হইল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। —অনু—১০৯ (৪)

যদি লোকসভার পাশ হইবার পর কোন মনি বিল রাষ্ট্রসভায় সুপারিসের জন্য প্রেরিত হয় এবং রাষ্ট্রসভা উপরোক্ত ১৪ দিনের মধ্যে বিলটি ফেরৎ না পাঠান, এই ১৪ দিনের শেষে বিলটি যে আকারে লোকসভার দ্বারা পাশ হইয়াছিল সেই আকারেই উভয় পরিষদে পাশ হইল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। —অনু—১০৯ (৫)

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কোন বিল নিম্নলিখিত বিষয়সংক্রান্ত হইলে তাহা 'মনি বিল' রূপে গণ্য হইবে—

(ক) কোন প্রকার কর সংস্থাপন, বাতিল, হ্রাস, পরিবর্ত্তন বা নিয়ন্ত্রন;

(খ) ঋণ সংগ্রহনীতি, ভারতসরকারের কোন আর্থিক ব্যাপারে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি অথবা ভারতসরকার কর্তৃক স্বীকৃত বা স্বীকৃত হইতে পারে এরূপ কোন আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্কিত আইনের সংশোধন ;

(গ) সমষ্টিগত তহবিল (কনসলিডেটেড্ ফাণ্ড) বা হঠাৎ প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত তহবিল (কনটিনজেন্সি ফাণ্ড) রক্ষা, এইরূপ তহবিলে টাকা জমা দেওয়া বা এইরূপ তহবিল হইতে টাকা তোলা ;

(ঘ) ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় ;

(ঙ) কোন খরচকে সমষ্টিগত তহবিলের খরচ বলিয়া ঘোষণা করা অথবা এইরূপ খরচ বাড়ান ;

(চ) ভারতের সমষ্টিগত তহবিলে অথবা পাবলিক একাউন্ট বা সরকারী হিসাবে * টাকা গ্রহণ, এইরূপ তহবিল রক্ষা বা ইহা হইতে টাকা বাহির করিয়া দেওয়া অথবা যুক্তরাষ্ট্রের বা কোন রাষ্ট্রের হিসাব পরীক্ষা ;

(ছ) উপরোক্ত 'ক' হইতে 'চ' অনুচ্ছেদাংশে উল্লিখিত বিষয়গুলির সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যাপার ।—অনু—১১০ (১)

কোন বিলে যদি জরিমানা বা কোন প্রকার আথিক দণ্ড সংস্থাপনের, অনুমতিপত্র (লাইসেন্স) বা কোনপ্রকার কাজের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত দক্ষিণার দাবীর বা প্রদানের অথবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন প্রকার করা বসাইবার, কর বাতিল করিবার, কমাইবার, পরিবর্তন করিবার অথবা নিয়ন্ত্রন করিবার কথা থাকে,—শুধু এই সবের জন্যই তাহা মনি বিল বলিয়া ধরা হইবে না ।—অনু—১১০ (২)

কোন বিল সত্য সত্যই মনি বিল কিনা ইহা লইয়া প্রশ্ন উঠিলে সে সম্পর্কে লোকসভার স্পীকারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হইবে ।—অনু—১১০ (৩)

প্রত্যেক মনি বিল ১০৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লোকসভায় প্রেরিত হইবার সময় অথবা ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সম্মতি লাভের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থাপিত হইবার সময় লোকসভার স্পীকার বিলটি যে যথার্থই মনি বিল তাহা ইহার উপর সাক্ষর সমেত লিখিয়া দিবেন ।—অনু—১১০ (৪)

* কনসলিডেটেড ফাণ্ড, কনটিনজেন্সি ফাণ্ড ও পাবলিক এ্যাকাউন্টের সংজ্ঞার জন্য ২৬৬ ও ২৬৭ সংখ্যক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।

প্রত্যেক বিল পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে পাশ হইবার পর প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং প্রেসিডেন্ট বিলটি অনুমোদন করিলেন অথবা করিলেন না তাহা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিবেন :

উল্লিখিত থাকে যে, মনি বিল না হইলে তাঁহার সম্মতি লাভের জন্য বিলটি তাহার নিকট প্রেরিত হইবার পর যথাসত্বর প্রেসিডেন্ট বিলটি পরিষদকে ফিরাইয়া দিবেন এবং সম্মতি না হইলে ইহার সহিত প্রেরিত এক বানীতে তিনি পরিষদকে বিলটি সমগ্রভাবে বা ইহার অন্তর্ভুক্ত কোন অংশ পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিবেন।

বিলে প্রেসিডেন্টের সম্মতি

যদি বিলটি সম্পর্কে কোন সংশোধন প্রস্তাব আনিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহাও তিনি প্রেরিত বানীতে উল্লেখ করিবেন। এইভাবে বিলটি ফিরিয়া আসিলে প্রেসিডেন্টের ইচ্ছানুসারে পরিষদদ্বয় পূনরায় বিলটি আলোচনা করিবেন, তবে এইবার সংশোধন সহ বা ব্যতিরেকে বিলটি পরিষদদ্বয় কর্তৃক গৃহীত হইবার পরে প্রেসিডেন্টের সম্মতির জন্য পুনরায় প্রেরিত হইলে প্রেসিডেন্ট তাহাতে সম্মতি না দিয়া পারিবেন না।—অনু—১১১

আর্থিক ব্যাপারে কার্য্যবিধি

বাৎসরিক আর্থিক বিবরনী

প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের হিসাবে প্রেসিডেন্টকে পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে ভারতসরকারের সেই বৎসর আনুমানিক আয় ব্যয় সম্পর্কে একটি বিবৃতি উপস্থাপিত করিতে হইবে। এই অংশে উপরোক্ত বিবৃতিকে 'বাৎসরিক আর্থিক বিবরনী' বলা হইবে। —অনু—১১২ (১)

এই বাৎসরিক আর্থিক বিবরনীতে বিভিন্ন খাতে খরচের অনুমানিক হিসাবে পৃথকভাবে দেখানো হইবে—

(ক) এই শাসনতন্ত্রে যে খরচ ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে ব্যয়যোগ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ; এবং

(খ) ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে প্রস্তাবিত অপরাপর খরচ সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ—

এবং ইহাতে রাজস্ব সংক্রান্ত খরচ অন্যান্য খরচ হইতে পৃথকভাবে দেখানো হইবে।—অনু—১১২ (২)

নিম্নলিখিত খরচগুলি ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে যোগান হইবে—প্রেসিডেন্টের বেতন, ভাতা ও তাঁহার অফিস সংক্রান্ত ব্যয়; রাষ্ট্রসভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের এবং লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা; ভারতসরকারের ঋণের দরুণ ব্যয়যোগ্য অর্থ, (ঋণের সুদ, কর্জ্জশোধক ভাণ্ডারের টাকা বা ঋণশোধের টাকা এবং ঋণগ্রহণ ও ঋণগ্রহণ সংক্রান্ত অপরাপর ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত); সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের বেতন, ভাতা ও পেন্সনের দরুণ টাকা; ফেডারেল কোর্টের ও শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্ব্বেকার ভারতের কোন রাষ্ট্রের হাইকোর্টের বিচারপতিদের পেন্সন সংক্রান্ত টাকা; ভারতের কণ্ট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের বেতন ভাতা, ও পেন্সনের দরুণ টাকা; কোন সাধারণ বা সালিশি বিচারালয় প্রদত্ত রায়, ডিক্রী অথবা রোয়েদাদ কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা অথবা এই শাসনতন্ত্রে বর্ণিত অপর কোন খরচ বা পার্লামেন্টের আইনানুযায়ী ব্যয়যোগ্য কোন খরচের টাকা।—অনু—১১২ (৩)

সমষ্টিগত তহবিল হইতে যে ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে তাহা পার্লামেণ্টে ভোট দেওয়া হইবে না বটে, তবে এসম্পর্কে যে কোন পরিষদে আলেচনা চলিতে পারিবে। —অনু—১১৩ (১)

এছাড়া অন্য খরচ মঞ্জুরির জন্য লোকসভায় দাবী পেশ করিতে হইবে এবং এবং লোকসভা সেই দাবী মানিতে, বাতিল করিতে বা ছাটাই করিতে পারিবেন।—অনু—১১৩ (২)

প্রেসিডেণ্টের সুপারিশ ছাড়া এইরূপ কোন অর্থ মঞ্জুরীর দাবী উপস্থাপিত করা চলিবে না।—অনু—১১৩ (৩)

যদি কোন আর্থিক বৎসরের জন্য কোন বিশেষ খাতের নির্দ্ধারিত খরচ পর্য্যাপ্ত না হয় অথবা কোন বৎসরের বার্ষিক আর্থিক বিবরনীতে প্রকাশিত কোন খাতের খরচ বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে বাড়তি টাকার জন্য কারণ দেখাইয়া প্রেসিডেণ্ট লোকসভার নিকট অপর একটি হিসাব দাখিল করিবেন।—অনু—১১৫

এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত যে কোন বিধান নিরপেক্ষভাবে লোকসভার নিম্নোক্ত ক্ষমতা থাকিবে ঃ—

(ক) আর্থিক বৎসরের কোন বিশেষ অংশের জন্য বিধিসঙ্গত ব্যবস্থাদি হইবার আগেই অগ্রিম টাকা মঞ্জুরি ;

(খ) অপ্রত্যাশিত কোন কারণে বার্ষিক আর্থিক বিবরনীতে সুস্পষ্ট-ভাবে অনুল্লিখিত কোন খাতের বাড়তি খরচ সম্পর্কে টাকা মঞ্জুরি ;

(গ) আর্থিক বৎসরের চলতি কোন খাতে পড়ে না এইরূপ বিশেষ কোন খরচের টাকা মঞ্জুরি ;

—এই সব খাতে ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে আইনানুযায়ী পার্লামেন্টের টাকা তুলিবার অনুমতি দিবার অধিকার থাকিবে।—অনু—১১৬

১১০ (১) অনুচ্ছেদের 'ক' হইতে 'ছ' অংশে বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে কোন বিল বা সংশোধনী প্রস্তাব প্রেসিডেন্টের সুপারিস ছাড়া উথাপিত হইবে না এবং এইরূপ কোন বিল কেবলমাত্র লোকসভায় উথাপন করা চলিবে। উল্লিখিত থাকে যে কোন কর হ্রাস বা বাতিল করিবার ব্যবস্থার জন্য আনীত সংশোধনী প্রস্তাবে এই অনুচ্ছেদাংশে বর্নিত সুপারিশের প্রয়োজন হইবে না। —অনু—১১৭ (১)

কোন বিলে যদি জরিমানা বা অন্য কোন প্রকারের আর্থিক দণ্ড সংস্থাপনের, অনুমতিপত্র (লাইসেন্স) বা কোনপ্রকার কাজের শারিশ্রমিক সংক্রান্ত দক্ষিণা দাবীর বা প্রদানের অথবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন প্রকার কর বসাইবার, বাতিল করিবার, কমাইবার, পরিবর্ত্তন করিবার অথবা নিয়ন্ত্রন করিবার কথা থাকে,—শুধু এই সব কথা আছে বলিয়াই কোন বিল বা সংশোধনী প্রস্তাবকে উপরোক্ত বিষয়গুলির ব্যবস্থাকারী বলিয়া ধরা হইবে না।—অনু—১১৭ (২)

কোন বিল পাশ হইয়া কার্য্যকরী হইলে তজ্জন্য ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে যদি কোন খরচের প্রশ্ন থাকে, তাহা হইলে প্রেসিডেন্ট পরিষদকে এইরূপ বিল বিবেচনা করিবার সুপারিশ না করিলে পার্লামেন্টের কোন পরিষদেই এই ধরণের বিল পাশ হইবে না।—অনু—১১৭ (৩)

শাসনতন্ত্রের সরকারী ভাষা সম্পর্কিত খণ্ডের যে কোন বিধান সত্ত্বেও ৩৪৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদ সাপেক্ষভাবে পার্লামেন্টের কাজ হিন্দী অথবা ইংরাজীতে

নিষ্পন্ন হইবে। তবে কোন সদস্য যদি হিন্দী অথবা ইংরাজীতে তাঁহার মনোভাব পরিষ্কার করিতে না পারেন, রাষ্ট্রসভার চেয়ারম্যান, স্পীকার অথবা এইরূপ পদে অধিষ্ঠিত যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে পরিষদে তাঁহার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিতে দিতে পারিবেন।—অনু—১২০ (১)

পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে অন্য কোন ব্যবস্থা না করিলে এই শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার পনেরো বৎসর পরে ১২০ (১) অনুচ্ছেদাংশ হইতে 'অথবা ইংরাজীতে' শব্দ দুইটি বাতিল বলিয়া ধরা হইবে।—অনু—১২০ (২)

এই শাসনতন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন বিচারপতিকে বরখাস্ত করিবার প্রার্থনা করিয়া প্রেসিডেণ্টের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণের প্রস্তাব ছাড়া সুপ্রীম কোর্টের অথবা হাইকোর্টের কোন বিচারপতির কার্য্যকলাপ সম্পর্কে পালামেণ্টে কোনরূপ আলোচনা চলিবে না।—অনু—১২১

কার্য্যবিধিতে কোন অনিয়মের অভিযোগ আনিয়া পার্লামেণ্টের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কোনরূপ বৈধতার প্রশ্ন তোলা চলিবে না।—অনু—১২২ (১)

পার্লামেণ্টের কোন পদস্থ কর্ম্মচারী বা কোন সদস্যের উপর যদি আলোচ্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পার্লামেণ্টের কার্য্যবিধি নিয়ন্ত্রন, কার্য্যপরিচালনা অথবা শৃঙ্খলারক্ষার ভার থাকে, তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ ক্ষমতাব্যবহার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ কোন বিচারালয়ের এলাকাভুক্ত হইবে না।—অনু—১২২ (২)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রেসিডেণ্টের আইন সম্পর্কিত ক্ষমতা

প্রেসিডেণ্টের অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা

পালামেণ্টের উভয় পরিষদের অবিবেশন চলিতেছে না এরূপ কোন সময়ে যদি প্রেসিডেণ্টের মনে হয় যে, দেশে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা দরকার, সে ক্ষেত্রে তিনি যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন তদনুসারেই বিশেষ বিধান (অর্ডিন্যান্স) জারী করিতে পারিবেন।—অনু—১২৩ (১)

এইভাবে জারীকৃত অর্ডিন্যান্স কার্য্যকরিতা ও ক্ষমতার দিক হইতে পার্লামেণ্টের আইনের অনুরূপ মর্য্যাদাই পাইবে। তবে এরূপ প্রত্যেক অর্ডিন্যান্সই—

(ক) পালামেণ্টের উভয় পরিষদে উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং

পার্লামেন্টের পুনরধিবেশনের ছয় সপ্তাহ পরে ইহার কার্য্যকরিতার অবসান ঘটিবে। এই ছয় সপ্তাহের পূর্ব্বেই যদি উভয় পরিষদে আলোচ্য অডিন্যান্সটির অননুমোদনসূচক কোন প্রস্তাব পাশ হয়, তাহা হইলে এইরূপ প্রস্তাব পাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কার্য্যকারিতা শেষ হইবে ; এবং

(খ) প্রেসিডেণ্ট যে কোন সময় ইহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

যদি পার্লামেন্টের পরিষদ দুইটি বিভিন্ন তারিখে পুনরধিবেশনের জন্য আহূত হয়, তাহা হইলে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য অনুসারে সর্ব্বশেষ তারিখ হইতে উপরোক্ত ছয় সপ্তাহ গননা করিতে হইবে। —অনু—১২৩ (২)

এই অনুচ্ছেদের কোন অর্ডিন্যান্স যদি এমন বিধান দেয় যাহা আলোচ্য শাসনতন্ত্র অনুসারে পার্লামেন্টের আইনে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই, সেক্ষেত্রে ইহা বাতিল হইবে। —অনু—১২৩ (৩)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগ

সুপ্রীম কোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান আদালত বা সুপ্রীম কোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি এবং পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে সংখ্যা না বাড়াইলে অনধিক আরও সাতজন বিচারপতি থাকিবেন। —অনু—১২৪ (১)

সুপ্রীম কোর্টের প্রত্যেক বিচারপতিকে প্রেসিডেণ্ট নিজের সাক্ষর ও শীলমোহরাঙ্কিত নিয়োগপত্র দিবেন এবং এজন্য তিনি সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের যে কোন বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিতে পারিবেন। এইরূপ বিচারপতি ৬৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাজ করিতে পারিবেন। প্রধান বিচাবপতি ছাড়া অপর বিচারপতি নিয়োগের সময় প্রধান বিচারপতির পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করা হইবে।

এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে—

(ক) কোন বিচারপতি প্রেসিডেন্টের নামে স্বহস্তে লিখিত পত্রে পদত্যাগ করিতে পারিবেন ;

(খ) ১২৪ (৪) অনুচ্ছেদাংশে বর্ণিত উপায়ে কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করা যাইবে। —অনু—১২৪ (২)

কোন ব্যক্তি ভারতের নাগরিক না হইলে এবং অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কোন একটি বা পরপর একাধিক হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে কাজ না করিয়া থাকিলে অথবা অন্ততঃ দশবৎসর একটি বা পরপর একাধিক হাইকোর্টের ব্যবহারজীবি (এ্যাডভোকেট) না থাকিলে অথবা প্রেসিডেন্টের মতে প্রতিষ্ঠাবান ব্যবহারশাস্ত্রবিদ না হইলে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইতে পারিবেন না। —অনু—১২৪ (৩)

যদি পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ প্রতি পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের সম্মতিতে এবং বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশের সম্মতিতে অসদাচরন অথবা অক্ষমতার অভিযোগে কোন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির পদত্যাগ দাবী করিয়া অধিবেশন চলিতে থাকার মধ্যেই প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদনপত্র পাঠায়, সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতিকে কেবল সেক্ষেত্রেই পদচ্যুত করা যাইবে। —অনু—১২৪ (৪)

উপরোক্ত ১২৪ (৩) অনুচ্ছেদাংশ অনুসারে পার্লামেন্ট আইনে সাহায্যে প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণের এবং বিচারপতির অসদাচরণ অথবা অক্ষমতার সম্পর্কে অনুসন্ধান বা প্রমান সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রন করিতে পারিবেন। —অনু—১২৪ (৫)

কেহ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার আগে তাঁহাকে প্রেসিডেন্টের অথবা তাঁহার কোন প্রতিনিধির সম্মুখে তৃতীয় তপশিলে উল্লিখিত শপথ গ্রহণ ও সাক্ষর করিতে হইবে। —অনু—১২৪ (৬)

সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতির কাজ করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তি ভারতে কোথাও কোন বিচারালয়ে বা কোন কর্তৃপক্ষের কাছে সওয়াল বা কাজ করিতে পারিবেন না। —অনু—১২৪ (৭)

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা দ্বিতীয় তপশিলে উল্লিখিত বেতন

পাইবেন। তাঁহারা কিরূপ ভাতা ও সুযোগসুবিধাদি পাইবেন তাহা পার্লামেণ্ট মাঝে মাঝে আইনের সাহায্যে স্থির করিয়া দিবেন। পার্লামেণ্ট যে পর্য্যন্ত এইভাবে স্থির করিয়া না দিতে পারেন, ততদিন তাঁহারা দ্বিতীয় তপশিলে বর্ণিত সুযোগসুবিধা, ভাতা ও অধিকার ভোগ করিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি

তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এইরূপ কোন বিচারপতির ছুটি বা পেন্সন সংক্রান্ত অধিকার অথবা সুযোগসুবিধা বা ভাতা তাঁহার নিয়োগের পরে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে না যাহাতে তাঁহার অসুবিধা হয়। —অনু —১২৫

যদি ভারতের প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য থাকে অথবা প্রধান বিচারপতি অনুপস্থিতি বা অন্যকারণে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হন, প্রেসিডেণ্ট এই উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে যাঁহাকে প্রধান বিচারপতির কাজ চালাইবার জন্য মনোনীত করিবেন, তিনিই এই কাজ চালাইবেন। —অনু—১২৬

সুপ্রীম কোর্টের কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং এই শ্রেণীর আদালতের সকল ক্ষমতাই ইহার থাকিবে। —অনু—১২৯

সুপ্রীম কোর্ট দিল্লীতে অথবা প্রেসিডেণ্টের সম্মতিক্রমে ভারতের প্রধান বিচারপতি যখন যেখানে স্থির করিবেন, সেখানে অবস্থিত হইবে। —অনু—১৩০

এই শাসনতন্ত্রের বিধান সাপেক্ষভাবে অন্য কোন আদালতের কথা বাদ দিলেও সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব এলাকা হইবে নিম্নলিখিত বিরোধের ক্ষেত্রগুলি—

সুপ্রীম কোর্টের এলাকা

(ক) ভারতসরকার বনাম এক বা একাধিক রাষ্ট্রের বিরোধ; অথবা

(খ) ভারতসরকার এবং এক বা একাধিক রাষ্ট্র বনাম এক বা একাধিক রাষ্ট্র; অথবা

(গ) এক বা একাধিক রাষ্ট্র বনাম এক বা একাধিক রাষ্ট্র; এবং এই সব বিবাদ আইনগত অধিকার সংশ্লিষ্ট হওয়া চাই।

তবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব এলাকায় পড়িবে না—

(ক) যে বিবাদে প্রথম তপশিলের 'খ' অংশে বর্ণিত কোন রাষ্ট্র একপক্ষ এবং যে ক্ষেত্রে বিবাদ সুরু হইয়াছে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত কোন সন্ধিপত্র, চুক্তিপত্র, অঙ্গীকারপত্র, সনদ বা এইরূপ কোনকিছু হইতে ;

(খ) যে বিরোধের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র এক পক্ষ এবং যে বিরোধ সুরু হইয়াছে—সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব এলাকা এই বিরোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়—এইধরনের বিধান দানকারী কোন সন্ধিপত্র, চুক্তিপত্র, অঙ্গীকারপত্র, সনদ বা এইরূপ কোন কিছু হইতে।—অনু—১৩১

সুপ্রীমকোর্টে আপীলের অধিকার

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের কোন বিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত প্রশ্নে হাইকোর্টের সুপারিস থাকিলে অথবা হাইকেটের সুপারিস ছাড়াই সুপ্রীমকোর্ট গুরুত্ববিবেচনা করিয়া অনুমতি দিলে, হাইকোর্টের কোন রায়, ডিক্রী, চূড়ান্ত নির্দ্দেশ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপীল করা চলিবে (অনু—১৩২)। এইরূপ আপীল দেওয়ানী বা ফৌজদারী উভয় শ্রেণীর বিষয়েই হইতে পারে।—অনু—১৩৩ ও ১৩৪

উপরোক্ত বিধান কার্য্যকরী হয় না এমন ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা অন্যকোন ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ফেডারেল কোর্ট যে ক্ষেত্রে বিচার করিতে পারিতেন এইরূপ বিচারের ক্ষেত্রও সুপ্রীম কোর্টের এলাকাভুক্ত হইবে।—অনু—২৩৫

এই পরিচ্ছেদের যে কোন বিধান সত্বেও সুপ্রীম কোর্ট ইচ্ছা করিলে ভারতের যে কোন বিচারালয়ের যে কোন রায়, ডিক্রী, দণ্ড বা নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবার অনুমতি দিতে পারিবে।—অনু-১৩৬ (১)

এই ১৩৬ (১) অনুচ্ছেদাংশের বিধান সশস্ত্র বাহিনীর সম্পর্কিত কোন আইনানুসারে গঠিত কোন বিচারালয়ের রায় নির্দ্দেশ, সিদ্ধান্ত বা দণ্ড সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না।—অনু—১২৬ (২)

পালামেণ্টে কর্ত্তৃক আইনানুযায়ী প্রণীত কোন বিধানসাপেক্ষ ভাবে সুপ্রীম কোর্ট ইহার নিজের রায় বা নির্দ্দেশ পুনর্ব্বিবেচনা করিতে পারিবে। —অনু—১৩৭

পার্লামেণ্ট কতৃক আইনানুযায়ী প্রদত্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার যে কোন বিষয় সুপ্রীম কোর্টের এলাকাভুক্ত ও ক্ষমতাধীন হইবে। —অনু—১৩৮ (১)

এছাড়া ভারতসকার ও যে কোন রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ যদি বিশেষ কোন চুক্তি অনুসারে পরামর্শ করিয়া কোন বিষয় সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতাধীন ও এলাকাভুক্ত করেন এবং পার্লামেণ্ট আইন করিয়া যদি এ বিষয়ে সম্মতি জানান, সেক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের এলাকা ও ক্ষমতা সম্প্রসারিত হইবে। —অনু—১৩৮ (২)

পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে সুপ্রীম কোর্টকে ৩২ (২) অনুচ্ছেদাংশে বর্ণিত হয় নাই এমন যে কোন উদ্দেশ্যে হেবিয়াস করপাস, ম্যানডামাস নিষেধাজ্ঞা, কোওয়ারেণ্টো বা সারটিওরারি সমেত যে কোন নির্দ্দেশ বা আদেশপত্র জারী করিবার অধিকার দিতে পারিবেন। —অনু—১৩৯

সুপ্রীম কোর্ট যে বিধান দিবেন, ভারতের সর্ব্বত্র সমস্ত বিচারালয়কে তাহা মানিতে হইবে। —অনু—১৪১

যদি এমন কোন আইনের প্রশ্ন উঠে বা ঘটনা ঘটে অথবা ঘটিবার মত অবস্থা হয় যাহাতে প্রেসেডেণ্ট মনে করেন যে সাধারণের স্বার্থের হিসাবে ইহা এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে এ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত জানা দরকার, সেক্ষেত্রে তিনি সুপ্রীম কোর্টের কাছে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য পাঠাইতে পারিবেন এবং কোর্ট প্রয়োজনমত শুনানীর পর প্রেসিডেণ্টকে এ বিষয়ে ইহার মতামত জানাইয়া রিপোর্ট দিবেন। —অনু—১৪৩ (১)

১৩১ (ক) সংখ্যক অনুচ্ছেদাংশের বিধান সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট এই অনুচ্ছেদাংশে উল্লিখিত কোন শ্রেণীর কোন বিবাদ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মত জানিবার জন্য কোর্টের নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনানুযায়ী শুনানীর পর এসম্পর্কে প্রেসিডেণ্টকে মতামত জানাইয়া রিপোর্ট দিবেন।—অনু—১৪৩ (২)

সুপ্রীম কোর্টের কর্ম্মচারী নিয়োগ

ভারতের প্রধান বিচারপতি অথবা তাঁহার নির্দ্দেশ মত সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি বা পদস্থ কর্ম্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্ম্মচারী এবং ভৃত্যদের নিয়োগ করিবেন।

তবে প্রেসিডেণ্ট কোন বিধানানুযায়ী চাহিতে পারেন যে, এই বিধানে যে সব ক্ষেত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সব ক্ষেত্রে কোর্টের সহিত ইতিপূর্ব্বেই সংশ্লিষ্ট নন এমন কোন ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পাবলিক সারভিস

কমিশনের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোর্ট সংক্রান্ত কোন পদ দেওয়া হইবে না। —অনু—১৪৬ (১)

পার্লামেণ্টের কৃত যে কোন আইন সাপেক্ষভাবে সুপ্রীম কোর্টের উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিদের চাকুরীর সর্ত্ত প্রেসিডেণ্টের বিধানানুযায়ী অথবা প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক এই বিশেষ কাজে নিযুক্ত সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি বা পদস্থ কর্ম্মচারী প্রণীত বিধানানুযায়ী হইবে।

তবে এই অনুচ্ছেদাংশের যে সব বিধান বেতন, ভাতা, ছুটি অথবা পেন্সন সম্পর্কিত, সেগুলির জন্য প্রেসিডেণ্টের অনুমোদন লাগিবে। —অনু —১৪৬ (২)

সুপ্রীম কোর্টের পদস্থ অথবা নিম্ন কর্ম্মচারীদের দেয় বেতন ভাতা ও পেন্সন ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে লওয়া হইবে এবং ফি (দর্শনী) ইত্যাদিতে যে টাকা সুপ্রীম কোর্ট গ্রহণ করিবে, তাহা এই তহবিলের অংশ হইবে। —১৪৬ (৩)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল

ভারতের একজন কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল থাকিবেন। প্রসিডেণ্ট আপন সাক্ষর ও শীলমোহরাঙ্কিত পত্রে তাঁহাকে নিয়োগ করিবেন এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি অনুরূপ সর্ত্তে তিনি পদচ্যুত হইবেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তৃতীয় তপশিলে উল্লিখিত রীতিতে তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ ও সাক্ষর করিতে হইবে। পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা যেরূপ স্থির করিবেন, তাঁহার বেতন ও চাকুরীর সর্ত্তাদি তদনুরূপ হইবে। তবে যতদিন এইভাবে স্থির না হয়, ততদিন তাহা দ্বিতীয় তপশিলের নির্দ্দেশানুযায়ী হইবে। (এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে নিয়োগলাভের পরবর্ত্তী কালে অসুবিধার কারণ হয়, এখন কোনভাবে তাঁহার বেতন, ছুটি, পেন্সন অথবা অবসর গ্রহণের বয়সের পরিবর্ত্তন করা হইবে না।) ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের অফিস পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত খরচ (ইহার মধ্যে অফিসস্থ সকলের বেতন, ভাতা, পেন্সন ইত্যাদিও আছে) ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে আসিবে।—অনু—১৪৮

কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের, রাষ্ট্রসমূহের অথবা অন্য যে কোন কর্ত্তৃপক্ষের হিসাবসংক্রান্ত যে সব কাজ পার্লামেণ্ট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল সেগুলি সমাধা করিবেন। পালামেণ্টের এইভাবে স্থির করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারত ডোমিনিয়ন ও প্রদেশ-সমূহের অডিটার জেনারেলের কর্ত্তব্যসমূহ পালন করিবেন। —অনু—১৪৯

প্রেসিডেণ্টের অনুমোদন সহ কম্পট্রোলার এবং অডিটার জেনারেল যেভাবে নির্দ্দেশ দিবেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রগুলির হিসাবপত্র তদনুসারে রক্ষিত হইবে।—অনু—১৫০

কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রেসিডেণ্টের নিকট পেশ করিবেন এবং প্রেসিডেণ্ট তাহা পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।—অনু—১৫১ (১)

কম্পট্রোলার এবং অডিটার জেনারেলের কোন রাষ্ট্রসম্পর্কিত রিপোর্ট রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা (গভর্ণর) বা রাজপ্রমুখের নিকট পেশ করা হইবে এবং তাঁহারা ইহা রাষ্ট্রের আইন সভার নিকট উপস্থাপিত করিবেন। —অনু—১৫১ (২)

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম তপশিলের 'ক' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্র সমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ

অন্য সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে দেওয়া না হইলে এই খণ্ডে উল্লিখিত রাষ্ট্র শব্দটির দ্বারা প্রথম তহশিলের 'ক' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্র সমূহ বুঝাইবে।—অনু—১৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শাসন বিভাগ

রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা বা গভর্ণর

রাষ্ট্রের একজন গভর্ণর থাকিবেন (অনু—১৫৩) এবং রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার দ্বারা অথবা তাঁহার অধীনস্থ প্রতিনিধিদের দ্বারা এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

তবে এই অনুচ্ছেদের কিছুর জন্যই আইনানুযায়ী অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত কোন ক্ষমতা গভর্ণরের হাতে দিতে অসুবিধা হইবে না; অথবা গভর্ণরের অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারীর উপর কোন দায়িত্বভার ন্যস্ত করিতে পাল'মেন্টের বা রাষ্ট্রের আইনসভার বাধা থাকিবে না।—অনু—১৫৪

প্রেসিডেন্ট নিজের সাক্ষরিত ও শীলমোহরাঙ্কিত পত্রে রাষ্ট্রের গভর্ণর নিযুক্ত করিবেন।—অনু—১৫৫

প্রেসিডেন্ট যতদিন ইচ্ছা করিবেন, গভর্ণর ততদিন স্বপদে বহাল থাকিবেন। তিনি প্রেসিডেন্টের নামে স্বহস্ত-লিখিত পত্রে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। পূর্ব্বোলিখিত বিধান সাপেক্ষভাবে কার্য্যভার গ্রহণের দিন হইতে তিনি সাধারণতঃ পাঁচ বৎরের জন্য নিযুক্ত হইবেন (তবে কার্য্য-কাল শেষ হইলেও নূতন গভর্ণর না আসা পর্য্যন্ত গভর্ণর কাজ চালাইয়া যাইবেন)।—অনু—১৫৬

ভারতের নাগরিক নহেন এবং ৩৫ বৎসর বয়স হয় নাই, এমন কোন ব্যক্তি গভর্ণর পদলাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।—অনু—১৫৭

গভর্ণর পাল'মেন্টের যে কোন পরিষদের অথবা প্রথম তপশিলে উল্লিখিত যে কোন রাষ্ট্রের কোন আইনসভার সদস্য হইতে পারিবেন না। যদি এইরূপ কেহ গভর্ণর নিযুক্ত হন তাহা হইলে কার্য্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপরোক্ত সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।—অনু—১৫৮ (১)

গভর্ণর অন্য কোন লাভজনক চাকুরী (পদ) গ্রহণ করিবেন না।—অনু—১৫৮ (২)

গর্ভণরের বেতন বা সুযোগ সুবিধা

গভর্ণর বিনাভাড়ায় সরকারী বাসভবন এবং পাল'মেন্টের, আইনানুযায়ী নির্দ্ধারিত বেতন, ভাতা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবেন। পাল'মেন্টের এইরূপ ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি দ্বিতীয় তপশিলে বর্ণিত বেতন, ভাতা ও সুযোগ সুবিধা পাইবেন।—অনু—১৫৮ (৩)

কোন গভর্ণরের কার্য্যকালে তাঁহার বেতন বা ভাতা কমানো চলিবে না।—অনু—১৫৮ (৪)

কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কোন রাষ্ট্রের গভর্ণর সেই রাষ্ট্রের হাই-

কোর্টের প্রধান বিচারপতির বা প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতিতে এই হাই-কোর্টের যে প্রবীনতম বিচারপতিকে পাওয়া যাইবে তাঁহার সম্মুখে নিম্নলিখিত রীতিতে শপথ গ্রহণ করিবেন :—

গভর্ণরের শপথ

আমি……, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে, / দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, আমি……(রাষ্ট্রের নাম)'র গভর্ণরের কার্য্য বিশ্বস্ততার সহিত পরিচালনা করিব ; আমার যতদূর সামর্থ্য শাসনতন্ত্র ও আইনাদি সমর্থন ও সংরক্ষণ করিব এবং……(রাষ্ট্রের নাম)'র অধিবাসীদের সেবা ও মঙ্গলসাধন করিব। —অনু—১৫৯

প্রয়োজন মনে করিলে প্রেসিডেন্ট কোন রাষ্ট্রের গভর্ণরকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যবহারযোগ্য এমন কোন কার্য্যক্ষমতা দিতে পারিবেন, যাহা এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয় নাই। —অনু—১৬০

অপরাধ মার্জ্জনায় গভর্ণরের ক্ষমতা

রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের এলাকাভুক্ত কোন কিছু সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘিত হইলে রাষ্ট্রের গভর্ণর অপরাধীকে মার্জ্জনা করিতে পারিবেন, অথবা তাহার দণ্ড স্থগিত করিতে, হ্রাস করিতে বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। —অনু—১৬১

এই শাসনতন্ত্রের বিধান সাপেক্ষভাবে যে সকল ব্যাপারে কোন রাষ্ট্রের আইন সভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে, সেগুলি রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের এলাকাভুক্ত হইবে।

—তবে যে সব বিষয়ে কোন রাষ্ট্রের আইনসভা অথবা পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী, তৎসম্পর্কে রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের ক্ষমতা এই শাসনতন্ত্রে অথবা পার্লামেন্টের কোন আইনে সুস্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা ইহার অধীনস্থ কোন কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে। —অনু—১৬২

মন্ত্রিসভা

এই শাসনতন্ত্রে যে ক্ষেত্রে গভর্ণরকে আপন ইচ্ছায় বা দায়িত্বে কাজ করিতে বলা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে ছাড়া গভর্ণরের বাকী কাজে সাহায্যে করিতে ও পরামর্শ দিতে রাষ্ট্রে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে। —১৬৩ (১)

গভর্ণরের পরামর্শদাতা মন্ত্রিসভা

গভর্ণর কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পরামর্শ লইবেন ও কোন্ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আপন বিবেচনায় চলিবেন, সে প্রশ্নে গভর্ণরের নিজ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে এবং গভর্ণর কর্ত্তৃক কোন কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর সে সম্পর্কে মন্ত্রিসভার পরামর্শগ্রহণের আবশ্যকতা লইয়া প্রশ্ন তোলা চলিবে না। —অনু—১৬৩ (২)

গভর্ণরকে মন্ত্রিদের প্রদত্ত কোন পরামর্শ সম্পর্কিত প্রশ্ন কোন বিচারালয়ে বিবেচিত হইবে না। —অনু—১৬৩ (৩)

প্রধানমন্ত্রী গভর্ণর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রিরা প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী গভর্ণর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। গভর্ণর যতদিন ইচ্ছা করিবেন মন্ত্রিরা ততদিন স্বপদে বহাল থাকিবেন।

উল্লিখিত থাকে যে উড়িষ্যা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ—এই রাষ্ট্রগুলিতে উপজাতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য একজন করিয়া মন্ত্রী নিযুক্ত থাকিবেন এবং এই মন্ত্রীর উপর তাঁহার উপরোক্ত কার্য্য ব্যতীত তপশিলী সম্প্রদায় ও অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষা এবং এইধরণের অপরাপর কার্য্যভার ন্যস্ত করা চলিবে। —অনু—১৬৪ (১)

রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদের নিকট মন্ত্রিসভা সমগ্রভাবে দায়ী থাকিবেন। —অনু—১৬৪ (২)

কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই যে কোন মন্ত্রীকে তৃতীয় তপশীলে বর্নিত রীতিতে গভর্ণর তাঁহার দায়িত্ব ও কৃত কার্য্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত শপথ গ্রহণ করাইবেন। —অনু—১৬৪ (৩)

মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা

রাষ্ট্রের আইন সভা সময় সময় যে ভাবে স্থির করিবেন, মন্ত্রীরা তদনুসারেই বেতন বা ভাতা পাইবেন। আইনসভা কর্ত্তৃক যে পর্য্যন্ত ইহা স্থির না হয়, ততদিন মন্ত্রিরা দ্বিতীয় তপশিলে উল্লিখিত বেতন ও ভাতা ভোগ করিবেন।—অনু—১৬৪ (৫)

রাষ্ট্রের এ্যাডভোকেট জেনারেল

হাইকোর্টের বিচারক হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন এক ব্যক্তিকে প্রত্যেক

রাষ্ট্রের গভর্ণর তাঁহার রাষ্ট্রের এ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত করিবেন। গভর্ণর যে সব আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য চাহিবেন বা যে সব আইন ঘটিত কার্য্যভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিবেন এ্যাডভোকেট জেনারেল সে সম্পর্কে রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিবেন অথবা সেইসব কাজ নিষ্পন্ন করিবেন। এছাড়া শাসনতন্ত্র বা প্রচলিত আইনানুযায়ী তাঁহার উপর ন্যস্ত কার্য্যও তিনি সমাধা করিবেন। গভর্ণর যতদিন ইচ্ছা করিবেন, ততদিন এ্যাডভোকেট জেনারেল স্বপদে বহাল থাকিবেন। তাঁহার পারিশ্রমিকও গভর্ণরই স্থির করিয়া দিবেন।—অনু— ৬৫

রাষ্ট্রের এ্যাডভোকেট জেনারেল

সরকারী কার্য্য পরিচালনা

রাষ্ট্রের শাসনবিভাগীয় সকল কাজ সুস্পষ্টভাবে গভর্ণরের নামে চলিবে। —অনু—১৬৬ (১)

গভর্ণরের নামে কোন নির্দ্দেশাদি প্রচারিত বা কার্য্যকরী হইলে তাহা গভর্ণরের নিজের তৈয়ারী বিধিব্যবস্থার সহিত সঙ্গতিসূচক হওয়া চাই এবং কোন নির্দ্দেশ এইভাবে সঙ্গতিসূচক হইলে তাহা গভর্ণরের প্রদত্ত অথবা সম্পাদিত নহে বলিয়া আপত্তি করা চলিবে না। —অনু—১৬৬ (২)

রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃপক্ষের কাজের অধিকতর সুবিধার জন্য এবং আলোচ্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে সব কাজ গভর্ণরকে আপন বিবেচনায় করিতে হইবে, সেগুলি ব্যতীত উপরোক্ত বাকী সরকারী কাজ মন্ত্রিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য গভর্ণর বিধানাদি প্রবর্ত্তন করিবেন।—অনু—১৬৬ (৩)

রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কাজ হইবে—

(ক) রাষ্ট্রের কার্য্যপরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রিসভার সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধান্ত গভর্ণরকে জ্ঞাত করা ;

(খ) রাষ্ট্রের কার্য্য-পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সম্পর্কে গভর্ণর যদি কিছু জানতে চাহেন, তাহা তাঁহাকে জানানো ; এবং

(গ) গভর্ণরের ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রিসভার নিকট তাঁহাদের বিবেচনার জন্য এমন কোন বিষয় উপস্থাপিত করা যাহার সম্পর্কে কোন একজন মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ো থাকিলেও মন্ত্রিসভা যাহা বিবেচনা করেন নাই।—অনু—১৬৭

প্রধান মন্ত্রীর কর্ত্তব্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—রাষ্ট্রীয় আইনসভা

সাধারণ

প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি করিয়া আইনসভা থাকিবে এবং এই আইনসভা সেই রাষ্ট্রের গভর্ণর ; ও

(ক) বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে দুই কক্ষ ;

(খ) অন্যান্য রাষ্ট্রের একটিমাত্র কক্ষ

—লইয়া গঠিত হইবে।—১৬৮ (১)

রাষ্ট্রের আইনসভা ও ইহার কক্ষদ্বয়

রাষ্ট্রের আইনসভায় দুইটি কক্ষ থাকিলে একটিকে বলা হইবে ব্যবস্থাপরিষদ বা লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্ব্লি এবং অন্যটিকে বলা হইবে ব্যবস্থাপক সভা বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। কোন রাষ্ট্রের আইন সভায় একটিমাত্র কক্ষ থাকিলে সেই কক্ষটি ব্যবস্থা পরিষদ নামে পরিচিত হইবে। —অনু—(২)

১৬৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধান সত্ত্বেও পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদ বা লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্ব্লিতে মোট সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে এবং উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে সেই রাষ্ট্রের দুই কক্ষযুক্ত আইন-সভার ব্যবস্থাপক সভাটি ভাঙ্গিয়া দিবার অথবা সেই রাষ্ট্রের এক কক্ষযুক্ত আইনসভায় ব্যবস্থাপক সভা বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠন করিয়া দুইকক্ষ যুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। —অনু—১৬৯ (১)

১৬৯ (১) অনুচ্ছেদাংশে বর্নিত যে কোন আইনে ইহার বিধানসমূহ কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধনের ব্যাস্থা থাকিবে। এছাড়া পার্লামেণ্ট যেরূপ মনে করিবেন, ইহাতে তদানুরূপ পরিপূরক, প্রাসঙ্গিক ও আনুসঙ্গিক বিধান থাকিবে। —অনু—১৫৯ (২)

৩৬৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ব্বোক্তপ্রকারের কোন আইন বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের সংশোধনরূপে গণ্য হইবে না। —অনু—১৬৯ (৩)

৩৩৩ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধান সাপক্ষভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদ প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হইবে। —অনু—১৭০ (১)

সর্ব্বশেষ যে আদমসুমারীর সংখ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নির্দ্ধারিত লোকসংখ্যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদের প্রতিনিধিগণ আঞ্চলিক নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলি হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। এই আঞ্চলিক নির্ব্বাচন-কেন্দ্রগুলির প্রতিনিধিসংখ্যা স্থির হইবে সর্ব্বশেষ যে আদমসুমারীর প্রাসঙ্গিক সংখ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নির্দ্ধারিত লোকসংখ্যার ভিত্তিতে। এইভাবে একমাত্র আসামের স্বায়ত্বশাসিত জেলাগুলি এবং শিলং মিউনিসি-পালিটি ও ক্যাটনমেণ্ট কেন্দ্র বাদে বাকী সর্ব্বত্র প্রত্যেক পঁচাত্তর হাজার লোকসংখ্যার হিসাবে অনূর্দ্ধ একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন ঃ

এখানে উল্লিখিত থাকে যে, কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যসংখ্যা পাঁচশতের বেশী এবং ষাটের কম হইবে না। —অনু—১৭০ (২)

সর্ব্বশেষ যে আদমসুমারীর প্রাসঙ্গিক সংখ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তদনুসারে কোন রাষ্ট্রের প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্ব্বাচন কেন্দ্রের মোট লোকসংখ্যা এবং সেই কেন্দ্রের ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যসংখ্যার হার যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র একই রূপ হইবে। —অনু—১৭০ (৩)

পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে স্থির করিয়া দিতে পারেন এমনভাবে ও এইরূপ তারিখ হইতে প্রত্যেক আদমসুমারী শেষ হইবার পর কতকগুলি আঞ্চলিক নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনযোগ্য সদস্যসংখ্যা পুনর্নির্দ্দিষ্ট হইবে ঃ

তবে বর্ত্তমান ব্যবস্থাপরিষদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত এই পরিবর্ত্তনের ফলে পরিষদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। —অনু—১৭০ (৪)

কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় সেই রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের মোট সদস্যের এক চতুর্থাংশের বেশী সদস্য থাকিবে না ঃ

তবে কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার মোট সদস্যসংখ্যা কোন ক্ষেত্রেই চল্লিশের কম হইবে না। —অনু—১৭১ (১)

পার্লামেণ্টের আইনের সাহায্যে অন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থা না করিলে কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা ১৭১ (৩) অনুচ্ছেদাংশে উল্লিখিত ব্যবস্থানুযায়ী গঠিত হইবে। —অনু—১৭১ (২)

কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার মোট সদস্যদের মধ্যে—

(ক) যতদূর সম্ভব ১/৩ অংশ সদস্য নির্ব্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে এবং পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে যেরূপ বিধান স্থির করিবেন তদনুসারে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মিউনিসাপালিটি, জেলাবোর্ড এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে লইয়া এই নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে ;

(খ) যতদূর সম্ভব ১/১২ অংশ রাষ্ট্রের বাসিন্দা নাগরিকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে এবং এই নির্ব্বাচকেরা ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততঃ তিন বৎসরের গ্রাজুয়েট হইবেন অথবা ইহাদের বিগত তিন বৎসর ধরিয়া এমন গুণ থাকিবে যাহা পার্লামেণ্টের কোন আইন অনুসারে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইবার সমান ;

(গ) যতদূর সম্ভব ১/১২ অংশ পার্লামেণ্টের আইনানুযায়ী নিম্নপক্ষে মাধ্যমিক মানের স্কুল সহ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্ততঃ তিনবৎসর শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত নির্ব্বাচকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন ;

(ঘ) যতদূর সম্ভব ১/৩ অংশ হইবেন ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নহেন এমন লোক এবং তাঁহারা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন ;

(ঙ) বাকী সদস্য ১৭১ (৫) অনুচ্ছেদাংশ অনুসারে গভর্ণরের দ্বারা মনোনীত হইবেন।—অনু—১৭১ (৩)

১৭১ (৩) অনুচ্ছেদাংশের 'ক' 'খ' ও 'গ' উপধারা অনুসারে যাঁহারা সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহারা পার্লামেণ্টের আইন অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট আঞ্চলিক নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন এবং এইসব উপধারা ও 'ঘ' উপধারা অনুসারে নির্ব্বাচন একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটে অনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসারে হইবে।—অনু—১৭১ (৪)

১৭১ (৩) অনুচ্ছেদাংশের (ঙ) উপধারা অনুসারে গভর্ণর যাঁহাদের সদস্য মনোনীত করিবেন. তাঁহাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, সমবায় আন্দোলন, সমাজ সেবা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা চাই।—অনু—১৭১ (৫)

ব্যবস্থা পরিষদের স্থিতিকাল

প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যবস্থা পরিষদ মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে ভাঙ্গিয়া না গেলে প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইবার দিন হইতে অনধিক পাঁচ বৎসর কাল স্থায়ী হইবে এবং এই পাঁচ বৎসর শেষ হইলে পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য ভাঙ্গিয়া যাইবে :

তবে ইহা সত্ত্বেও জরুরী অবস্থা ঘোষিত থাকিলে পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে ব্যবস্থা পরিষদের স্থিতিকাল অনধিক একবৎসর কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন এবং জরুরী অবস্থার ঘোষণা বাতিল হইবার পর কোনক্ষেত্রেই পরিষদ এই ভাবে ছয়মাসের অধিককাল স্থায়ী হইবে না।—অনু—১৭২.(১)

রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা কোন সময়েই ভাঙ্গিয়া যাইবে না এবং পার্লামেণ্টের বিধানানুযায়ী প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তে যতদূর সম্ভব সদস্যদের ⅓ অংশ হিসাবে অবসর গ্রহণ করিবেন।—১৭২(২)

কোন ব্যক্তি যদি কোন রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যপদ প্রার্থী হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে—

(ক) তাঁহাকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে;

(খ) তাঁহাকে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদের ক্ষেত্রে অন্যূন ২৫ বৎসর এবং ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদের ক্ষেত্রে অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে; এবং

আইন সভার সদস্যপদ প্রার্থীর যোগ্যতা

(গ) পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে এ সম্পর্কে কোন গুণ স্থির করিয়া দিলে তাঁহাকে সেই গুণ সম্পন্ন হইতে হইবে।—অনু—১৭৩

কোন রাষ্ট্রের আইনসভার কক্ষের অথবা কক্ষদ্বয়ের অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ দুইবার আহূত হইবে এবং সর্ব্বশেষ অধিবেশনের শেষ বৈঠকের তারিখের সহিত পরবর্ত্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের তারিখের মধ্যে যেন ছয় মাসের অধিক ব্যবধান না থাকে।—অনু—১৭৪(১)

১৭৪(১) অনুচ্ছেদাংশের বিধানসাপেক্ষভাবে গভর্ণর কথনও কথনও—

(ক) প্রয়োজন মনে করিলে তাহার পছন্দ মত স্থানে ও তারিখে যে কোন কক্ষের বৈঠক আহ্বান করিতে পারেন;

(খ) কক্ষ বা কক্ষদ্বয়ের অধিবেশনের অবসান ঘটাইতে পারেন;

(গ) ব্যবস্থাপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।—অনু—১৭৪(২)

কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদে ও ব্যবস্থাপক সভা থাকিলে সেই সভায় অথবা উভয় কক্ষের যুক্ত বৈঠকে গভর্ণর বক্তৃতা করিতে পারিবেন এবং সেই বক্তৃতার সময় সদস্যগণকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।—অনু—১৭৫(১)

গভর্ণর রাষ্ট্রের আইনসভার যে কোন কক্ষের বিবেচনাধীন অথবা অন্যপ্রকার

বিল সম্পর্কে বাণী পাঠাইতে পারেন এবং যে কক্ষে এই বাণী প্রেরিত হইবে সেই কক্ষ গভর্ণরের বাণীতে বিবেচনার জন্য উল্লিখিত যে কোন বিষয় যতশীঘ্র সম্ভব বিবেচনা করিবেন।—অনু—১৭৫ (২)

প্রত্যেক অধিবেশনের পূর্ব্বে গভর্ণর রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদে, অথবা ব্যবস্থাপক সভা থাকিলে উভয় কক্ষের যুক্ত বৈঠকে অধিবেশন আহ্বানের কারণ বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিবেন।—অনু—১৭৬ (১)

আইনসভার কক্ষের অথবা কক্ষদ্বয়ের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রনকারী বিধানে গভর্ণরের বক্তৃতায় উল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচনার জন্য সময় স্থির করিয়া দিবার এবং কক্ষের অপরাপর কার্য্যে এই আলোচনার পূরোবর্ত্তিতার ব্যবস্থা থাকিবে।—অনু—১৭৬ (২)

রাষ্ট্রের প্রত্যেক মন্ত্রী এবং এ্যাডভোকেট জেনারেল বক্তৃতার দ্বারা অথবা অন্যভাবে রাষ্ট্রের আইনসভার ব্যবস্থাপরিষদে বা ব্যবস্থাপকসভা থাকিলে উভয় কক্ষের কার্য্যে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন এবং আইনসভার কোন কমিটিতে সদস্যরূপে তাঁহার নামোল্লেখ থাকিলে সেই কমিটির কাজে বক্তৃতার দ্বারা অথবা অন্যভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে এই অনুচ্ছেদের বিধান বলে তাঁহাদের ভোট দিবার অধিকার জন্মিবে না। —অনু—১৭৭

রাষ্ট্রের আইনসভার পদস্থ কর্ম্মচারী

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার সংক্রান্ত ১৭৮ ১৭৯, ১৮০ ও ১৮১ সংখ্যক অনুচ্ছেদ পার্লামেণ্টের লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার সংক্রান্ত ৯৩, ৯৪, ৯৫ ও ৯৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদের অনুরূপ, শুধু শেষোক্তক্ষেত্রের লোক-সভা ও ৯৫ সংখ্যক অনুচ্ছেদ (৯৬—১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত) স্থলে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদ ও ১৮০ সংখ্যক অনুচ্ছেদ (১৮১—১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত) পড়িতে হইবে।—অনু—১৭৮—১৮১

প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা সদস্যগণের মধ্য হইতে যতশীঘ্র সম্ভব একজন চেয়ারম্যান ও একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান মনোনীত করিবেন এবং যতবার চেয়ারম্যান অথবা ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইবে, ততবার অপর কোন সদস্যকে চেয়ারম্যান বা ডেপুটি চেয়ারম্যান মনোনীত করিবে।—অনু—১৮২

ব্যবস্থাপক সভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান

ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্য চেয়ারম্যান বা ডেপুটি চেয়ারম্যান হইলে—

(ক) ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ হারাইলে তাঁহাকে উপরোক্ত চেয়ারম্যান অথবা ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদও হারাইতে হইবে;

(খ) তিনি চেয়ারম্যান হইলে ডেপুটি চেয়ারম্যানের নামে এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান হইলে চেয়ারম্যানের নামে স্বহস্তে পদত্যাগ পত্র লিখিয়া যে কোন সময় পদত্যাগ করিতে পারিবেন; এবং

(গ) ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার পদচ্যুতির প্রস্তাব উঠিলে এবং সভার তৎকালীন সদস্যদের অধিকাংশ সেই প্রস্তাব সমর্থন করিলে চেয়ারম্যান বা ডেপুটি চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করিতে হইবে;

উল্লিখিত থাকে যে, উপরোক্ত গ উপধারার উদ্দেশ্য অনুযায়ী এইরূপ পদচ্যুতির প্রস্তাব আনিতে হইলে অন্ততঃ ১৪ দিন পূর্ব্বে প্রস্তাব সম্পর্কে নোটিশ দিতে হইবে।—অনু—১৮৩

চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে ডেপুটি চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের কাজ চালাইবেন এবং চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ একত্রে শূন্য হইলে গভর্ণর ব্যবস্থাপকসভার সদস্যগণের ভিতর হইতে কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিবেন। ব্যবস্থাপক সভার কোন বৈঠকে চেয়ারম্যান অনুপস্থিত হইলে ডেপুটি চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান উভয়ে অনুপস্থিত হইলে সভার কার্য্যধারার বিধানানুযায়ী অপর কোন ব্যক্তি এবং এই ব্যক্তিরও অনুপস্থিতিতে ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি সভার চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ চালাইবেন। —অনু—১৮৪ (১—২)

তাঁহার ব্যক্তিগত পদচ্যুতির প্রশ্ন আলোচিত হইবার কালে ব্যবস্থাপকসভার কোন বৈঠকে চেয়ারম্যান বা ডেপুটি চেয়ারম্যান উপস্থিত থাকিয়াও সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না এবং চেয়ারম্যান অথবা ডেপুটি চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিকালীন কোন বৈঠকের মত এক্ষেত্রে ১৮৪ (২) অনুচ্ছেদাংশের

ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে। ১৮৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধান সত্ত্বেও চেয়ারম্যান এইরূপ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবে প্রথমবার ভোট দিতে পারিবেন, তবে এই ভোট সংখ্যা সমান সমান হইলে আর ভোট দিতে পারিবেন না।—অনু—১৮৫

রাষ্ট্রের আইনসভা আইনানুযায়ী যেরূপ স্থির করিবেন, ব্যবস্থা পরিষদের

স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের বেতন ও ভাতা

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার এবং ব্যবস্থাপক সভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান তদনুযায়ী বেতন ও ভাতা পাইবেন। এইভাবে স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা দ্বিতীয় তপশিলে নির্দ্দিষ্ট বেতন ও ভাতা ভোগ করিবেন।—অনু—১৮৬

রাষ্ট্রের আইনসভা আইনের সাহায্যে ব্যবস্থাপরিষদ বা ব্যবস্থাপক সভার দপ্তরখানাসংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের নিয়োগ ও তাঁহাদের চাকুরীর সর্ত্ত ইত্যাদি নিয়ন্ত্রন করিতে পারিবে। এই ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণর ব্যবস্থাপরিষদের ক্ষেত্রে স্পীকারের পরামর্শ ক্রমে অথবা ব্যবস্থাপক সভার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে আইন সভায় দপ্তরখানা সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের নিয়োগাদি সম্পর্কিত বিধিবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন। —অনু—১৮৭

কার্য্য পরিচালনা

আসনগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ব্যবস্থাপরিষদ বা ব্যবস্থাপক সভার প্রত্যেক সদস্য গভর্ণরের বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে তৃতীয় তপশিলে বর্ণিত রীতিতে শপথ গ্রহণ ও সাক্ষর করিবেন। —অনু—১৮৮

এই শাসনতন্ত্রে অন্য কোনরূপ বিধান প্রদত্ত না হইলে রাষ্ট্রের আইনসভার কোন কক্ষের বৈঠকে সমস্ত প্রশ্ন স্পীকার, চেয়ারম্যান বা এইরূপ পদাভিষিক্ত অন্য কোন ব্যক্তি বাদে বাকী উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে মীমাংসিত হইবে। স্পীকার, চেয়ারম্যান বা এইরূপ পদাভিষিক্ত অন্য কোন ব্যক্তি প্রথমবার ভোট দিবেন না, তবে ভোট সংখ্যা যদি সমান সমান হয় সেক্ষেত্রে তিনি মীমাংসাসূচক ভোট দিতে পারিবেন। —অনু—১৮৯

কোন সদস্যপদ শূন্য থাকিলেও আইনসভার কোন কক্ষের কাজ চালাইবার ক্ষমতা থাকিবে এবং যদি পরে দেখা যায় যে বৈঠকে উপস্থিত কোন ব্যক্তি

অধিকার না থাকা সত্ত্বেও ভোট দিয়া বা অন্যভাবে কক্ষের কার্য্যধারায় অংশগ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইলেও রাষ্ট্রের আইনসভার এই কার্য্যধারা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। —অনু—১৮৯ (২)

কার্য্যপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোরাম

রাষ্ট্রের আইনসভা আইনের সাহায্যে অন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থা না করিলে আইনসভায় কোন কক্ষের বৈঠকের জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম সদস্যসংখ্যা (কোরাম) হইবে দশ বা কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার এক দশমাংশের মধ্যে অধিকতরটি। —অনু-১৮৯ (৩)

ব্যবস্থা পরিষদের অথবা ব্যবস্থাপক সভার কোন বৈঠকে যদি কোরাম না হয় তাহা হইলে স্পীকার চেয়ারম্যান অথবা সমপদাভিষিক্ত ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইবে বৈঠক স্থগিত রাখা অথবা যে পর্য্যন্ত কোরাম না হয় ততক্ষন বৈঠক মুলতুবী রাখা। —অনু—১৮৯— (৪)

সদস্যপদের অযোগ্যতা

কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের উভয় কক্ষের সদস্য হইতে পারিবেন না এবং এইরূপ ব্যক্তি যাহাতে কোন একটি কক্ষের সদস্যপদ শূন্য করিয়া দেন, রাষ্ট্রের আইন সভা আইনের সাহায্যে তাহার ব্যবস্থা করিবে। —অনু—১৯০ (১)

কোন ব্যক্তি প্রথম তপশিলে উল্লিখিত দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের আইনসভায় সদস্য হইতে পারিবেন না এবং যদি কেহ এইরূপ হন এবং প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হইবার পূর্ব্বেই যদি তিনি একটি সদস্যপদ রাখিয়া বাকীগুলি হইতে পদত্যাগ না করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত সময় অন্তে তাঁহার সব সদস্যপদগুলিই শূন্য বিবেচিত হইবে। —অনু—১৯০ (২)

যদি কোন সদস্য ১৯১ (১) অনুচ্ছেদাংশ অনুযায়ী অযোগ্য হন, অথবা কক্ষ হিসাবে স্পীকার বা চেয়ারম্যানের নামে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া পদত্যাগ করেন, সেক্ষেত্রে তাঁহার আসন শূন্য হইবে। —অনু—১৯০ (৩)

আইনসভাস্থ নিজ কক্ষের অনুমতি না লইয়া কেহ ৬০ দিন কক্ষের সমস্ত বৈঠকে অনুপস্থিত থাকিলে কক্ষ তাঁহার আসন শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

তবে কোন সময়ে যদি একাদিক্রমে চারদিনের বেশী কক্ষ অবসিত বা মুলতুবী হয়, সেক্ষেত্রে উপরোক্ত ৬০ দিনের হিসাব করিতে এই সময়টুকু ধরা হইবে না। —অনু—১৯০ (৪)

কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদ বা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদপ্রার্থী হইতে বা সদস্য হইতে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন, যদি—

(ক) তিনি ভারতসরকার বা প্রথম তপশিলে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের অধীনে কোনপ্রকার লাভজনক চাকুরীতে নিযুক্ত থাকেন এবং এই চাকুরী আইনসভা কর্তৃক তাঁহার পক্ষে 'অযোগ্যতাসূচক নয়' বলিয়া ঘোষিত না হয় ;

(খ) যদি তিনি বিকৃতচিত্ত হন এবং উপযুক্ত কোন আদালত যদি এসম্পর্কে ঘোষণা করিয়া থাকেন ;

সদস্যপদের অযোগ্যতা

(গ) যদি তিনি দায়বদ্ধ দেউলিয়া হন ;

(ঘ) যদি তিনি ভারতের নাগরিক না হন, অথবা ইচ্ছা করিয়া অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, অথবা যদি তিনি বিদেশী কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগতা বা বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন ;

(ঙ) যদি তিনি পার্লামেন্টের কোন আইনানুযায়ী অযোগ্য হন। —অনু—১৯১ (১)

এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য অনুসারে কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র কেন্দ্রের অথবা প্রথম তপশিলে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের মন্ত্রী হইলেই তাঁহাকে ভারতসরকারের অথবা প্রথম তপশিলে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের অধীনে লাভজনক চাকুরীতে নিযুক্ত বলিয়া ধরা হইবে না। —অনু—১৯১ (২)

১৯১ (১) ধারা অনুসারে কোন রাষ্ট্রের আইনসভার যে কোন কক্ষের কোন সদস্যের সদস্য হইবার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিলে প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য গভর্ণরের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এক্ষেত্রে গভর্ণরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। —অনু—১৯২ (১)

এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে গভর্ণর নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কমিশনের (ইলেকশন কমিশন) সহিত পরামর্শ করিবেন এবং কমিশনের মতানুসারে কাজ করিবেন। —অনু—১৯২ (২)

যদি কোন ব্যক্তি ১৮৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সর্ত্তগুলি পূরণ না করিয়াই

কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদ বা ব্যবস্থাপক সভার বৈঠকে সদস্য হিসাবে উপস্থিত থাকেন বা ভোট দেন অথবা তাঁহার যে সদস্যপদের যোগ্যতা নাই, তিনি যে সদস্যপদের অযোগ্য হইয়াছেন, কিংবা পার্লামেণ্টের বা রাষ্ট্রের আইনানুযায়ী বৈঠকে সদস্যরূপে উপস্থিতি বা ভোটদান তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে—একথা জানিয়াও তিনি যদি সদস্যরূপে ব্যবস্থা পরিষদ বা ব্যবস্থাপক সভার বৈঠকে উপস্থিত হইয়া ভোট দেন, এই ভাবে প্রত্যেক দিনের উপস্থিতি বা ভোটদানের জন্য তাহাকে পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই টাকা তাঁহার নিকট রাষ্ট্রের পাওনা হিসাবে আদায় করা হইবে।—অনু—১৯৩

রাষ্ট্রের আইনসভা ও ইহার সভ্যবৃন্দের ক্ষমতা, সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার

এই শাসনতন্ত্রের বিধান সাপেক্ষভাবে এবং আইন সভার কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রনকারী নিয়ম ও স্থায়ী নির্দ্দেশাদি সাপেক্ষভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইন সভায় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে।—অনু—১৯৪ (১)

আইনসভায় কিছু বলার বা ভোট দিবার জন্য কাহারও কোন বিচারালয়ে বিচার হইবে না এবং আইনসভায় কোন কক্ষ হইতে প্রকাশিত কোনরূপ রিপোর্ট, প্রবন্ধ, ইত্যাদির জন্য কাহাকেও দায়ী করা হইবে না।—অনু ১৯৪ (২)

রাষ্ট্রের আইন সভা সময় সময় আইনের সাহায্যে যেরূপ স্থির করিয়া দিবেন, রাষ্ট্রের আইন সভার কোন কক্ষের এবং সেই কক্ষের সদস্যদের বা কমিটিগুলির ক্ষমতা, সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার তদনুরূপই হইবে। এইরূপ স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত এই সব সুবিধা, অধিকার ইত্যাদি শাসনতন্ত্র সুরু হইবার সময়কার ব্রিটেনের (যুক্তরাজ্যের) পার্লামেণ্টের হাউস অফ কমন্সের সদস্য ও কমিটি সমূহের অনুরূপ হইবে।—অনু—১৯৪ (৩)

সদস্যদের বেতন ও ভাতা

রাষ্ট্রের আইন সভা সময় সময় আইনের সাহায্যে যেরূপ নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা তদনুসারেইও বেতন ভাতা পাইবেন। এই ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের বেতন ও ভাতার হার এবং সর্ত্ত আলোচ্য শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার সংশ্লিষ্ট প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদিগের অনুরূপ হইবে।—অনু—১৯৫

আইন সংক্রান্ত কার্য্যবিধি

১৯৮ ও ২০৭ সংখ্যাক অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষভাবে রাজস্ব সংক্রান্ত বিল (Money bill) এবং অন্যান্য আর্থিক বিল ব্যতীত যে কোন বিল যে সব রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা আছে, সেখানে আইন সভার যে কোন কক্ষে উপস্থাপিত হইতে পারিবে।—অনু—১৯৬ (১)

১৯৭ ও ১৯৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষভাবে যে রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা আছে, সেখানে উভয় কক্ষে কোন বিল পাশ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে না যদি না সংশোধন ব্যতীত উভয় কক্ষ এসম্বন্ধে সম্মতি জানায় অথবা এমন সংশোধন বিলে থাকে, যাহাতে উভয় কক্ষ সম্মতি দিয়াছে।—অনু—১৯৬ (২)

আইন সভায় কোন বিল বিবেচনাধীন থাকা কালে অধিবেশনের অবসান ঘটিলেও তজ্জন্য বিলটি বাতিল হইবে না।—অনু—১৯৬ (৩)

যদি কোন বিল ব্যবস্থাপক সভায় বিবেচনাধীন থাকে এবং ব্যবস্থাপরিষদে পাশ না হইয়া থাকে, ব্যবস্থাপরিষদ ভাঙ্গিয়া গেলেও বিলটি বাতিল হইবে না।—অনু—১৯৬ (৪)

কোন বিল যদি ব্যবস্থা পরিষদের বিবেচনাধীন থাকে অথবা ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইয়া ইহা ব্যবস্থাপক সভার বিবেচনাধীন থাকে, এই সময় ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া গেলে সেই সঙ্গে বিলটিও বাতিল হইবে। —অনু—১৯৬ (৫)

যদি ব্যবস্থাপরিষদ হইতে গৃহীত হইয়া কোন বিল রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা থাকিলে সেই সভায় প্রেরিত হয় এবং—

(ক) বিলটি ব্যবস্থাপক সভা বাতিল করিয়া দেয়; অথবা

(খ) বিলটি তিনমাসের অধিককাল ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও সভার দ্বারা গৃহীত না হয়; অথবা

(গ) ব্যবস্থাপক সভা সংশোধন প্রস্তাব সহ যদি বিলটি পাশ করে এবং ব্যবস্থাপরিষদ যদি এই সংশোধন স্বীকার করিতে রাজী না হয়,—ব্যবস্থা পরিষদ কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রণকারী বিধানানুসারে ব্যবস্থাপক সভার পরামর্শ অনুযায়ী অথবা সম্মতি অনুযায়ী সংশোধন সহ বা সংশোধন ব্যতীত বিলটি

চলতি অধিবেশনে বা যে কোন পরবর্ত্তী অধিবেশনে পুনরায় পাশ করাইয়া লইতে পারিবেন এবং এইভাবে গৃহীত বিল অতঃপর ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইবে। —অনু—১৯৭ (১)

যদি এইভাবে দ্বিতীয়বার ব্যবস্থাপরিষদে গৃহীত হইবার পর কোন বিল ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয়—

(ক) বিলটি ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক না-মঞ্জুর হয়; অথবা

(খ) বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের বেশী হইয়া গেলেও যদি ইহা সভা কর্তৃক পাশ না হয়; অথবা

(গ) বিলটি ব্যবস্থাপক সভা এমন কোন সংশোধনের সহিত গ্রহণ করেন যে সংশোধন ব্যবস্থাপরিষদ স্বীকার করেন না,—

—সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভা যদি কোন সংশোধনের পরামর্শ দিয়া থাকেন এবং ব্যবস্থাপরিষদ যদি সেই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেইরূপ সংশোধন সহ ব্যবস্থা পরিষদে দ্বিতীয় বার বিলটি যে আকারে পাশ হইয়াছে, সেই আকারে ইহা রাষ্ট্রের আইন সভার উভয় কক্ষে পাশ হইল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।—অনু—১৯৭ (২)

এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাজস্ব সংক্রান্ত বিল বা মনি বিল সম্পর্কে খাটিবে না।—অনু—১৯৭ (৩)

কোন রাজস্বসংক্রান্ত বিল বা মণি বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইবে না—অনু—১৯৮ (১)

'মণি বিল' সম্পর্কে বিশেষ বিধান

ব্যবস্থা পরিষদের পাশ হইবার পর রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা থাকিলে মণি বিল সুপারিশের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইবে এবং বিলটি পাইবার চৌদ্দ দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপক সভার সুপারিশ সহ বিলটি ব্যবস্থা পরিষদে ফেরৎ পাঠাইবেন। ব্যবস্থাপরিষদ ইচ্ছা করিলে ব্যবস্থাপক সভার যে কোন সুপারিশ গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।—অনু—১৯৮ (২)

ব্যবস্থাপরিষদ ব্যবস্থাপক সভার যে কোন সুপারিস গ্রহণ করিলে মনি বিলটি ব্যবস্থাপরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত ব্যবস্থাপক সভার সুপারিসকৃত সংশোধন সহ উভয় কক্ষে গৃহীত হইল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। —অনু—১৯৮ (৩)

যদি ব্যবস্থাপরিষদ ব্যবস্থাপক সভার কোন সুপারিস গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভার কোন সুপারিসকৃত সংশোধন ব্যতীতই বিলটি যে আকারে ব্যবস্থাপরিষদে গৃহীত হইয়াছিল সেই আকারেই উভয় কক্ষে পাশ হইল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। —অনু—১৯৮ (৪)

কোন মনি বিল ব্যবস্থাপরিষদে গৃহীত হইবার পর ব্যবস্থাপক সভায় সুপারিসের জন্য প্রেরিত হইয়া যদি উল্লিখিত চৌদ্দ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা পরিষদে ফিরিয়া না আসে, সেক্ষেত্রে এই মেয়াদ অন্তে বিলটি যে আকারে ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইয়াছিল, সেই আকারেই উভয় কক্ষে গৃহীত হইল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। —অনু—১৯৮ (৫)

মনি বিলের সংজ্ঞাসূচক ১৯৯ (১) ও ১৯৯ (২) অনুচ্ছেদাংশ দুইটি ১১০ (১) ও ১১০ (২) অনুচ্ছেদাংশের অনুরূপ, শুধু ১১০ (১) অনুচ্ছেদাংশের ভারত-সরকারের স্থলে ১৯৯ (১) অনুচ্ছেদাংশে হইবে রাষ্ট্র এবং ভারত সরকারের সমষ্টিগত বা অন্যপ্রকার তহবিল স্থলে হইবে রাষ্ট্রের সমষ্টিগত বা অন্যপ্রকার তহবিল।

কোন রাষ্ট্রের আইনসভায় যদি ব্যবস্থাপকসভা থাকে এবং এই আইন-সভায় উপস্থাপিত কোন বিল মনি বিল কিনা এ সম্পর্কে যদি প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে এসম্পর্কে এইরূপ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদের স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। —অনু—১৯৯ (৩)

১৯৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদ অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত প্রত্যেক মনি বিলের উপর এবং ২০০ সংখ্যক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গভর্ণরের সম্মতির জন্য প্রেরিত প্রত্যেক মনি বিলের উপর ব্যবস্থাপরিষদের স্পীকারকে সাক্ষর সহ ইহা যে মনি বিল এসম্পর্কে অভিজ্ঞানপত্র বা সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতে হইবে। —অনু—১৯৯ (৪)

যদি কোন বিল কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হয়, অথবা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা থাকিলে আইনসভার উভয় কক্ষেই গৃহীত হয়, বিলটি তখন গর্ভর্ণরের নিকট প্রেরিত হইবে এবং গভর্ণর তাহাতে সম্মতি দিলেন বা দিলেন না, অথবা তিনি বিলটি প্রেসিডেণ্টর বিবেচনার জন্য আটকাইয়া রাখিলেন, তাহা স্পষ্টভাবে জানইয়া দিবেন।

উল্লিখিত থাকে যে, বিলটি তাঁহার নিকট সম্মতির জন্য প্রেরিত হইলে

এবং ইহা মনি বিল না হইলে গভর্ণর যতশীঘ্র সম্ভব তাঁহার বাণীসহ বিলটি আইনসভার কক্ষে বা কক্ষদ্বয়ে ফেরৎ পাঠাইবেন এবং এই বাণীতে বিলটি বা ইহার নির্দ্দিষ্ট অংশ পুনর্বিবেচনার অথবা তাঁহার কোন সংশোধন প্রস্তাব থাকিলে তাহাও বিবেচনা করিবার অনুরোধ জানাইবেন। বিলটি এইভাবে গভর্ণরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে আইনসভার কক্ষ বা কক্ষদ্বয় গভর্ণরের ইচ্ছা মত বিলটি পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন। তবে এই ভাবে পুনর্ব্বিবেচনার পর বিলটি সংশোধন সহ অথবা অসংশোধিত অবস্থায় যদি পুনরায় গভর্ণরের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়, তিনি অপর তাহাতে সম্মতি না দিয়া পারিবেন না।

তবে আরও উল্লিখিত থাকে যে যদি, গভর্ণরের মনে হয় বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিধানমতে হাইকোর্ট যে সব অধিকার লাভ করিয়াছে, এই বিল আইনে পরিণত হইলে হাইকোর্টের সেই অধিকার বা সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে, তাহা হইলে তিনি ইহাতে সাক্ষর না করিয়া প্রেসিডেণ্টের সম্মতির জন্য আটকাইয়া রাখিতে পারিবেন।—অনু—২০০

গভর্ণর কর্ত্তৃক কোন বিল প্রেসিডেণ্টের সম্মতির জন্য আটক হইলে প্রেসিডেণ্ট সে সম্পর্কে তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিবেন।

উল্লিখিত থাকে যে বিলটি মনি বিল না হইলে প্রেসিডেণ্ট গভর্ণরকে ২০০ সংখ্যক অনুচ্ছেদের প্রথমাংশের উল্লিখিত বিধানানুযায়ী বাণী সহ বিলটি রাষ্ট্রের আইনসভার কক্ষে অথবা কক্ষদ্বয়ে ফেরৎ পাঠাইবার নির্দ্দেশ দিতে পারেন এবং এইভাবে বিলটি ফিরিয়া আসিলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ বা কক্ষদ্বয় বিলটি ফিরিয়া পাইবার ছয়মাসের মধ্যে তাহা উপরোক্ত বাণীতে উল্লিখিত অনুরোধানুসারে পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন এবং এবারও যদি আইনসভার কক্ষে বা কক্ষদ্বয়ে সংশোধন সহ অথবা অসংশোধিত অবস্থায় বিলটি গৃহীত হয়, তাহা হইলে বিলটি পুনরায় প্রেসিডেণ্টের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইবে। —অনু—২০১

আর্থিক বিষয়ে কার্য্যক্রম

প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের হিসাবে গভর্ণর রাষ্ট্রের আইনসভার কক্ষে অথবা কক্ষদ্বয়ে আলোচ্য খণ্ডে 'বাৎসরিক আর্থিক বিবরনী' নামে উল্লিখিত আনুমানিক আয় ব্যয়ের একটি হিসাব পেশ করাইবেন। —অনু—২০২ (১)

বাৎসরিক আর্থিক বিবরনী

এই বিবরনীতে খরচ সমূহের হিসাব পৃথক পৃথকভাবে দেখনো হইবে—

(ক) শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রের সমষ্টিগত তহবিল হইতে ব্যয়যোগ্য খরচসমূহ ; এবং

(খ) রাষ্ট্রের সমষ্টিগত তহবিল হইতে ব্যয়যোগ্য অন্য সব খরচ ;

এবং রাজস্ব তহবিলের ব্যয় অন্যান্য ব্যয় হইতে পৃথক দেখানো হইবে। —অনু—২০২ (২)

নিম্নলিখিত খরচগুলি প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমষ্টিগত তহবিল হইতে হইবে—

(ক) গভর্ণরের বেতন ও ভাতা এবং তাঁহার কার্য্যালয় সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় ;

(খ) ব্যবস্থাপরিষদের ক্ষেত্রে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের এবং ব্যবস্থাপক সভার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের বেতন ও ভাতা ;

(গ) রাষ্ট্রের দেনার সুদ ও কর্জ্জশোধক ভাণ্ডারের টাকা এবং ঋণ সংগ্রহ বা ঋনপরিশোধশংক্রান্ত খরচ ;

(ঘ) যে কোন হাইকোর্টের বিচারকদের বেতন ও ভাতার দরুণ খরচ ;

(ঙ) কোন সাধারণ বা সালিশি আদালতের রায়, ডিক্রি অথবা রোয়েদাদের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা ;

(চ) এই শাসনতন্ত্র অথবা রাষ্ট্রের আইনসভা কৃত আইন অনুযায়ী এইভাবে ব্যয়যোগ্য অপর যে কোন হিসাবের টাকা। —অনু- ২০২ (৩)

সমষ্টিগত তহবিল হইতে ব্যয়যোগ্য কোন খরচের হিসাব ব্যবস্থাপরিষদের ভোটে দেওয়া হইবে না, তবে এই ধারার বলে আইনসভায় এসম্পর্কে আলোচনাও নিষিদ্ধ হইবে না। —অনু—২০৩ (১)

উপরোল্লিখিত হিসাবে অপর সর্ব্বপ্রকার খরচের টাকা ব্যবস্থাপরিষদে মঞ্জুরির জন্য দাবী হিসাবে উপস্থাপিত হইবে এবং পরিষদ সেই দাবী মঞ্জুর বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন অথবা ছাঁটাই করিয়া মঞ্জুর করিতে পারিবেন। —অনু—২০৩ (২)

গভর্ণরের সম্মতি ব্যতীত মঞ্জুরির জন্য কোন দাবী উত্থাপন করা চলিবে না। —অনু—২০৩ (৩)

অনুচ্ছেদ ২০৪, ২০৫, ২০৬, ও ২০৭, যথাক্রমে কেন্দ্র সম্পর্কে উল্লিখিত ১১৪, ১১৫, ১১৬, ও ১১৭ ধারায় প্রায় অনুরূপ। শেষোক্ত ক্ষেত্রের প্রেসিডেন্ট,

লোকসভা, পার্লামেন্টের পরিষদ ও ভারতের সমষ্টিগত তহবিল স্থলে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে গভর্ণর, ব্যবস্থা পরিষদ, আইনসভার কক্ষ ও রাষ্ট্রের সমষ্টিগত তহবিল হইবে এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে উল্লিখিত ১১০, ১১২, ১১৩ ১১৪, ১১৫, ও ১১৬ অনুচ্ছেদগুলির স্থলে যথাক্রমে ১৯৯, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫ ও ২০৬ অনুচ্ছেদ পড়িতে হইবে।—অনু—২০৪—২০৭

সপ্তদশ খণ্ডে উল্লিখিত যে কোন বিধান সত্ত্বেও ৩৪৮ অনুচ্ছেদের বিধানসপেক্ষভাবে রাষ্ট্রের আইনসভার কাজকর্ম্ম রাষ্ট্রের নিজ ভাষায়, হিন্দীতে অথবা ইংরেজীতে পরিচালিত হইবে :

আইনসভার বক্তৃতার ভাষা

উল্লিখিত থাকে যে, কোন ব্যক্তি উপরোক্ত ভাষাগুলিতে সুষ্ঠুভাবে নিজ মনোভাব প্রকাশে অক্ষম হইলে ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার, ব্যবস্থাপকসভার চেয়ারম্যান ও সমপদাভিষিক্ত অপর কেহ তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষায় আইনসভার কক্ষে বক্তৃতা করিতে দিতে পারিবেন।—অনু—২১০ (১)

রাষ্ট্রের আইনসভা অনুরূপ ব্যবস্থা না করিলে আলোচ্য শাসনতন্ত্র চালু হইবার পনেরো বৎসর পরে ২১০ (১) অনুচ্ছেদাংশ হইতে 'অথবা ইংরেজীতে' শব্দ দুইটি বাতিল হইয়া যাইবে।—অনু—২১০ (২)

সুপ্রীম কোর্টের অথবা হাইকোর্টের কোন বিচারপতির কর্ত্তব্যপালন সম্পর্কিত কোন কার্য্যকলাপ রাষ্ট্রের আইনসভায় আলোচিত হইবে না।—অনু—২১১

কার্য্যবিধির ব্যতিক্রমের কোন অভিযোগে রাষ্ট্রের আইনসভার কোন কার্য্যক্রম সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্ন আনা চলিবে না।—অনু—২১২ (১)

এই শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রের আইনসভায় যে সদস্য বা পদস্থ কর্ম্মচারীর উপর আইনসভার কার্য্যক্রম পরিচালনার বা শৃঙ্খলারক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিবে, এই ক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কে তাঁহাকে কোন আদালতে অভিযুক্ত করা চলিবে না।—অনু—২১২ (২)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—গভর্ণরের আইন সম্পর্কিত ক্ষমতা

রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন চলিতে থাকার সময় ছাড়া অন্য যে কোন সময় অথবা যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা আছে

সেক্ষেত্রে আইনসভার উভয় কক্ষে অধিবেশন চলিতে থাকার সময় ছাড়া অন্য যে কোন সময় গভর্ণর যদি মনে করেন যে, অবস্থা এরূপ হইয়া উঠিয়াছে যাহার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া উপায় নাই, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুসারে তিনি প্রয়োজনীয় জরুরী আইন বা অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন করিতে পারেন :

উল্লিখিত থাকে যে, প্রেসিডেন্টের নির্দ্দেশ ব্যতীত গভর্ণর এইরূপ কোন অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন করিবেন না, যদি—

(ক) এইরূপ বিধান সমন্বিত কোন বিল বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এজন্য প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের প্রয়োজন থাকে ; অথবা

(খ) এইরূপ বিধানসমম্বিত কোন বিল তিনি যদি প্রেসিডেন্টের বিবেচনার জন্য আটকাইয়া রাখা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন ; অথবা

(গ) কোন রাষ্ট্রের আইনসভায় গৃহীত কোন আইনে এইরূপ বিধান থাকিলেও বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাহা যদি প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য আটকাইয়া থাকিয়া তাঁহার অনুমোদন লাভ না করিলে বৈধ না হয়।—অনু—২১৩ (১)

এই অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রবর্ত্তিত প্রত্যেক অর্ডিন্যান্স রাষ্ট্রের আইনসভায় গৃহীত ও গভর্ণরের অনুমোদিত আইনের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা পাইবে, কিন্তু এইরূপ প্রত্যেক অর্ডিন্যান্স—

(ক) রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদে অথবা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপকসভা থাকিলে উভয় পরিষদে উপস্থাপিত করিতে হইবে। আইনসভার পুনরধিবেশনের ছয় সপ্তাহের পর অথবা ইতিমধ্যে এই অর্ডিন্যান্সের নিন্দাসূচক কোন প্রস্তাব ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইলে এবং রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা থাকিলে সেই সভায় সমর্থিত হইলে অর্ডিন্যান্সের কার্য্য কারিতা শেষ হইবে ; এবং

(খ) গভর্ণর যে কোন সময় ইহা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা—যদি ব্যবস্থাপক সভা সমন্বিত আইন সভার কক্ষদ্বয় বিভিন্ন তারিখে পুনরধিবেশনের জন্য আহূত হয়, তাহা হইলে এই উপধারার উদ্দেশ্য অনুযায়ী এই অধিবেশনের দুইটি তারিখের শেষেরটি হইতে উপরোক্ত ছয় সপ্তাহ গননা করিতে হইবে।—অনু—২১৩ (২)

এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রবর্ত্তিত কোন অর্ডিন্যান্সে যদি এমন কোন ব্যবস্থা থাকে যাহা রাষ্ট্রের আইনসভার আইন হিসাবে গৃহীত হইয়া গভর্ণরের সম্মতিলাভ করিলেও বৈধ হইতে পারে না, তাহা হইলে অর্ডিন্যান্সের যে অংশে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে সেই অংশটুকু বাতিল হইবে।

তবে এই শাসনতন্ত্রের কোন বিধান যদি পার্লামেণ্টের কোন আইনের বিরোধী অথবা কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের পক্ষে একযোগে কার্য্যকরী সহগামী তালিকার বা কনকারেণ্ট লিষ্টের বিরোধী রাষ্ট্রের আইনসভায় গৃহীত কোন আইন সম্পর্কিত হয়, সেই বিধানের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রেসিডেণ্টের পরামর্শক্রমে এই অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তিত হইলে তাহা প্রেসিডেণ্টের বিবেচনার জন্য আটক ও তাঁহার সম্মতিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের আইনসভায় গৃহীত আইনের সমপর্য্যায়ভুক্ত ধরিয়া লওয়া হইবে।—অনু—২১৩ (৩)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—রাষ্ট্রের হাইকোর্ট

রাষ্ট্রের হাইকোর্ট

প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটি করিয়া হাইকোর্ট থাকিবে। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে হাইকোর্ট যে প্রদেশের হিসাবে অধিকার সীমা ভোগ করিত, এখন তাহা সেই প্রদেশ অনুযায়ী গঠিত রাষ্ট্রের হাইকোর্টরূপে গণ্য হইবে। —অনু—২১৪

প্রত্যেক হাইকোর্টের কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং আদালত অবমাননার জন্য দণ্ড দিবার ক্ষমতা সহ কার্য্যবলী লিপিবদ্ধ হয়, এমন আদালতের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাই হাইকোর্টের থাকিবে। —অনু—২১৫

প্রত্যেক হাইকোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি এবং প্রেসিডেণ্ট সময় সময় প্রয়োজন বুঝিয়া যতজন বিচারপতি নিযুক্ত করিবেন, ততজন বিচারপতি থাকিবেন।

তবে এইভাবে কোন হাইকোর্টের বিচারপতির সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সেই হাইকোর্টের বিচারপতির সর্ব্বোচ্চ সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাইবে না। —অনু—২১৬

প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রধান বিচারপতি, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের গভর্ণর এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্য বিচারপতির ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া নিজের স্বাক্ষর ও শীল মোহরাঙ্কিত নিয়োগপত্রে হাইকোর্টের প্রত্যেক বিচারপতিকে নিযুক্ত করিবেন এবং এই বিচারপতি ষাট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বপদে বহাল থাকিতে পারিবেন তবে—

(ক) কোন বিচারপতি প্রেসিডেণ্টের নামে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন ;

(খ) ১২৪ (৪) অনুচ্ছেদাংশে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সম্পর্কে যে বিধান উল্লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে কোন হাইকোর্টের বিচারপতিও প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইতে পারিবেন ;

(গ) কোন বিশেষ হাইকোর্টের বিচারপতি প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক সুপ্রীম কোর্টের বা ভারতের অপর কোন হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলে তাঁহার পদ শূন্য হইবে। —অনু—২১৭ (১)

কোন ব্যক্তি ভারতের নাগরিক না হইলে, অন্ততঃ ১০ বৎসর ভারতের কোথাও আইনসংক্রান্ত কোন পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে অথবা প্রথম তপশিলে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের হাইকোর্টে বা একাদিক্রমে এইরূপ এক বা একাধিক আদালতে অন্ততঃ দশ বৎসর ব্যবহারজীবি (এ্যাডভোকেট) না থাকিলে তাঁহাকে হাইকোর্টের বিচারপতি হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করা হইবে না। —অনু—২১৭ (২)

১২৪ সংখ্যক অনুচ্ছেদের চতুর্থ ও পঞ্চম উপধারায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সম্পর্কে উল্লিখিত বিধান হাইকোর্টের বিচারপতি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। —অনু—২১৮

২১৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদ ১২৪ (৬) অনুচ্ছেদাংশের অনুরূপ। শুধু শেষোক্ত ক্ষেত্রের প্রেসিডেন্ট স্থলে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে গভর্ণর এবং 'সুপ্রীম কোর্টের' স্থলে 'রাষ্ট্রের হাইকোর্টের' হইবে। —অনু—২১৯

২২০ ও ২২১ (১) ও ২২১ (২) অনুচ্ছেদ ১২৪ (৭), ১২৫ (১) ও ১২৫ (২) অনুচ্ছেদের অনুরূপ। শুধু শেষোক্ত ক্ষেত্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির স্থলে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে হাইকোর্টের বিচারপতি হইবে। —অনু—২২০-২২১

ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া প্রেসিডেণ্ট কোন হাইকোর্টের বিচারপতিকে ভারতের অন্য যে কোন হাইকোর্টে বদলি করিতে পারিবেন।—অনু—২২২ (১)

এইভাবে কোন হাইকোর্টের বিচারপতি অন্য হাইকোর্টে বদলি হইলে যতদিন তিনি এইরূপ বদলি হইয়া কাজ করিবেন, ততদিন তিনি বেতন ছাড়া পার্লামেণ্টের আইনে নির্দ্ধারিত ক্ষতিপূরণ ভাতা পাইবেন। যে পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট এই ভাতা স্থির না করেন, ততদিন তিনি প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ ভাতা পাইবেন।—অনু—২২২ (২)

২২৩ অনুচ্ছেদ ১২৬ অনুচ্ছেদের অনুরূপ, শুধুমাত্র ভারতের প্রধান বিচারপতির স্থলে এখানে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পড়িতে হইবে। —অনু—২২৩

এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত যে কোন বিধান সত্ত্বেও যে কোন রাষ্ট্রের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেণ্টের সম্মতিক্রমে যে কোন সময় সেই হাইকোর্টে অথবা অন্য কোন হাইকোর্টে বিচারপতি হিসাবে কাজ করিয়াছেন, এখন কাহাকেও তাঁহার হাইকোর্টে বিচারপতি হিসাবে কাজ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতে পারেন এবং এইরূপ ব্যক্তি তদনুসারে যতদিন কাজ করিবেন, ততদিন তিনি প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশ মত ভাতা পাইবেন এবং অন্যভাবে তাঁহাকে সেই হাইকোর্টের বিচারপতি মনে না করা হইলেও তিনি এই বিচারপতির অনুরূপ ক্ষমতা অধিকারসীমা ও সুযোগসুবিধা ভোগ করিবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুচ্ছেদ অনুসারে এভাবে বিচারপতির কাজ করা তাঁহার সম্মতি সাপেক্ষ।—অনু—২২৪

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হাইকোর্টের যে এলাকা ছিল ও যেভাবে কাজ হইত এবং হাইকোর্টের ও এই শাসনতন্ত্র অনুসারে বিচারপতিদের যে সকল ক্ষমতা ছিল, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের ও এই শাসনতন্ত্র অনুসারে উপযুক্ত আইনসভার বিধানসাপেক্ষভাবে তাহা সংরক্ষিত হইবে।

তবে শাসনতন্ত্র কাজ হইবার পূর্ব্বে রাজস্ব বা রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কোন বিধানানুযায়ী হাইকোর্টের এলাকা আগে যদি কোনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকিত, এই নিয়ন্ত্রন এখন আর থাকিবে না।—অনু—২২৫

৩২ অনুচ্ছেদের যে কোন বিধান সত্ত্বেও ইহার নিজস্ব এলাকায় প্রত্যেক

হাইকোর্টের তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত কোন অধিকার অনুসারে অথবা যে কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে কোন সরকারী কর্তৃপক্ষের উপর নির্দ্দেশ অথবা হেবিয়াস করপাশ, ম্যানডামাস, নিষেধাজ্ঞা, কো ওয়ারেন্টো, সারটিওয়ারি অথবা ইহাদের যে কোনটি জারী করিতে পারিবেন। —অনু—২২৬ (১)

২২৬ (১) অনুচ্ছেদাংশ অনুসারে হাইকোর্টকে যে সব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সেগুলি ৩২ (২) অনুচ্ছেদাংশে প্রদত্ত সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ক্ষুন্ন করিবে না।—অনু—২২৬ (২)

প্রত্যেক হাইকোর্টের ইহার নিজস্ব এলাকায় সমস্ত বিচারালয়ের উপর তত্ত্ববধানের এবং এইসব বিচারালয়ের নথী পত্র চাহিবার অধিকার থাকিবে। এছাড়া হাইকোর্টের অধীনস্থ আদালতগুলির কার্যাপরিচালনার রীতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। তবে হাইকোর্টের এইরূপ কোন বিধান দেশের প্রচলিত কোন আইনের সহিত অসমঞ্জস হইবে না এবং বিধানগুলিতে পূর্ব্বাহ্নে গভর্ণরের সম্মতি থাকা চাই।

তবে এই অনুচ্ছেদের কোন বিধান অনুসারে হাইকোর্টের সশস্ত্র বাহিনী সংক্রান্ত আইনে প্রতিষ্ঠিত কোন বিচারালয়ের উপর তত্ত্বাবধানের অধিকার দেওয়া হইতেছে না।—অনু—২২৭

হাইকোর্ট আইনের গুরুত্ব বুঝিয়া অধীনস্থ কোন বিচারালয়ের কোন মামলা আপন হাতে লইয়া আপনি বিচার করিতে পারিবে অথবা আইনের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া অভিমত সহ মামলাটি সংশ্লিষ্ট আদালতে ফেরৎ পাঠাইতে পারিবে এবং সেই অভিমত অনুসারে সংশ্লিষ্ট আদালত মামলা বিচার করিবে। —অনু—২২৮

হাইকোর্টের পদস্থ অথবা সাধারণ কর্ম্মচারীবৃন্দ প্রধান বিচারপতি বা তাঁহার মনোনীত অপর কোন বিচারপতি বা পদস্থ কর্ম্মচারীর দ্বারা নিযুক্ত হইবেন।

তবে যে রাষ্ট্রে হাইকোর্টের প্রধান এলাকা, সেই রাষ্ট্রের গভর্ণর ইচ্ছা করিলে এমন বিধান প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, যাহাতে বিধানে উল্লিখিত কতকগুলি ক্ষেত্রে সেই হাইকোর্টে কাজ করিতেছেন না এখন কাহাকেও হাইকোর্টের

কোন পদে নিযুক্ত করিতে হইলে রাষ্ট্রের পাব্লিক সারভিস কমিশনের সহিত পরামর্শ ছাড়া এইরূপ নিয়োগ চলিবে না।—অনু—২২৯ (১)

রাষ্ট্রের আইনসভার আইন সাপেক্ষভাবে প্রধান বিচারপতি বা এই কার্য্যের জন্য তাঁহার মনোনীত অপর কোন বিচারপতি বা পদস্থ কর্ম্মচারীর রচিত বিধানানুযায়ী হাইকোর্টের পদস্থ ও সাধারণ কর্ম্মচারীদের চাকুরীর সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইবে। তবে এই সর্ত্তের যে অংশ বেতন, ভাতা, ছুটি বা পেন্সন-সংক্রান্ত, তজ্জন্য যে রাষ্ট্রে হাইকোর্টের প্রধান এলাকা অবস্থিত, সেই রাষ্ট্রের গভর্ণরের সম্মতি লইতে হইবে।—অনু—২২৯ (২)

হাইকোর্টের পদস্থ ও সাধারণ কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা, পেন্সন ইত্যাদি সহ হাইকোর্টের পরিচালনা ব্যয় রাষ্ট্রের সমষ্টিগত তহবিল হইতে আসিবে এবং ফি ইত্যাদি বাবদ হাইকোর্টের যে ভাবে যতটাকা আদায় হউক, সমস্ত সমষ্টিগত তহবিলের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।—অনু—২২৯ (৩)

পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে হাইকোর্ট প্রধানতঃ যে রাষ্ট্রে অবস্থিত সেই রাষ্ট্রের বাহিরে প্রথম তপশিলে উল্লিখিত অপর যে কোন রাষ্ট্রে বা অন্য কোন অঞ্চলে হাইকোর্টের অধিকার সীমা বাড়াইতে বা কমাইতে পারিবেন। —অনু—২৩০

অধীনস্থ আদালত

রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের সহিত পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্রের গভর্ণর রাষ্ট্রস্থ জেলা জজদিগের নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করিবেন। —অনু—২৩৩ (১)

জেলা জজের নিয়োগ

যদি কোন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের অথবা কোন রাষ্ট্রের সরকারী পদে নিযুক্ত না থাকেন, তাহা হইলে জেলাজজের পদলাভ করিতে হইলে তাঁহাকে অন্ততঃ সাত বৎসর এ্যাডভোকেট অথবা উকিল থাকিতে হইবে এবং তাঁহার নিয়োগ হইবে হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ।—অনু—২৩৩ (২)

রাষ্ট্রের এসম্পর্কে তাঁহার নির্দ্ধারিত নীতি অনুযায়ী গভর্ণর রাষ্ট্রীয় পাবলিক সারভিস কমিশনের সহিত ও সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে জেলা-

জজ ব্যতীত রাষ্ট্রের বিচারবিভাগীয় অন্যান্য পদগুলিতে লোক নিয়োগ করিবেন। —অনু—২৩৪

জেলা জজ অপেক্ষা নিম্নতর আইন বিভাগের পদাধিকারী ব্যক্তিদের নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি প্রভৃতি সহ জেলা কোর্ট ও অধীনস্থ সকল আদালতের নিয়ন্ত্রনাধিকার ন্যস্ত থাকিবে হাইকোর্টের হাতে। তবে এই অনুচ্ছেদের কোন বিধানে উপরোক্ত কোন ব্যক্তির চাকুরীর সর্ত্ত নিয়ন্ত্রনকারী আইন অনুসারে আবেদন করিবার অধিকার বাতিল হইবে না অথবা আইনানুসারে এইরূপ ব্যক্তির চাকুরীর সর্ত্ত সমূহের বিপরীত কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে হাইকোর্টের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে না।—অনু—২৩৫

সপ্তম খণ্ড

প্রথম তপশিলের 'খ' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রসমূহ

ষষ্ঠ খণ্ডে প্রথম তপশিলের 'ক' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেগুলি (কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া) বর্ত্তমান খণ্ডে আলোচিত প্রথম তপশিলের 'খ' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য হইবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ষষ্ঠ খণ্ডে যেখানে গভর্ণর শব্দটি আছে, এই খণ্ডে সেস্থলে রাজপ্রমুখ হইবে। এই খণ্ডের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ১৫৫, ১৫৬ ও ১৫৭ অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণভাবে এবং ১৫৮ অনুচ্ছেদের প্রথমাংশের 'নিযুক্ত হন'-এর নিযুক্ত শব্দটি এবং শেষাংশের 'বেতন ও' শব্দ দুইটি বাতিল হইবে। ১৬৮ অনুচ্ছেদের প্রথমাংশের স্থলে নিম্নলিখিত উপধারাটি পড়িতে হইবে—

প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটি করিয়া আইনসভা থাকিবে এবং এই আইনসভা রাজপ্রমুখ ছাড়া মহীশূর রাষ্ট্রে দুইটি কক্ষ ও অন্যান্য রাষ্ট্রে একটি কক্ষ লইয়া গঠিত হইবে।

২০২ (৩) অনুচ্ছেদাংশের প্রথমে 'রাজপ্রমুখের ভাতা ও তাঁহার কার্য্যালয় সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ প্রেসিডেণ্টের সাধারণ অথবা বিশেষ নির্দ্দেশ অনুসারে

স্থিরীকৃত হইবে' যুক্ত হইবে এবং শেষাংশে যুক্ত হইবে—'ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্বে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যের নৃপতিদ্বয় ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সম্মিলিত রাজ্য গঠনের চুক্তিপত্রে 'দেবস্বম' তহবিলে যে বাৎসরিক ৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও অপরিবর্ত্তিত থাকিবে'।

২১৪ (২) অনুচ্ছেদাংশের প্রদেশ স্থলে দেশীয় রাজ্য হইবে।

২২১ অনুচ্ছেদ নিম্নোক্ত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে—(১) রাজপ্রমুখের সহিত পরামর্শক্রমে প্রেসিডেণ্ট যেরূপ স্থির করিবেন, হাইকোর্টের বিচারপতিরা সেইরূপ বেতন পাইবেন। (২) পার্লামেণ্ট সময় সময় আইনের সাহায্যে যেরূপ স্থির করিয়া দিবেন, প্রত্যেক বিচারপতি সেইরূপ ভাতা ও ছুটি এবং পেন্সন সংক্রান্ত অধিকার পাইবেন। এই ব্যবস্থা যেপর্য্যন্ত না হইবে, ততদিন প্রেসিডেণ্ট রাজপ্রমুখের সহিত পরামর্শ করিয়া এইসব ভাতা ও অধিকার স্থির করিয়া দিবেন। তবে কোন বিচারপতির নিয়োগের পর তাঁহার অসুবিধা হইতে পারে এমন ভাবে তাঁহার ভাতা অথবা ছুটি বা পেন্সন সংক্রান্ত অধিকার পরিবর্ত্তিত হইবে না। —অনু—২৩৮

অষ্টম খণ্ড

প্রথম তপশিলের 'গ' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রসমূহ

এই খণ্ডের অন্যান্য বিধানসাপক্ষভাবে প্রথম তপশিলের 'গ' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলি প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশক্রমে চিফ কমিশনার, লেফটনাণ্ট গভর্ণর বা নিকটবর্ত্তী কোন রাষ্ট্রের শাসন কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা শাসিত হইবে। তবে নিকটবর্ত্তী কোন রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃপক্ষকে এই শাসনভার দেওয়ার পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবেন এবং যে রাষ্ট্রের শাসনাধিকার হস্তান্তরিত হইতেছে, তাহার অধিবাসীদের মনোভাব যতটা সম্ভব বুঝিয়া লইবেন। —অনু—২৩৯

এইরূপ চিফ কমিশনার বা লেফটেনাট গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্রের জন্য পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে সেই রাষ্ট্রের আইনসভা হিসাবে কাজ করিতে

পারে এমন একটি নির্ব্বাচিত অথবা মনোনীত অথবা আংশিক নির্ব্বাচিত ও আংশিক মনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠান অথবা একটি পরামর্শদাতা সমিতি বা মন্ত্রিসভা বা উভয় প্রতিষ্ঠানই গঠন করিতে বা চালু রাখিতে পারেন। এইরূপ প্রতিষ্ঠান আইনে নির্দ্দিষ্ট গঠনতন্ত্র, ক্ষমতা ও কার্য্যাধিকার লাভ করিবে। —অনু—২৪০

পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে এইরূপ কোন রাষ্ট্রের জন্য হাইকোর্ট গঠন করিতে বা রাষ্ট্রের কোন আদালতকে হাইকোর্টের পর্য্যায়ে উন্নীত করিতে পারিবেন। এছাড়া শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্বে যদি এইরূপ রাষ্ট্রের কোন অংশ কোন হাইকের্টের এলাকাভুক্ত থাকে, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিধান অথবা কোন উপযুক্ত আইনসভার বিধানসাপেক্ষভাবে তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। প্রথম তপশিলের 'ক' ও 'খ' অংশে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের কোন হাইকোর্টের অধিকার সীমা এই খণ্ডের কোন রাষ্ট্রে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিবার অধিকারও পার্লামেণ্টের থাকিবে।—অনু—২৪১

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কুর্গ ব্যবস্থা পরিষদের গঠনতন্ত্র, ক্ষমতা ও কার্য্যাধিকার যেরূপ ছিল, পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে অন্যরূপ ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত থাকিবে। প্রেসিডেণ্ট অন্য কোনরূপ নির্দ্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত কুর্গের রাজস্ব আদায় এবং খরচপত্র সম্পর্কিত ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। —অনু—২৪২

নবম খণ্ড

এই খণ্ডে প্রথম তপশিলের 'ঘ' অংশের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং এই অংশে উল্লিখিত হয় নাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশীভূত এমন কোন ভূখণ্ড সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, এই সব ভূখণ্ড প্রেসিডেণ্টের প্রতিনিধি-স্বরূপ চিফ কমিশনার বা অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা শাসিত হইবে। প্রেসিডেণ্ট এই সব ভূখণ্ডের শান্তি রক্ষা ও সুশাসনের জন্য বিধানাদির প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন। এইরূপ বিধান পার্লামেণ্টের কোন আইন বা সাময়িকভাবে সেই ভূখণ্ডে প্রচলিত কোন আইন রহিত করিতে অথবা

সংশোধন করিতে পারিবে। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঘোষিত এই বিধান এইরূপ ভূখণ্ডের পক্ষে প্রযোজ্য পার্লামেন্টের আইনের সমান শক্তিসম্পন্ন ও কার্য্যকরী হইবে। —অনু—২৪৩

দশম খণ্ড

তপশিলভুক্ত ও উপজাতীয় এলাকা

পঞ্চম তপশিলের বিধানসমূহ আসাম ব্যতীত প্রথম তপশিলে 'ক' ও 'খ' অংশে বর্ণিত রাষ্ট্রসমূহের তপশিলী এলাকা ও তপশিলভুক্ত উপজাতীয়দের শাসন ও নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে এবং ৬ষ্ট তপশিলের বিধানসমূহ আসাম রাষ্ট্রের উপজাতীয় এলাকার শাসন সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে। —অনু—২৪৪

একাদশ খণ্ড

যুক্তরাষ্ট্র বা কেন্দ্র এবং রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক

প্রথম পরিচ্ছেদ—আইনগত সম্পর্ক

পার্লামেন্টের ও রাষ্ট্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়নের অধিকার

এই শাসনতন্ত্রের বিধান সাপেক্ষভাবে পার্লামেন্ট সমগ্র ভারতের বা ভারতের যে কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন রাষ্ট্রের আইনসভা সমগ্র রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। —অনু—২৪৫

২৪৬ (২) ও (৩) অনুচ্ছেদাংশে উল্লিখিত যে কোন বিধান সত্ত্বেও পার্লামেন্টের সপ্তম তপশিলের ১নং তালিকায় (বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা বা 'ইউনিয়ন লিষ্ট' নামে অভিহিত) বর্ণিত যে কোন ব্যাপারে আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। —অনু—২৪৬ (১)

২৪৬ (৩) অনুচ্ছেদাংশের উল্লিখিত যে কোন বিধান সত্ত্বেও পার্লামেন্টের

এবং ২৪৬ (১) অনুচ্ছেদাংশের বিধানসাপেক্ষভাবে প্রথম তপশিলের 'ক' ও 'খ' অংশে বর্ণিত যে কোন রাষ্ট্রের আইনসভার সপ্তম তপশিলের তৃতীয় তালিকার (বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে ইহা সহগামী তালিকা বা 'কনকারেণ্ট লিষ্ট' নামে অভিহিত) যে কোন ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকিবে। —অনু—২৪৬ (২)

২৪৬ (১) ও (২) অনুচ্ছেদাংশে উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষভাবে প্রথম তপশিলের 'ক' ও 'খ' অংশে বর্ণিত যে কোন রাষ্ট্রের আইনসভার সপ্তম তপশিলের দ্বিতীয় তালিকায় (বর্ত্তমানে শাসনতন্ত্রে ইহা রাষ্ট্র তালিকা নামে অভিহিত) উল্লিখিত যে কোন বিষয়ে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের অংশ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকিবে। —অনু—২৪৬ (৩)

প্রথম তপশিলের 'ক' ও 'খ' অংশের অন্তর্ভুক্ত না হইলে ভারতের যে কোন ভূখণ্ডে সম্পর্কে যে কোন বিষয়ে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের অধিকার থাকিবে। এই বিষয় রাষ্ট্রতালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় হইলেও কছু আসিয়া যাইবে না। —অনু—২৪৬ (৪)

কনকারেণ্ট লিষ্ট বা স্টেট লিষ্টে উল্লিখিত নহে এমন যে কোন বিষয় সম্পর্কে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। এই দুই তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই এমন যে কোন কর নির্দ্ধারণের আইন প্রণয়নও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। —অনু—২৪৮

পূর্ব্বোল্লিখিত যে কোন বিধান সত্বেও যদি রাষ্ট্রসভা উপস্থিত সদস্যদের অন্ততঃ ⅔ অংশের সমর্থনে গৃহীত কোন প্রস্তাবে ঘোষণা করেন যে, প্রস্তাবে উল্লিখিত স্টেট লিষ্টের কোন বিষয়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্যই পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন আবশ্যক, এই প্রস্তাব যতদিন বলবৎ থাকিবে ততদিন উল্লিখিত বিষয়ে সমগ্র ভারতের অথবা ভারতের যে কোন অংশের জন্য পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন বেআইনী হইবে না। —অনু—২৪৯ (১)

২৪৯ (১) অনুচ্ছেদাংশ অনুসারে গৃহীত কোন প্রস্তাব অনধিক এক বৎসরের জন্য কার্য্যকরী থাকিবে এবং এই সময়ের কথা প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইবে। তবে যদি এই প্রস্তাব কার্য্যকরী রাখার সময় বাড়াইবার যুক্তি সমর্থন করিয়া ২৪৯ (১) অনুচ্ছেদাংশ অনুসারে পুনরায় কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেক্ষেত্রে বর্ত্তমান অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রস্তাবটি স্বাভাবিকভাবে

যে দিন হইতে অকার্য্যকরী হইবার কথা তাহার পরে আরও এক বৎসর ইহা কার্য্যকরী থাকিবে। —অনু—২৪৯ (২)

যদি ২৪৯ (১) অনুচ্ছেদাংশ অনুসারে প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে পার্লামেণ্টের কোন আইন বিশেষ প্রণয়নের ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে ইতিমধ্যে অনুরূপ ব্যবস্থা না হইলে প্রস্তাবটি অকার্য্যকরী হইবার পর ছয় মাস অন্তে এইরূপ আইন পার্লামেণ্টের যতটুকু বৈধ অধিকার নাই, তদনুসারে অকার্য্যকরী হইবে। —অনু—২৪৯ (৩)

জরুরী অবস্থা ঘোষিত থাকিলে এই পরিচ্ছেদের যে কোন বিধান সত্বেও পার্লামেণ্ট স্টেট লিষ্টে উল্লিখিত যে কোন বিষয়ে সমগ্র ভারতের অথবা ভারতের কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। —২৫০ (১)

জরুরী অবস্থা ঘোষিত না থাকিলে কোন আইন প্রণয়নে যদি পালামেণ্টের বৈধ অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে ঘোষিত জরুরী অবস্থা শেষ হইবার পর ছয় মাস অন্তে পালামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত এইরূপ আইন মধ্যবর্ত্তী কালে অন্য কোন ব্যবস্থা না হইলে অকার্য্যকারী হইবে। —অনু—২৫০ (২)

২৪৯ ও ২৫০ অনুচ্ছেদের কোন বিধানই বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত কোন রাষ্ট্রের আইনসভার কোনপ্রকার আইন প্রণয়নের বৈধ অধিকার সঙ্কুচিত করিবে না। তবে রাষ্ট্রের আইনসভা প্রণীত আইনের কোন বিধানের সহিত যদি পার্লামেণ্টের কোন আইনের বিধানে অসঙ্গতি দেখা যায় এবং পার্লামেণ্ট পূর্ব্বোক্ত অনুচ্ছেদ সমূহ অনুসারে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে যদি এই আইন প্রনয়ণ করিয়া থাকেন, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইনসভা কৃত আইন উক্ত আইনের পূর্ব্বে বা পরে যখনই প্রণীত হউক, পার্লামেণ্টের আইনই বলবৎ হইবে এবং যতদিন পার্লামেণ্টের প্রণীত আইন চালু থাকিবে, ততদিন এই অসঙ্গতির হিসাবে রাষ্ট্রের আইনসভার প্রণীত আইন কার্যকরী হইবে না।—অনু—২৫১

পার্লামেণ্টের আইন ও রাষ্ট্রের আইন সভার আইন

যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের আইনসভা মনে করেন যে, ২৪৯ ও ২৫০ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে ছাড়া রাষ্ট্রসম্পর্কিত যেক্ষেত্রে আইন প্রনয়নে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা নাই, এমন কোন বিষয় পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এবং এসম্পর্কে উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলির আইন সভার সমস্ত কক্ষ যদি প্রস্তাব গ্রহণ করে, পার্লামেণ্ট সে সব বিষয় নিয়ন্ত্রনের উপযোগী

আইন প্রণয়নে অধিকারী হইবে। এই আইন উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলিতে এবং যদি অপর কোন রাষ্ট্র পরে আইনসভার সকল কক্ষে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ইহা গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই সব রাষ্ট্রে প্রযোজ্য হইবে।—অনু—২৫২ (১)

এইভাবে প্রণীত কোন আইন পার্লামেণ্ট পরে বিধিসঙ্গতভাবে প্রণীত অপর আইনের সাহায্যে সংশোধন অথবা বাতিল করিতে পারিবেন। তবে পার্লামেণ্ট পারিলেও কোন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আইনসভা কোন আইনের সাহায্যে পার্লামেণ্টের উপরোক্ত আইন সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে না।—অনু—২৫২ (২)

এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বোক্ত যে কোন বিধান সত্ত্বেও অন্যদেশের সহিত সংঘটিত কোন সন্ধি, চুক্তি বা অঙ্গীকার পত্র অথবা কোন আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের কোন সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিতে পার্লামেণ্ট সমগ্র ভারতের বা ভারতের কোন অংশের জন্য যে কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।—অনু—২৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক

সাধারণ

প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা এমনভাবে ব্যবহৃত হইবে যাহাতে সেই রাষ্ট্র-সংশ্লিষ্ট পার্লামেণ্টের যে কোন প্রচলিত আইন মানিয়া চলা হয় এবং ভারতসরকার যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন, তদনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ দানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের বা কেন্দ্রের শাসনক্ষমতা প্রসারিত হইবে। —অনু—২৫৬

কোন রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের বা কেন্দ্রের শাসনক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হইতে পারিবে না। জাতীয় অথবা সামরিক গুরুত্ব আছে এমন সব যানবাহন ও পথঘাট তৈয়ারী এবং সংরক্ষণের জন্য কোন রাষ্ট্রকে নির্দ্দেশ দানের ব্যাপারে কেন্দ্রের ক্ষমতা প্রসারিত হইবে।

তবে এই ধারার কোন কিছু পার্লামেণ্টের কোন রাজপথ বা জলপথকে জাতীয় রাজপথ বা জাতীয় জলপথ ঘোষণা করিবার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিবে না অথবা এইভাবে ঘোষিত রাজপথ বা জলপথ সম্পর্কে বা নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনী সংক্রান্ত প্রয়োজনে যানবাহন ও পথঘাট নির্ম্মান

ও সংরক্ষণে কেন্দ্রের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিবে না। এছাড়া রাষ্ট্রের মধ্যে রেলপথ থাকিলে কেন্দ্রের রাষ্ট্রকে সেই রেলপথ সংরক্ষণের নির্দ্দেশ দিবারও ক্ষমতা থাকিবে। এইরূপ নির্দ্দেশের জন্য রাষ্ট্রের বাড়তি কোন খরচ হইলে ভারত-সরকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সম্মতি অনুসারে তাহা প্রদান করিবেন। এই সম্মতি যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত সালিশি রাষ্ট্রের এই বাড়তি খরচের পরিমান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।—অনু২৫৭

শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান সত্ত্বেও রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে প্রেসিডেণ্ট সেই কর্ত্তৃপক্ষকে অথবা ইহার পদস্থ কোন কর্ম্মচারীকে সর্ত্ত সাপেক্ষ অথবা সর্ত্তনিরপেক্ষভাবে এমন কোন কাজের ভার দিতে পারেন যাহা কেন্দ্রের শাসনক্ষমতাভুক্ত।—অনু—২৫৮ (১)

যে বিষয়ে রাষ্ট্রের আইনসভার আইন প্রণয়নের কোন ক্ষমতা নাই, তাহার সংশ্লিষ্ট এবং উল্লিখিত রাষ্ট্রে প্রযোজ্য পার্লামেণ্টের কোন আইনে রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্রের পদস্থ কর্ম্মচারীদের, অথবা রাষ্ট্রের অধীন কোন কর্ত্তৃপক্ষকে ক্ষমতা ও কর নির্দ্ধারণে অধিকার দেওয়া যাইবে।—অনু—২৫৮ (২)

এই বাড়তি ক্ষমতা লাভের ও তদনুসারে কর্ত্তব্য পালনের জন্য রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের পদস্থ কর্ম্মচারীদের বা রাষ্ট্রের অধীন কোন কর্ত্তৃপক্ষের যে খরচ হইবে তাহা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রাষ্ট্রকে প্রদত্ত হইবে। এই সম্মতি না পাওয়া গেলে ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত সালিশি রাষ্ট্রের এই বাড়তি খরচের পরিমান স্থির করিয়া দিবেন।—অনু—২৫৮ (৩)

শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান সত্ত্বেও বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী থাকিলে পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে অন্যপ্রকার বিধান না করা পর্য্যন্ত সময় সময় এসম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত সাধারণ ও বিশেষ নির্দ্দেশ সাপেক্ষভাবে রাষ্ট্র সেই বাহিনী রক্ষা করিয়া যাইবে। এইভাবে রক্ষিত যে কোন সশস্ত্র বাহিনী ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর অংশরূপে গণ্য হইবে।—অনু—২৫৯

বৈদেশিক এলাকা সম্পর্কে প্রচলিত আইন সাপেক্ষভাবে ভারতের অংশ নয় এমন কোন ভূখণ্ডের শাসনকর্ত্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিক্রমে সেই ভূখণ্ডের শাসন, আইন ও বিচার বিভাগীয় যে কোন কার্য্যভার ভারত সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন।—অনু—২৬০

রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংসদ বা কাউন্সিল

যদি কোন সময় প্রেসিডেণ্ট মনে করেন যে নিম্নোক্ত কাজের ভার দিয়া একটি সংসদ বা কাউন্সিল গঠন করিলে তাহাতে জনসাধারণের কল্যান হইবে, সেক্ষেত্রে তাহার পক্ষে এইরূপ কাউন্সিল গঠনের এবং এই কাউন্সিলের গঠনরীতি, কার্য্যধারা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নির্দ্দেশ দান বৈধ হইবে। এই কাউন্সিলের কাজ হইবে :—

(ক) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সেসম্পর্কে খোঁজখবর লওয়া ও পরামর্শদান ;

(খ) কোন কোন বা সকল রাষ্ট্রের অথবা কেন্দ্রের ও এক বা একাধিক রাষ্ট্রের যৌথ স্বার্থ আছে এমন সব বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ও আলোচনা করা ; অথবা

(গ) এরূপ কোন বিষয় সম্পর্কে সুপারিস করা, বিশেষ করিয়া এমন সুপারিস করা যাহাতে এই বিষয় সংশ্লিষ্ট নীতি ও কার্য্যের মধ্যে উন্নততর সমন্বয় সাধিত হয়। —অনু—২৬৩

দ্বাদশ খণ্ড

রাজস্ব, সম্পত্তি, চুক্তি ইত্যাদি

প্রথম পরিচ্ছেদ—রাজস্ব পরিচালন

অন্য কোন সংজ্ঞা স্পষ্ট করিয়া বলা না হইলে—(ক) এই খণ্ডে ফিনান্স কমিশন বলিতে ২৮০ অনুচ্ছেদ অনুসারে গঠিত রাজস্বসংক্রান্ত কমিশনকে বুঝাইবে ;

(খ) প্রথম তপশিলের 'গ' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্র এই খণ্ডের 'রাষ্ট্র' শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয় ;

(গ) এখানে প্রথম তপশিলের 'গ' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রসমূহের কথা বলা হইলে তাহাতে প্রথম তপশিলের 'ঘ' অংশের ভূখণ্ড এবং এই তপশিলে

উল্লিখিত নয় ভারতের অন্তর্ভুক্ত এমন যে কোন ভূখণ্ডকেও বুঝিতে হইবে। —অনু—২৬৪

আইন ছাড়া আর কোন ক্ষমতাবলে কোনরূপ কর সংস্থাপিত বা সংগৃহীত হইবে না। —অনু—২৬৫

বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের, বিশেষ করিয়া ২৬৭ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধানসাপেক্ষ ভাবে রাষ্ট্রসমূহে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে বণ্টনীয় কতকগুলি কর ও শুল্ক ব্যতীত ভারতসরকারের সমস্ত রাজস্বখাতের আয়, ট্রেজারি বিল, বা নানাপ্রকার ঋণ হিসাবে সংগৃহীত অর্থ ইত্যাদি লইয়া ভারতের সমষ্টিগত তহবিল বা 'কনসলিডেটেড ফ্যাণ্ড' গঠিত হইবে এবং কোন রাষ্ট্রীয় সরকারের রাজস্বখাতের সর্ব্বপ্রকার আয়, ট্রেজারী বিল বা নানাপ্রকার ঋণ হিসাবে সংগৃহীত অর্থ ইত্যাদি লইয়া রাষ্ট্রের সমষ্টিগত তহবিল বা কনসলিডেটেড ফাণ্ড গঠিত হইবে। —অনু—২৬৬ (১)

যুক্তরাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের সমষ্টিগত তহবিল

অন্যভাবে যে অর্থাগম হইবে, সেই টাকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভারতের এবং কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সেই রাষ্ট্রের সরকারী হিসাব বা পাবলিক এ্যাকাউণ্টে সংরক্ষিত হবে। —অনু—১৬৬ (২)

আইনসঙ্গতভাবে এবং এই শাসনতন্ত্রে বর্ণিত উদ্দেশ্যে ও রীতিতে ছাড়া ভারতের সমষ্টিগত তহবিল বা রাষ্ট্রের সমষ্টিগত তহবিল হইতে কোন অর্থ ব্যয়িত হইবে না। —অনু—২৬৬ (৩)

পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে দাদন তহবিল হিসাবে আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য একটি তহবিল (কনটিনজেন্সি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া) সংরক্ষণ করিতে পারিবেন। এই তহবিল প্রেসিডেণ্টের হাতে থাকিবে এবং অভাবিত প্রয়োজনে ১১৫ ও ১১৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধানানুযায়ী তিনি ভারতের এই কনটিনজেন্সি তহবিল হইতে টাকা খরচ করিতে পারিবেন। কোন রাষ্ট্রীয় আইনসভাও এই ভাবে রাষ্ট্রের জন্য একটি কনটিনজেন্সি তহবিল গঠন করিতে পারেন। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই তহবিল গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের হাতে থাকিবে এবং গভর্ণর বা রাজপ্রমুখ ২০৫ ও ২০৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধানানুযায়ী এই তহবিল হইতে টাকা খরচ করিতে পারিবেন। —অনু—২৬৭

কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের কনটিনজেন্সি ফাণ্ড

কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন

কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে রাজস্ববণ্টন

যুক্তরাষ্ট্রের বা কেন্দ্রের তালিকায় উল্লিখিত বিশেষ কতকগুলি ষ্ট্যাম্প এবং ঔষধ ও প্রসাধন দ্রব্যের উপর শুল্ক ভারতসরকার কর্তৃক সংস্থাপিত হইলেও কেবলমত্র প্রথম তপশিলের 'গ' অংশে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রে ভারতসরকার এই শুল্ক আদায় করিবেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রে শুল্ক সংস্থাপিত হইয়াছে সেই রাষ্ট্র তাহা আদায় করিবে। —অনু—২৬৮ (১)

প্রতি আর্থিক বৎসরের হিসাবে কোন রাষ্ট্রে এই শুল্কের দরুণ সংগৃহীত টাকা ভারতের কনসলিডেটেড ফাণ্ডের অংশীভূত না হইয়া সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের তহবিলেই যাইবে। —অনু—২৬৮ (২)

নিম্নলিখিত শুল্ক ও কর সমূহ ভারতসরকার কর্তৃক সংস্থাপিত ও আদায়ীকৃত হইলেও ২৬৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইহাদের দরুণ টাকা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রই পাইবে ঃ—

(ক) কৃষিভূমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার কর ; (খ) কৃষিভূমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির উপর সংস্থাপিত কর ; (গ) রেলপথ, জলপথ বা আকাশপথে বাহিত পণ্য ও যাত্রী সম্পর্কিত প্রান্তীয় কর ; (ঘ) রেলের ভাড়া ও মাশুলের উপর নির্দ্ধারিত শুল্ক ; (ঙ) ষ্ট্যাম্পের উপর ব্যতীত শেয়ারবাজার ও ফাটকাবাজারের লেনদেনের উপর নির্দ্ধারিত কর ; (চ) সংবাদপত্র কেনা-বেচার এবং এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপর নির্দ্ধারিত কর। —অনু—২৬৯ (১)

উপরোক্ত কর বা শুল্কের হিসাবে প্রাপ্য নিট (আদায় সম্পর্কিত খরচ বাদে) টাকা প্রথম তপশিলের 'গ' অংশে বর্নিত কোন রাষ্ট্রে বণ্টনযোগ্য হইবার ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যক্ষেত্রে ভারতর সমষ্টিগত তহবিলের অংশীভূত না হইয়া প্রতি আর্থিক বৎসরের হিসাবে যেসব রাষ্ট্রে ইহা আদায় হইয়াছে সেই রাষ্ট্রগুলির হিসাবে যাইবে। পার্লামেণ্ট আইনানুযায়ী যে নীতি নিদ্ধারণ করিবে, তদনুসারেই এই অর্থ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বন্টিত হইবে। —অনু—২৬৯ (২)

কৃষিসংক্রান্ত আয় ব্যতীত অন্যপ্রকার আয়ের উপর ভারতসরকার কর বসাইবেন এবং সেই কর আদায় করিবেন। এই কর হিসাবে প্রাপ্য অর্থ কেন্দ্র ও রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ২৭০ (২) অনুচ্ছেদাংশ অনুসারে বন্টিত হইবে।—অনু-২৭০ (১)

যে কোন আর্থিক বৎসরের হিসাবে এইরূপ যে কোন কর খাতে প্রাপ্য অর্থের নির্দ্ধারিত যে অংশ প্রথম তপশিলের 'গ' অংশ বর্ণিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বণ্টনযোগ্য নয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় পারিশ্রমিকের হিসাবে দেয় আয় কর খাতে পড়ে না, তাহা ভারতের সমষ্টিগত তহবিলের অংশীভূত হইবে না। এই টাকা সেই বৎসর যে যে রাষ্ট্রের মধ্যে করসংস্থাপিত হইয়াছে তাহারাই পাইবে এবং যেভাবে ও যে সময় হইতে স্থির করিয়া দেওয়া হইবে, সেইভাবে ও সেই সময় হইতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই টাকা বণ্টিত হইবে।—অনু—২৭০ (২)

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে আয়ের উপর কর বলিতে 'কর্পোরেশন ট্যাক্স' বুঝাইতেছে না। এই পরিচ্ছেদের 'নির্দ্ধারিত' শব্দটির অর্থ যতদিন পর্য্যন্ত রাজস্ব সংক্রান্ত কমিশন বা ফিনান্স কমিশন গঠিত না হইবে ততদিন প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশানুযায়ী নির্দ্ধারিত। ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে দেওয়া হয় এমন যে কোন বেতন ও পেন্সন এবং যাহার উপর আয়কর বসে, সমস্তই 'যুক্তরাষ্ট্রের বা কেন্দ্রের পারিশ্রমিক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় উল্লিখিত ঔষধ ও প্রসাধন দ্রব্যের উপর নির্দ্ধারিত শুল্ক ব্যতীত বাকী ভোগ্যপণ্য সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় শুল্ক ভারতসরকার সংস্থাপন ও আদায় করিবেন। কিন্তু পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে ব্যবস্থা করিলে যে সব রাষ্ট্রে আইনানুযায়ী শুল্ক সংস্থাপন নীতি সম্প্রসারিত হইবে সেগুলিকে ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে এই শুল্ক খাতে প্রাপ্ত টাকার সম্পূর্ণ বা একাংশ প্রদান করা হইবে। এইরূপ আইনে যেরূপ নীতি নির্দ্ধারিত হইবে, তদনুসারেই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উপরোক্ত অর্থ বণ্টিত হইবে।—অনু—২৭২

পাট ও পাটজাত রপ্তানি শুল্কের অংশ

ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে প্রতি বৎসর আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গ তাহাদের নিজ নিজ এলাকার পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি শুল্ক সম্পর্কিত নীট আয়ের অংশ লাভের পরিবর্ত্তে যেরূপ নির্দ্ধারিত হইবে তদনুসারে রাজস্বতহবিল হইতে অর্থ সাহায্য পাইবে। এই ভাবে ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে টাকা দিবার রীতি শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার সময় হইতে দশ বৎসর বা ভারতসরকার যতদিন পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক বসাইবেন,—ইহাদের মধ্যে আগে যেটি শেষ হইবে তদনুপাতে চলিবে। এই অনুচ্ছেদেও 'নির্দ্ধারিত' শব্দটির অর্থ ২৭০ অনুচ্ছেদের অনুরূপ।—অনু—২৭২

প্রেসিডেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনরূপ কর সম্পর্কিত বিল পার্লামেণ্টের কোন পরিষদে উথাপন করা চলিবে না।
—অনু—২৭৪

পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বিভিন্ন হারে এককালীন ও পুনঃপৌনিক সাহায্য করিতে পারিবেন। তবে এই সাহায্য বিশেষভাবে রাষ্ট্রের তপশিলভুক্ত উপজাতীয়দের উন্নতিসাধনের অথবা রাষ্ট্রের তপশিলভুক্ত অনুন্নত এলাকার উন্নতি সাধনের (এই উন্নতির ফলে যাহাতে সমগ্ররাষ্ট্রে সমশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে পারে) জন্যই প্রদত্ত হইবে। পার্লামেণ্ট অন্য কোন ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক এই অনুচ্ছেদের বিধান কার্য্যকরী হইবে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ফিনান্স কমিশন গঠিত হইবার পর কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা না করিয়া প্রেসিডেণ্ট আর এই অনুচ্ছেদের বিধান সম্পর্কে কোনরূপ নির্দ্দেশ দিবেন না।
—অনু-২৭৫

২৪৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদের বিধান সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্রের বা কোন মিউনিসিপালিটির, জেলাবোর্ডের, লোকাল বোর্ডের অথবা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সুবিধার জন্য কোন বৃত্তি, ব্যবসা বাণিজ্য বা নিয়োগের (চাকুরী) উপর কর স্থাপনসূচক রাষ্ট্রের আইনসভা প্রণীত কোন আইন ইহা আয়করের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই অবৈধ হইয়া যাইবে না।—অনু—২৭৬ (১)

কোন একজন ব্যক্তির উপরোক্ত কর হিসাবে দেয় অর্থের পরিমান দুইশত পঞ্চাশ টাকা বেশী হইবে না। তবে শাসনতন্ত্র কার্যাকরী হইবার ঠিক আগের আর্থিক বৎসরে যদি কোন রাষ্ট্র বা কোন মিউনিসিপালিটি, বোর্ড বা কর্ত্তৃপক্ষ এমনহারে কর স্থাপন করিয়া থাকেন যাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের দেয় টাকার পরিমাণ আড়াইশতের বেশী হয়, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে বিপরীত কোন ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত এইরূপ কর হার চালু থাকিবে। পার্লামেণ্ট যখন এইরূপ আইন প্রণয়ন করিবেন, তখন সেই আইন সর্ব্বক্ষেত্রে বা নির্দ্দিষ্ট কোন রাষ্ট্রের মিউনিসিপালিটির, বোর্ডের বা কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
—অনু—২৭৬ (২)

রাষ্ট্রের কতকগুলি বিশেষ ধরণের কর স্থাপনের অধিকার

তবে রাষ্ট্রের আইনসভা এভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে বলিয়া

পার্লামেন্টের বৃত্তি, ব্যবসা বানিজ্য বা নিয়োগের উপর করস্থাপন সূচক আইন প্রণয়নে কোন বাধা থাকিবে না।—অনু—২৭৬ (৩)

আলোচ্য শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যহিত পূর্ব্বে যদি কোন রাষ্ট্র মিউনিসিপালিটি অথবা অন্য কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ এলাকার জন্য কোন কর, শুল্ক, সেস বা ফি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, এইরূপ কর, শুল্ক ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত হইলেও পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক বিপরীত ব্যবস্থাসূচক কোন আইন প্রণীত না হওয়া পর্য্যন্ত এগুলি চালু থাকিতে পারিবে। —অনু—২৭৭

ভারতসরকার প্রথম তপশিলের 'খ' অংশে অংশে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের সহিত কোন কর সংস্থাপন, কর হইতে প্রাপ্য অর্থ বন্টন, এইরূপ রাষ্ট্রের আর্থিক অসুবিধার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্য দান, ২৯১ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারতসরকারের যে অর্থ ব্যয় করিবেন এইরূপ রাষ্ট্রের তাহার একাংশের দায়িত্ব গ্রহণ, ইত্যাদি ব্যপারে শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হওয়ার সময় হইতে অনধিক দশ বৎসরের জন্য কোন চুক্তি করিতে পারেন। তবে চুক্তি পাঁচবৎসর চালু থাকিবার পর ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া প্রেসিডেণ্ট প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন সময় এই চুক্তি বাতিল বা সংশোধন করিতে পারিবেন। —অনু—২৭৮

আলোচ্য শাসনতন্ত্র চালু হইবার দুই বৎসরের মধ্যে এবং তাহার পর প্রত্যেক পাঁচবৎসর অন্তর অথবা প্রয়োজন মনে হইলে তাহারও আগে

ফিনান্স কমিশন

প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী একটি রাজস্ব সম্পর্কিত কমিশন বা ফিনেন্স কমিশন গঠিত হইবে। এই কমিশনে প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন সভাপতি বা চেয়ারম্যান ও অপর চারিজন সদস্য থাকিবেন। কমিশনের সদস্য পদপ্রার্থীদের যোগ্যতা ও মনোনয়ন রীতি ও কমিশনের ক্ষমতা পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে স্থির করিয়া দিবেন। কিভাবে কাজ হইবে তাহা কমিশনার স্থির করিতে পারিবেন। কমিশনের কাজ হইবে প্রেসিডেণ্টের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুপারিস করা—

(ক) কেন্দ্র ও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত কর সমূহের বন্টনরীতি;

(খ) ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে রাষ্ট্রগুলিকে অর্থসাহায্যের নীতি নির্দ্ধারণ;

(গ) ২৭৮ ও ৩০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রথম তপশিলের 'খ' অংশে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের সহিত ভারতসরকারের চুক্তির মেয়াদ বৰ্দ্ধিত করা বা চুক্তি সংশোধন করা ;

(ঘ) দেশের অর্থব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক কমিশনের দৃষ্টিগোচরীভূত যে কোন বিষয়। —অনু—২৮০

প্রেসিডেণ্ট ফিনান্স কমিশনের বর্ত্তমান শাসতন্ত্রের বিধানানুযায়ী প্রতিটি সুপারিশ তৎসম্পর্কে অবলম্বিত ব্যবস্থার ব্যাখ্যাসূচক স্মারকলিপি সহ পার্লামেন্টের প্রত্যেক পরিষদে উপস্থাপিত করাইবেন। —অনু—২৮১

পার্লামেন্টে অনুরূপ বিধান না করিলে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি কোন রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রাধীন কোন কর্তৃপক্ষের সংস্থাপিত সর্ব্বপ্রকার করের দায় হইতে মুক্ত থাকিবে। তবে বর্ত্তমানে শাসতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি কোন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এইরূপ কোন সম্পত্তির উপর কোনপ্রকার কর নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন অথবা এইরূপ কোন সম্পত্তি কোন রাষ্ট্রীয় করের এলাকাভুক্ত হয়, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট অনুরূপ বিধান না করা পর্য্যন্ত এই কর চালু থাকিতে পারিবে। —অনু—২৮৫

কোন রাষ্ট্রের বাহিরে জিনিষ কেনাবেচা হইলে অথবা ভারতে আমদানী বা ভারত হইতে রপ্তানির ক্ষেত্রে জিনিষ কেনা-বেচা হইলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সেই পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর বসাইতে পারিবে না। অবশ্য কেনাবেচা রাষ্ট্রমধ্যে হইয়া জিনিষ যদি রাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া যায় তাহা হইলে সেইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর স্থাপনে বাধা নাই। যদি আন্তঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্রে এইরূপ পণ্য ক্রয় বিক্রয় চলে, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা না করিলে কোন রাষ্ট্রের আইনসভা এই পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর করস্থাপন করিতে বা কাহাকেও সংস্থাপনের অধিকার দিতে পারিবেন না। তবে যদি আলোচ্য শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন রাষ্ট্র এইরূপ করস্থাপন করিয়া থাকেন, এই করস্থাপন বর্ত্তমান অনুচ্ছেদের বিধান-বিরোধী হইলেও প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছা করিলে সেই ব্যবস্থা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত চালু থাকিতে দিতে পারিবেন। —অনু—২৮৬ (১-২)

পার্লামেণ্ট যদি কোন পণ্যকে আইনদ্বারা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অত্যাবশ্যক

বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, কোন রাষ্ট্রের আইনসভার সেই পণ্যের কেনা-বেচার উপর করসংস্থাপন সূচক আইন প্রেসিডেণ্টের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়া প্রেসিডেণ্টের সম্মতি লাভ না করিলে কার্য্যকরী হইবে না।—অনু-২৮৬ (৩)

কোন রাষ্ট্রের সম্পত্তি ও আয় যুক্তরাষ্ট্রীয় করভার হইতে অব্যাহতি পাইবে। —অনু ২৮৯ (১) তবে রাষ্ট্রীয় সরকার স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফৎ যদি কোন ব্যবসা বানিজ্য করেন এবং তজ্জন্য কোন সম্পত্তি ব্যবহার করেন, সেই ব্যবসাবানিজ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট আয়ের উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ পার্লামেণ্টের আইন অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হারে ক র বসাইতে পারিবে। অবশ্য পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে যে সব ব্যবসাবানিজ্যকে সাধারণ শাসনকার্য্য পরিচালনার আনুসাঙ্গিক বলিয়া ঘোষণা করিবেন, সেগুলি সম্পর্কে উপরোক্ত বিধান কার্য্যকরী হইবে না। —অনু—২৮৯

রাষ্ট্রের সম্পত্তির কর-অব্যাহতি

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্ব্বে কোন দেশীয় রাজ্যের শাসকের সহিত অনুষ্ঠিত কোন চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় ডোমিনিয়নের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ যদি আয়করমুক্তভাবে এমন কোন অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন যাহা এই শাসকের খাস তহবিল বা প্রিভি পার্স রূপে গণ্য হইবে, তাহা হইলে এই অর্থ ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে প্রদত্ত হইবে এবং ইহা আয়করমুক্ত হইবে। —অনু—২৯১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ঋণসংগ্রহ নীতি

ভারতের সমষ্টিগত তহবিলের হিসাবে পার্লামেণ্ট সময় সময় আইনের সাহায্যে ঋণের যে পরিমান স্থির করিয়া দিবেন এবং তজ্জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদানের যেরূপ নির্দ্দেশ দিবেন, ভারতের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ তদনুসারে ঋণসংগ্রহের ক্ষমতা পাইবেন। —অনু—২৯২

এই অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষভাবে রাষ্ট্রের সমষ্টিগত তহবিলের হিসাবে আইনসভা সময় সময় ঋণের যে পরিমান স্থির করিয়া দিবেন এবং তজ্জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদানের যেরূপ নির্দ্দেশ দিবেন, রাষ্ট্রীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষ তদনুসারে ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোন স্থান হইতে ঋণসংগ্রহ করিতে পারিবেন।—অনু—২৯৩ (১)

পার্লামেণ্টের আইনের সর্ত্তসাপেক্ষভাবে ভারতসরকার যে কোন রাষ্ট্রকে ঋণ দিতে পারিবেন অথবা ২৯২ অনুচ্ছেদ স্থিরীকৃত পরিমান অতিক্রান্ত না হইলে কোন রাষ্ট্রের গৃহীত ঋণ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিতে পারিবেন এবং এই ভাবে ঋণদানের জন্য যে খরচ হইবে তাহা ভারতের সমষ্টিগত তহবিল হইতে আসিবে।—অনু—২৯৩ (২)

ঋণ সম্পর্কিত নীতি

যদি কোন রাষ্ট্রের নিকট ভারতের বর্ত্তমান অথবা প্রাক্তন শাসনকর্তৃপক্ষের প্রদত্ত কোন ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হইয়া থাকে অথবা ভারতের বর্ত্তমান বা প্রাক্তন শাসনকর্তৃপক্ষ এই রাষ্ট্রের যে ঋণ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহার কোন অংশ যদি অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে ভারতসরকারের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্র নূতন করিয়া ঋণসংগ্রহ করিতে পারিবে না।—অনু—২৯৩ (৩)

তবে ভারতসরকার যেরূপ প্রয়োজন বুঝিবেন তদনুরূপ সর্ত্ত আরোপ করিয়া ২৯৩ (৩) অনুচ্ছেদাংশে উল্লেখিত সম্মতি দিতে পারিবেন।—অনু—২৯৩ (৪)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সম্পত্তি, চুক্তি, সত্ত্ব, দেনা প্রতিশ্রুতি ও মামলা

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতীয় ডোমিনিয়নের সরকারের কাজে লাগিবার জন্য অথবা ভারতের কোন গভর্ণর শাসিত প্রদেশের সরকারের কাজে লাগিবার জন্য ভারত সম্রাটের হস্তে যে ধনসম্পত্তি ন্যস্ত ছিল, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার সময় হইতে তাহা যথাক্রমে ভারতসরকারের ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকারের দখলে আসিবে এবং বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন চুক্তির জন্য অথবা অন্যকারণে ডোমিনিয়ন সরকারের অথবা ভারতের কোন গভর্ণর শাসিত প্রদেশের সরকারের যে সব সত্ত্ব, দেনা বা দায় জন্মিয়াছিল, সেগুলি বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার সময় হইতে যথাক্রমে ভারতসরকারের ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকারের উপর বর্ত্তাইবে।

তবে উপরোক্ত হস্তান্তর বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্বেই পাকিস্তান ডোমিনিয়ন অথবা পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশ এবং পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব্বপাঞ্জাব প্রদেশ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপন সাপেক্ষ।—অনু-২৯৪

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল ধনসম্পদ প্রথম তপশিলের 'খ' অংশে উল্লিখিত কোন দেশীয় রাজ্যের দখলে ছিল, সেগুলি যদি শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং তৎপরে এমন উদ্দেশ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে যাহা যুক্ত রাষ্ট্রীয় তালিকায় উল্লিখিত কোন ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলা যায়, তাহা হইলে সেগুলি শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার সময় হইতে যুক্তরাষ্ট্রের দখলে আসিবে এবং এইভাবেই কোন চুক্তি অথবা অন্যকারণ জনিত প্রথম তপশিলের 'খ' অংশে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার কোন বিষয়ে সম্পর্কিত সমস্ত সত্ব, দেনা বা দায় ভারতসরকারের উপর বর্ত্তাইবে।

—তবে এই হস্তান্তর ভারতসরকার ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত যে কোন চুক্তিসাপেক্ষ।—অনু—২৯৫ (১)

পূর্ব্বোল্লিখিত সর্ত্তসাপেক্ষভাবে প্রথম তপশিলের 'খ' অংশে উল্লিখিত যে কোন রাষ্ট্র বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার সময় হইতে ২৯৫ (১) অনুচ্ছেদাংশ বর্ণিত বিষয় ছাড়া সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যের চুক্তি অথবা অন্যকোন কারণ জনিত সকল ধনসম্পদের এবং সর্ব্বপ্রকার সত্ব দেনা বা দায়ের উত্তরাধিকারী হইবে।—অনু—২৯৫ (২)

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী না হইলে যদি ভারতের কোনস্থানের কোন সম্পত্তি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে অথবা পরিচালনায় ত্রুটির জন্য ভারতসম্রাটের অথবা কোন দেশীয় রাজ্যের নৃপতির দখলে চলিয়া যাইত, এই শাসনতন্ত্রের পরবর্ত্তি অংশের সর্ত্ত সাপেক্ষভাবে এখন সেই সম্পত্তি কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে সেই রাষ্ট্রের অথবা অন্যক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হইবে। —অনু—২৯৬

ভারতের সমুদ্র এলাকার সমস্ত জমি, খনিজ পদার্থ এবং জলের নীচের সর্ব্বপ্রকার মূল্যবান জিনিষ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাজে লাগিবে।—অনু—২৯৭

উপযুক্ত আইনসভার প্রণীত আইনসাপেক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অথবা কোন রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের অথবা কোন রাষ্ট্রের কাজে লাগিবার মত কোন সম্পত্তি দান, বিক্রয়, বিলি বা বন্ধক দিতে পারিবেন অথবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ক্রয় অথবা অধিকার করিতে পারিবেন এবং চুক্তি করিতে

পারিবেন। যুক্তরাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্র, যাহার প্রয়োজনে সম্পত্তি অধিকার করা হইবে, সম্পত্তি তাহারই দখলে থাকিবে।—অনু—২৯৮

যুক্তরাষ্ট্রের অথবা কোন রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে কোন চুক্তি নিষ্পন্ন হইলে বা কোন সম্পত্তিসংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইলে তাহা যথাক্রমে প্রেসিডেণ্ট অথবা গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের নামে হইবে। তবে এই সবের জন্য প্রেসিডেণ্ট, গভর্ণর বা রাজপ্রমুখ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না। —অনু—২৯৯

ত্রয়োদশ খণ্ড

ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য

এই খণ্ডের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষভাবে ভারতের সর্ব্বত্র ব্যবসা বাণিজ্য ও যোগাযোগ অবাধ হইবে।—অনু—৩০২

সাধারণের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে ভারতের একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা একাধিক অংশের মধ্যে ব্যবসা, বাণিজ্য বা যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।—অনু—৩০২

৩০২ অনুচ্ছেদের বিধান সত্ত্বেও সপ্তম তপশিলের তালিকাভুক্ত কোন প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে কোন বিশেষ রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের তুলনায় অধিকতর সুবিধাদানের কোন আইন পার্লামেণ্ট অথবা রাষ্ট্রের আইন সভা করিতে পারিবেন না। তবে বিধান এইরূপ হইলেও যদি ভারতের কোন অংশে পণ্যাভাব ঘটে, সেই পণ্যাভাব জনিত পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখিতে আইনে একথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া পার্লামেণ্ট এমন কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন, যাহার ফলে কোন বিশেষ রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করিতে পারে। —অনু—৩০৩

৩০১ ও ৩০৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধান সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট বিপরীত কোন নির্দ্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত প্রচলিত কোন আইনের ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। —অনু—৩০৫

প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য একটি করিয়া পাবলিক সারভিস কমিশন থাকিবে। যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র সমবেতভাবে তাহাদের জন্য একটি পাবলিক সারভিস কমিশন চায়, এবং এই মর্ম্মে আইনসভার কক্ষে বা দুইটি কক্ষ থাকিলে উভয় কক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে এই রাষ্ট্রগুলির জন্য একটি যৌথ রাষ্ট্রীয় পাবলিক সারভিস কমিশন (বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে ইহা 'জয়েণ্ট কমিশন' নামে উল্লিখিত হইতেছে) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারে। কোন রাষ্ট্রের গভর্ণর বা রাজপ্রমুখ দ্বারা অনুরুদ্ধ হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পাবলিক সারভিস কমিশন প্রেসিডেণ্টের অনুমতি লইয়া রাষ্ট্রের সমস্ত বা যে কোন প্রয়োজন মিটাইতে পারে। —অনু—৩১৫

পাবলিক সারভিস কমিশন

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নিযুক্ত কমিশন বা ইউনিয়ন কমিশন এবং যৌথ বা জয়েণ্ট কমিশনের ক্ষেত্রে পাবলিক সারভিস কমিশনের প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যবৃন্দ প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং রাষ্ট্রীয় কমিশনের ক্ষেত্রে ইহারা গভর্ণর বা রাজপ্রমুখ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

উল্লিখিত থাকে যে, পাবলিক সারভিস কমিশনের মোটামুটি অর্দ্ধেক সদস্য নিয়োগ লাভের পূর্ব্বে অন্ততঃ দশ বৎসর কাল ভারতসরকার বা কোন রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের অধীনে করিতেছিলেন এমন লোক হওয়া চাই। —অনু—৩১৬ (১)

পাবলিক সারভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দের কার্য্যকাল কার্য্যভার গ্রহণের দিন হইতে ছয় বৎসর অথবা ইউনিয়ন কমিশনের সদস্যের ক্ষেত্রে ৬৫ বৎসর এবং জয়েণ্ট কমিশন বা স্টেট কমিশনের পক্ষে ৬০ বৎসর বয়সের মধ্যে যেটি আগে শেষ হইবে ততদিন। অবশ্য পাবলিক সারভিস কমিশনের কোন সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্টের নিকট এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের নিকট স্বহস্তে লিখিত পত্রে পদত্যাগ করিতে পারেন এবং কোন সদস্যকে ৩১৭ (১) অথবা ৩১৭ (৩) অনুচ্ছেদাংশ অনুযায়ী পদচ্যুত করা যাইতে পারে। —অনু—৩১৬ (২)

পাবলিক সারভিস কমিশনের কোন সদস্যের কার্য্যকাল শেষ হইলে তিনি পুনরায় সদস্যপদ প্রার্থী হইতে পারিবেন না। —অনু—৩১৬ (৩)

৩১৭ (৩) অনুচ্ছেদাংশের বিধানসাপেক্ষভাবে পাবলিক সারভিস কমিশনের

চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশ মতে পদচ্যুত হইতে পারেন যদি প্রেসিডেণ্ট তাঁহাদের কথা সুপ্রীম কোর্টকে জানান এবং সুপ্রীম কোর্ট ১৪৫ অনুচ্ছেদের বিধানানুযায়ী অনুসন্ধান-কার্য্য চালাইয়া রিপোর্ট দেন যে, এইভাবে অভিযুক্ত চেয়ারম্যান বা সদস্যের এক্ষেত্রে পদচ্যুত হওয়া উচিত। —অনু—৩১৭ (১)

এইভাবে সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্ট সুপ্রীম কোর্টের রিপোর্ট অনুযায়ী নির্দ্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট ইউনিয়ন কমিশন অথবা জয়েণ্ট কমিশনের ক্ষেত্রে এবং গভর্ণর বা রাজপ্রমুখ রাষ্ট্রীয় কমিশনের ক্ষেত্রে কমিশনের সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে সাময়িকভাবে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন। —৩১৭ (২)

৩১৭ (১) অনুচ্ছেদাংশে উল্লিখিত বিধানসত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট নিম্নোক্ত কারণে পাবলিক সারভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে পদচ্যুত করিতে পারেন যদি তিনি—(ক) দেউলিয়া বিবেচিত হন; (খ) কার্য্যকালের মধ্যে তাঁহার নিজের কাজ ছাড়া অন্যত্র কোন বেতন ভোগী চাকুরী গ্রহণ করিয়া থাকেন; অথবা (গ) প্রেসিডেণ্ট যদি মানসিক অথবা শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য তাঁহাকে স্বপদে বহাল থাকার অযোগ্য মনে করেন। —অনু—৩১৭ (৩)

ইউনিয়ন কমিশন বা জয়েণ্ট কমিশনের ক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্ট এবং রাষ্ট্রীয় কমিশনের ক্ষেত্রে গভর্ণর বা রাজপ্রমুখ পাবলিক সারভিস কমিশনের সদস্যসংখ্যা ও তাঁহাদের চাকুরীর সর্ত্ত এবং কমিশনের কর্ম্মচারীর সংখ্যা ও তাঁহাদের চাকুরীর সর্ত্ত স্থির করিয়া দিতে পারিবেন। —অনু—৩১৮

পাবলিক সারভিস কমিশন কেন্দ্রীয় চাকুরী ও রাষ্ট্রীয় চাকুরীতে নিয়োগ-কামী প্রার্থীদের পরীক্ষা করিবেন।

বিশেষভাবে নিম্নলিখিত ব্যাপারে ইউনিয়ন পাবলিক সারভিস কমিশন বা রাষ্ট্রীয় পাবলিক সারভিস কমিশনের পরামর্শ লইতে হইবে:—

সকল প্রকার সিভিল সার্ভিস ও অসামরিক সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে; সিভিল সার্ভিসের নিয়োগ নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে এবং পদোন্নতি ও স্থানান্তরকরণের ক্ষেত্রে এবং সরকারী অসামরিক বিভাগীয় চাকুরীতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির নিয়মানুবর্ত্তিতা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে, সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবীর প্রশ্নে অথবা কার্য্যকালে আহত হইবার জন্য পেন্সন লাভের

দাবীর প্রশ্নে। —এই সব ব্যাপারে এবং কেন্দ্রের পক্ষে প্রেসিডেন্ট এবং রাষ্ট্রের পক্ষে গভর্ণর বা রাজপ্রমুখ অন্য কিছু যদি তাঁহাদের নিকট হইতে জানিতে চান,—সেক্ষেত্রে। —অনু—৩২০

পার্লামেন্ট অথবা রাষ্ট্রীয় আইনসভা যথাক্রমে কেন্দ্র বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আইনের সাহায্যে কমিশনের কার্য্য ধারা প্রসারিত করাইতে পারেন। —অনু—৩২১

ইউনিয়ন অথবা স্টেট পাবলিক সারভিস কমিশনের কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি সমেত মোট পরিচালনা ব্যয় যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সমষ্টিগত তহবিল ও রাষ্ট্রীয় সমষ্টিগত তহবিল হইতে আসিবে। —অনু—৩২২

ইউনিয়ন ও স্টেট কমিশন এক বৎসর অন্তর প্রেসিডেন্ট অথবা গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের নিকট তাঁহাদের সারা বৎসরের কাজের রিপোর্ট দিবেন। প্রেসিডেন্ট বা গভর্ণর বা রাজপ্রমুখ এই রিপোর্ট পাইয়া যে সব ক্ষেত্রে কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই সেগুলির সম্পর্কে মন্তব্য লিখিয়া পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে বা রাষ্ট্রের আইনসভায় উপস্থাপিত করিবেন। —অনু—৩২৩

পঞ্চদশ খণ্ড—নির্ব্বাচন

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে ইলেকসান কমিশন বা নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কমিশন নামে উল্লিখিত একটি কমিশনের উপর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ব্বাচনমণ্ডলীর তালিকা প্রস্তুতের এবং পার্লামেন্টের ও প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যবৃন্দের ও প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা সম্পাদন সংক্রান্ত তত্ত্বাবধান, নির্দ্দেশ প্রদান ও নিয়ন্ত্রনের যাবতীয় ভার ন্যস্ত থাকিবে। পার্লামেন্টের অথবা রাষ্ট্রীয় আইনসভার নির্ব্বাচনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ বা বিরোধ মীমাংসাকরী ইলেকসান ট্রাইবিউনাল বা নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিচারালয় গঠনের ভারও এই কমিশনেরই হাতে থাকিবে।—অনু—৩২৪ (১)

ইলেকসন কমিশন

ইলেকসান কমিশনে একজন অধিনায়ক (চিফ ইলেকসন কমিশনার) এবং

প্রেসিডেণ্ট যখন যেরূপ সংখ্যা স্থির করিয়া দিবেন, ততজন সদস্য (ইলেকসন কমিশনার) থাকিবেন। পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনসাপেক্ষভাবে প্রেসিডেণ্ট চিফ কমিশনার ও অন্যান্য ইলেকসন কমিশনারদের নিযুক্ত করিবেন। —অনু ৩২৪ (২)

অন্য কোন কমিশনার এইভাবে নিযুক্ত হইলে চিফ ইলেকসন কমিশনার কমিশনের সভাপতি বা চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করিবেন।—অনু ৩২৪ (৩)

রিজিওনাল কমিশন

লোকসভার বা প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এবং যে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা আছে সেই সভার প্রথম বা প্রত্যেক দ্বৈবার্ষিক নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ইলেকসন কমিশনের পরামর্শক্রমে ৩২৪ (১) অনুচ্ছেদাংশে উল্লিখিত তাঁহাদের কাজে সাহায্যের জন্য প্রেসিডেণ্ট প্রয়োজন বুঝিলে রিজিওনাল কমিশন বা আঞ্চলিক কমিশন গঠন করিতে পারিবেন।—অনু ৩২৪ (৪)

পার্লামেণ্টের বিধানসাপেক্ষভাবে ইলেকসন কমিশনার ও রিজিওনাল কমিশনারদের চাকুরীর সর্ত্ত ও কার্য্যকাল প্রেসিডেণ্ট নিয়মানুযায়ী নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন।

তবে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে যেভাবে পদচ্যুত করা যায়, শুধু সেই ভাবেই চিফ ইলেকসন কমিশনারকে পদচ্যুত করা যাইবে এবং নিয়োগের পরে তাঁহার অসুবিধা হইতে পারে, এমন কোনভাবে তাঁহার চাকুরীর সর্ত্ত পরিবর্ত্তিত হইবে না।

উল্লিখিত থাকে যে, কেবলমাত্র চিফ ইলেকসন কমিশনারের অনুমোদন ব্যতীত কোন ইলেকসন কমিশনারকে বা রিজিওনাল কমিশনারকে বরখাস্ত করা যাইবে না।—অনু—৩২৪ (৫)

নির্ব্বাচকমণ্ডীর তালিকা

পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদের বা রাষ্ট্রীয় আইনসভার যে কোন কক্ষের নির্ব্বাচনের জন্য একটি সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকা প্রস্তুত হইবে এবং এইরূপ তালিকায় বা কোন বিশেষ তালিকায় কোন ব্যক্তির নাম শুধু ধর্ম্ম, লিঙ্গ, জাতি বর্ণ বা ইহাদের যে কোনটির জন্য বাদ পড়িবে না।—অনু—৩২৫

লোকসভায় ও প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোট দানের ভিত্তিতে নির্ব্বাচন হইবে। উপযুক্ত আইনসভা কর্তৃক নির্দ্ধারিত দিনে ২১

বৎসর বয়স হইয়াছে এমন যে কোন ব্যক্তি বসবাস না করার, বিকৃত চিত্তের, অথবা দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী বৃত্তির জন্য বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের হিসাবে বা কোন উপযুক্ত আইনসভার নির্দ্দেশে অযোগ্য না হইলে এই নির্ব্বাচক তালিকাভুক্ত হইয়া নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।—অনু—৩২৬

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিধানসাপেক্ষভাবে পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদের বা কোন রাষ্ট্রীয় আইনসভার যে কোন কক্ষের নির্ব্বাচনসংক্রান্ত সকল ব্যাপারে (নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকা প্রণয়ন, নির্ব্বাচনী এলাকার সীমানির্দ্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট পরিষদ বা কক্ষের গঠনতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত) পার্লামেণ্ট সময় সময় আইনের সাহায্যে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কোন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের এইরূপ কোন ব্যবস্থা না থাকিলে রাষ্ট্রীয় আইনসভাও শাসতন্ত্রের বিধানসাপেক্ষভাবে ইহার কক্ষের বা কক্ষদ্বয়ের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। —অনু—৩২৭—৩২৮

এই শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান সত্ত্বেও—

(ক) নির্ব্বাচনী এলাকার সীমানির্দ্দেশ অথবা এইরূপ এলাকার জন্য আসন বণ্টন সম্পর্কে ৩২৭ এবং ৩২৮ অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত কোন আইনের বৈধতা লইয়া কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা চলিবে না।

(খ) উপযুক্ত আইনসভার আইনে যেভাবে ও যে কর্ত্তৃপক্ষ সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া থাকিবে সেইভাবে এবং সেই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নির্ব্বাচকসংক্রান্ত আবেদন ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে পার্লামেণ্টের কোন পরিষদের বা রাষ্ট্রীয় আইনসভার কোন কক্ষের নির্ব্বাচন সম্পর্কে আপত্তি করা চলিবে না। —অনু—৩২৯

ষোড়শ খণ্ড—কতকগুলি শ্রেণীসম্পর্কে বিশেষ বিধান

তপশিলী সম্প্রদায় ও উপজাতীয়দের আসন সংরক্ষণ

লোক সভায় তপশিলী সম্প্রদায়, আসামের উপজাতীয় এলাকার তপশিলভুক্ত উপজাতি ছাড়া অন্যান্য তপশিলভুক্ত উপজাতি এবং আসামের স্বায়ত্তশাসিত দেশগুলির তপশিলভুক্ত উপজাতি সমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত হইবে।—অনু—৩৩০ (১)

লোকসভায় কোন রাষ্ট্রের মোট অধিবাসীর হিসাবে প্রতিনিধির যে সংখ্যা

নির্দ্ধারিত হইবে, সেই রাষ্ট্রের তপশিল সম্প্রদায় বা তপশীলভুক্ত উপজাতিদের হিস্যাবেও যতদূর সম্ভব তাহারই সমানুপাতিক সংখ্যক আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে। —অনু—৩৩০ (২)

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সুযোগ

৮১ অনুচ্ছেদের যে কোন বিধান সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট যদি মনে করেন যে, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় লোকসভায় উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে নাই, তিনি লোকসভায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় হইতে অনধিক দুজন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবেন। —অনু—৩৩১

আসামের উপজাতীয় এলাকায় তপশিলভুক্ত উপজাতিসমূহ ছাড়া অন্য সর্ব্বপ্রকার উপজাতি ও তপশিলী সম্প্রদায়ের জন্য প্রথম তপশিলের 'ক' ও 'খ' অংশে উল্লিখিত প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদে আসন সংরক্ষিত হইবে। —অনু—৩৩২ (১)

আসামের ব্যবস্থা পরিষদে স্বায়ত্তশাসিত জেলাগুলির জন্য আসন সংরক্ষিত হইবে।—অনু—৩৩২ (২)

প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদে মোট লোকসংখ্যার হিসাবে প্রতিনিধির যে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইবে, তপশিলী সম্প্রদায় ও তপশিলভুক্ত উপজাতিসমূহের প্রতিনিধির সংখ্যায়ও ইহাদের লোকসংখ্যার হিসাবে যতদূর সম্ভব তদনুপাতিক হারই রক্ষিত হইবে।—অনু—৩৩২ (৩)

১৭০ অনুচ্ছেদের যে কোন বিধান সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্রের গভর্ণর বা রাজপ্রমুখ যদি মনে করেন যে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকা দরকার এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় পরিষদে উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে নাই, তিনি যে কজন প্রয়োজন মনে করিবেন, ব্যবস্থা পরিষদে ততজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পারিবেন।—অনু—৩৩৩

আসন সংরক্ষণের মেয়াদ

এই খণ্ডের পূর্ব্বোল্লিখিত যে কোন বিধান সত্ত্বেও লোকসভা ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদে তপশিলী সম্প্রদায় ও তপশিলভুক্ত উপজাতি সমূহের জন্য আসন সংরক্ষণ ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যবস্থা বর্ত্তমানে শাসনতন্ত্র চালু হইবার পরে দশ বৎসর অন্তে আর কার্য্যকরী হইবে না।

উল্লিখিত থাকে যে, লোকসভা বা কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত এই অনুচ্ছেদের বিধানানুযায়ী প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না।—অনু—৩৩৪

শাসনকার্য্যের কর্ম্মদক্ষতা বজায় রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের চাকুরীসমূহে তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত ও তপশিলভুক্ত উপজাতীয় ব্যক্তিদের নিয়োগের দাবী বিবেচনা করা হইবে। —অনু—৩৩৫

চাকুরীর ক্ষেত্রে সুযোগ

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে যেরূপ হইত, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর দুই বৎসর সেই ব্যবস্থানুসারেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় যুক্ত-রাষ্ট্রের অধীনস্থ রেলপথ, শুল্কবিভাগ এবং ডাক ও তার বিভাগের চাকুরীর লাভ করিবে। প্রত্যেক দুইবৎসর অন্তর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য এইভাবে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের সংখ্যার হিসাবে মোটামুটি শতকরা দশভাগ হিসাবে কমান হইবে। তবে এই ব্যবস্থা এমন ভাবে হইবে যাহাতে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার দশ বৎসর পরে এই চাকুরী সংরক্ষণের নীতির সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। অবশ্য উপরোক্ত বিধানের জন্য সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যান্য যে কোন চাকুরীর ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠিতে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের সহিত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের প্রতিযোগিতা করিতে কোন বাধা থাকিবে না।—অনু—৩৩৬

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসর যদি রাষ্ট্র এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য প্রথম তপশিলের 'ক' ও 'খ' অংশে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রকে কোন প্রকার অর্থসাহায্য করিয়া থাকে, সেই সাহায্য বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার পরও প্রথম তিন বৎসর বজায় থাকিবে। ইহার পর প্রত্যেক তিন বৎসরের হিসাবে এই সুবিধা পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের তুলনায় শতকরা দশ ভাগের মত কমান হইবে এবং দশ বৎসর পরে তাহার অবসান ঘটিবে।

উল্লিখিত থাকে যে, কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বার্ষিক যত ছাত্র ভর্ত্তি হয় তাহার শতকরা অন্ততঃ ৪০ ভাগ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন প্রকার সাহায্য পাইবে না।—অনু—৩৩৭

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে তপশিলী সম্প্রদায় ও উপজাতিসমূহের জন্য যে সব রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হইয়াছে সে সম্বন্ধে খোঁজখবর লইবার এবং প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সেগুলির কার্য্যকরিতা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট দিবার কর্ত্তব্যসহ প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক তপশিলী সম্প্রদায় ও উপজাতি সমূহের জন্য একজন বিশেষ পদস্থ কর্ম্মচারী (স্পেশাল অফিসার) নিযুক্ত হইবেন। এই স্পেশাল অফিসারের রিপোর্ট প্রেসিডেন্ট প্রত্যেক পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করিবেন।—অনু—৩৩৮

শাসনতন্ত্র চালু হইবার দশবৎসর পরে এবং ইচ্ছা করিলে তৎপূর্ব্বেও প্রেসিডেন্ট কমিশনের গঠন প্রনালী, ক্ষমতা ও কার্য্যধারা সম্পর্কে এবং তাঁহার মতে অন্যান্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রথম তপশিলের 'ক ও খ অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রসমূহের তপশিলভুক্ত এলাকার শাসনপরিচালনা ও তপশিলভুক্ত উপজাতি সমূহের কল্যাণ সম্পর্কে রিপোর্ট দিবার জন্য একটি কমিশন গঠনের নির্দ্দেশ দিবেন। কেন্দ্রীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষ কোন রাষ্ট্রকে ইহার উপজাতিসমূহের উন্নতিসূচক পরিকল্পনা রচনার এবং সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন।—অনু—৩৩৯

শিক্ষার দিক হইতে ও সামাজিক হিসাবে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য এবং যুক্তরাষ্ট্রকে বা রাষ্ট্রসমূহকে তাহাদের উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করিবার (এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য যুক্ত রাষ্ট্রকে বা কোন রাষ্ট্রকে যদি অর্থসাহায্য করিতে পরমর্শ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সেই অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হইবে ইহাও এই সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত হইবে) জন্য প্রেসিডেন্ট একটি কমিশন নিয়োগের নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। এই কমিশন তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলাফল ও সুপারিশসহ যে রিপোর্ট দিবেন, প্রেসিডেন্ট তাহার একটি অনুলিপি ও এই প্রসঙ্গে সে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলির বর্ণনাসহ একটি স্মারকলিপি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নিকট উপস্থিত করিবেন।—অনু—৩৪০

প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রের সম্পর্কে কোন কোন শ্রেণী উপজাতি বা বর্ণ অথবা ইহাদের ভিতরকার কোন অংশ বা দলকে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের হিসাবে তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মনে করা হইবে, তাহা সরকারীভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে

পারিবেন। রাষ্ট্রের কোন কোন উপজাতি, উপজাতীয় সম্প্রদায় অথবা এই উপজাতি বা উপজাতীয় সম্প্রদায়ের শাখা বা দলকে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের হিসাবে রাষ্ট্রের সম্পর্কে তপশিলভুক্ত উপজাতি মনে করা হইবে তাহাও প্রেসিডেণ্ট সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন। ইহার পর উভয় ক্ষেত্রেই পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে প্রেসিডেণ্টের বিজ্ঞপ্তির তপশিলী সম্প্রদায়সমূহের বা তপশিলভুক্ত উপজাতিগুলির তালিকার সঙ্কোচ অথবা প্রসার করিতে পারেন।—অনু—৩৪১—৪২

সপ্তদশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ—যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা

দেবনাগরী লিপিমালায় লিখিত হিন্দী হইবে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ভাষা। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ব্যাপারে ভারতীয় সংখ্যাসমূহের আন্তর্জ্জাতিক রূপই সংখ্যার রূপ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। —অনু—৩৪৩ (১)

রাষ্ট্রভাষা

৩৪১ (১) অনুচ্ছেদাংশের বিধান সত্ত্বেও বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতের যে সব সরকারী কাজ ইংরেজী ভাষায় নিষ্পন্ন হইত, শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর পনেরো বৎসর সে সব কাজ ইংরেজী ভাষায় হইতে পারিবে।

তবে ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন সরকারী কাজে ইংরেজী ভাষার সহিত হিন্দী ভাষা এবং ভারতীয় সংখ্যার আন্তর্জ্জাতিক রূপের সহিত দেবনাগরী সংখ্যা ব্যবহারের নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন।—অনু—৩৪৩ (২)

এই অনুচ্ছেদের যে কোন বিধান সত্ত্বেও উল্লিখিত পনেরো বৎসরের পর আইনের সাহায্যে পার্লামেণ্ট এই আইনে উল্লিখিত কোন কোন উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাষা ও দেবনাগরী সংখ্যাসমূহ ব্যবহারের বিধান দিতে পারিবেন। —অনু—৩৪৩ (৩)

শাসনতন্ত্র চালু হইবার পাঁচ বৎসর পর এবং তাহার পরে দশ বৎসর পর প্রেসিডেণ্ট একজন চেয়ারম্যান ও অষ্টম তপশিলে উল্লিখিত বিভিন্ন ভাষার

প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকজনকে সদস্য করিয়া একটি কমিশন গঠন করিবেন। —অনু—৩৪৪ (১)

এই কমিশনের কাজ হইবে নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রেসিডেণ্টকে সুপারিশ করা :—

(ক) যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কাজে হিন্দী ভাষার অধিকতর প্রচার;

(খ) যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন অথবা সকল কাজে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার নিয়ন্ত্রন;

(গ) ৩৪৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবহার্য্য ভাষা;

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রের এক বা একাধিক বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য্য সংখ্যার রূপ;

(ঙ) যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ভাষা, যুক্তরাষ্ট্র ও কোন রাষ্ট্রের মধ্যে বা একাধিক রাষ্ট্রীয় মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ভাষা ও ইহার ব্যবহার এবং এই ধরণের অন্য যে সব ব্যাপার প্রেসিডেন্ট কমিশনকে জানাইবেন।—অনু—৩৪৪ (২)

৩৪৪ (২) অনুচ্ছেদাংশ অনুযায়ী সুপারিশ করিবার সময় প্রেসিডেন্ট ভারতের কৃষ্টিগত এবং শিল্প বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং হিন্দী ভাষাভাষী নয়, এমন সব অঞ্চলের অধিবাসীদের সরকারী চাকুরী সম্পর্কিত ন্যায্য দাবী ও স্বার্থ বিবেচনা করিবেন।—অনু—৩৪৪ (৩)

একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটে অনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুযায়ী লোকসভার সদস্যগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত লোকসভা হইতে কুড়ি জন সদস্য ও রাষ্ট্রসভার সদস্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রসভা হইতে দশজন সদস্য—এই ত্রিশজন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটির কাজ হইবে ৩৪৪ (১) অনুচ্ছেদাংশে উল্লিখিত কমিশনের সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করা এবং সে সম্পর্কে নিজেদের অভিমত জানাইয়া প্রেসিডেণ্টকে রিপোর্ট দেওয়া। প্রেসিডেন্ট এই রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া সম্পূর্ণ রিপোর্ট বা রিপোর্টের একাংশ অনুসারে ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিবেন।—অনু—৩৪৪ (৪—৬)

দ্বিতীয় পারচ্ছেদ—আঞ্চলিক ভাষা

৩৪৬ ও ৩৪৭ অনুচ্ছেদের বিধানসাপেক্ষভাবে রাষ্ট্রের আইনসভা আইনের সাহায্যে সেই রাষ্ট্রে প্রচলিত এক বা একাধিক ভাষা অথবা হিন্দীকে রাষ্ট্রের

সর্ব্ববিধ অথবা যে কোন সরকারী কার্য্যে পরিচালনার ভাষারূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন। অবশ্য শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্ব্বে ইংরেজীতে রাষ্ট্রের যেসব সরকারী কাজ চলিত আইনসভা আইনের সাহায্যে অন্যপ্রকার ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের মধ্যে সেইসব কাজ ইংরাজীতেও চলিতে পারিবে। —অনু—৩৪৫

আপাততঃ যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী কাজকর্ম্ম যে ভাষায় চালাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে তাহাই যুক্তরাষ্ট্র ও কোন রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা একাধিক রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হইবে। তবে একাধিক রাষ্ট্র যদি পরস্পর সম্মত হইয়া স্থির করে যে, তাহাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ব্যাপারে সরকারী ভাষা হইবে হিন্দী, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে হিন্দীভাষাই উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। —অনু—৩৪৬

যদি কোন রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য একাংশ তাহাদের মাতৃ ভাষা সম্পর্কে দাবী উত্থাপিত করে এবং প্রেসিডেণ্ট সেই দাবী সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি নির্দ্দেশ দিতে পারেন যে এই মাতৃ ভাষা রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র অথবা যে কোন অংশে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কাজকর্ম্মে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সরকারীভাবে স্বীকৃত হইবে।—অনু—৩৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট প্রভৃতির ভাষা

এই খণ্ডের পূর্ব্বোল্লিখিত যে কোন বিধান সত্ত্বেও পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত কাজকর্ম্ম ইংরেজীতে চলিবে :—

(ক) সুপ্রীমকোর্ট ও প্রত্যেক হাইকোর্টের সকল কার্য্যবিধি ;

(খ) পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদে বা কোন রাষ্ট্রীয় আইনসভার যে কোন কক্ষে সাধারণভাবে বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে উত্থাপনযোগ্য সর্ব্বপ্রকার প্রস্তাব বা বিলের এবং পার্লামেণ্টে বা কোন রাষ্ট্রীয় আইনসভায় গৃহীত

সর্ব্বপ্রকার আইনের বা প্রেসিডেন্ট, গভর্ণর অথবা রাজপ্রমুখ প্রবর্ত্তিত সর্ব্বপ্রকার অর্ডিন্যান্সের এবং বর্ত্তমানে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অথবা পার্লামেণ্টের বা রাষ্ট্রীয় আইনসভার যে কোন আইন অনুযায়ী প্রবর্ত্তিত সকল প্রকার নির্দ্দেশ, নিয়ম, বিধি এবং উপবিধির প্রামাণ্য বা যথার্থ বর্ণনা। —অনু—৩৪৮ (১)

৩৪৮ (১) অনুচ্ছেদাংশের বিধান সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্রের গভর্ণর অথবা রাজপ্রমুখ প্রেসিডেণ্টের সম্মতি লইয়া রাষ্ট্রের সরকারী কাজে ব্যবহৃত হিন্দী অথবা যে কোন ভাষাকে সেই রাষ্ট্রে যাহার প্রধান এলাকা অবস্থিত এমন হাইকোর্টের কার্য্যবিধিতে ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন। তবে এই অনুচ্ছেদাংশের কোন বিধান হাইকোর্টের প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি অথবা নির্দ্দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না। —অনু—৩৪৮ (২)

৩৪৮ (১খ) অনুচ্ছেদাংশের যে কোন বিধান সত্ত্বে যদি কোন রাষ্ট্রের আইনসভা ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় রাষ্ট্রীয় আইনসভার বিল বা আইন, গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের প্রবর্ত্তিত অর্ডিন্যান্স অথবা উক্ত অনুচ্ছেদাংশের শেষাংশে বর্ণিত নির্দ্দেশ বিধি, উপবিধি ইত্যাদিতে চলিবার বিধান দেয়, তাহা হইলে এই সব বিধানাদির বর্ণনা গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের কর্ত্তৃত্বাধীনে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া রাষ্ট্রের সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং ইহাই বর্ত্তমান অনুচ্ছেদ অনুসারে উক্ত বিষয়গুলির ইংরাজী ভাষায় প্রামাণ্য বা যথার্থ বর্ণনা বলিয়া মনে করা হইবে। —অনু—৩৪৮ (৩)

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার সময় হইতে পনেরো বৎসরের মধ্যে ৩৪৮ (১) অনুচ্ছেদাংশে উল্লিখিত কোন বিষয়ে ব্যবহারের জন্য কোন ভাষা সংক্রান্ত কোনরূপ বিল বা সংশোধনী প্রস্তাব প্রেসিডেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত পার্লামেণ্টের কোন কক্ষে উপস্থাপিত হইবে না এবং প্রেসিডেণ্ট এসম্পর্কে কোনরূপ অনুমোদন করিবার পূর্ব্বে ৩৪৪(১) অনুচ্ছেদাংশের বিধানানুযায়ী গঠিত কমিশনের সুপারিশ এবং ৩৪৪(৪) অনুচ্ছেদাংশের বিধানানুযায়ী গঠিত কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। —অনু—৩৪৯

প্রত্যেক ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে বা যে কোন রাষ্ট্রে ব্যবহৃত যে কোন ভাষায় তাহার অনুযোগের প্রতিকারের আশায় যুক্তরাষ্ট্রের বা কোন রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষের বা কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট অভিযোগ করিতে পারিবে। —অনু—৩৫০

যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হইবে হিন্দী ভাষার প্রসার ও উন্নতি করা।—অনু—৩৫১

অষ্টাদশ খণ্ড—সঙ্কটকালীন বিধান

জরুরী অবস্থার ঘোষণা

যদি প্রেসিডেন্টের বিশ্বাস হয় যে, যুদ্ধ বহিরাক্রমণ অথবা আভ্যন্তরীণ অশান্তি যে কারণেই হউক, সত্যই এমন একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে ভারতের বা ইহার কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে তিনি একথা ঘোষণা করিয়া ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন। —অনু—৩৫২ (১)

উপরোক্ত ঘোষণাপত্র পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত ঘোষণা পত্রের দ্বারা বাতিল হইতে পারে। ঘোষণাপত্রটি উভয় পরিষদে উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ যদি ইতিমধ্যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ইহা সমর্থন না করে তাহা হইলে ইহা দুই মাসের বেশী কার্য্যকরী হইবে না।

যদি এইসময় লোকসভা ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্রসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর পুনর্গঠিত লোকসভার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে লোকসভায় ইহা সমর্থিত হওয়া চাই, অন্যথায় এই ত্রিশ দিন অন্তে ঘোষণাটি অকার্য্যকরী হইবে।—অনু—৩৫২ (২)

যদি প্রেসিডেন্ট বিপদ আসন্ন মনে করেন, তাহা হইলে প্রকৃত যুদ্ধ বহিরাক্রমণ বা আভ্যান্তরীণ অশান্তির পূর্ব্বেও তিনি সঙ্কটকালীন ঘোষণাপত্র প্রকাশ দ্বারা ঘোষণা করিতে পারেন যে, ভারত অথবা ইহার যে কোন অংশ যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ অশান্তির সম্মুখীন হইয়াছে। —অনু—৩৫২ (৩)

জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রের ব্যাপারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ

যখন জরুরী অবস্থা ঘোষিত থাকিবে তখন শাসতন্ত্রের যে কোন বিধান সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ যে কোন রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন এবং এই সময় পার্লামেন্ট যে কোন বিষয় সম্পর্কে আইন করিতে পারিবেন। পার্লামেন্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের বা যুক্তরাষ্ট্রের পদস্থ কর্ম্মচারীদের হাতে এইসময় যে কোন বিষয়ের ক্ষমতা দিয়া ও কর্ত্তব্য আরোপ করিয়া অথবা তাঁহাদের এই ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যভার হস্তান্তরিত করিবার অধিকার দিয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারেন এবং এইরূপ কোন বিষয় যদি কেন্দ্রীয় তালিকা (ইউনিয়ন লিষ্ট) বহির্ভূত হয়, তাহাতেও কিছু আসিয়া যাইবে না।—অনু—৩৫৩

এই জরুরী অবস্থা চলিতে থাকার সময় প্রেসিডেণ্ট যে ভাবে মনে করিবেন সেই ভাবে প্রচলিত রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থার সাময়িক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নির্দ্দেশ জারী করিতে পারিবেন। প্রেসিডেণ্টের এইরূপ প্রত্যেক নির্দ্দেশ যতশীঘ্র সম্ভব পালামেণ্টের উভয় কক্ষে উপস্থাপিত হইবে। অনু—৩৫৪

প্রত্যেক রাষ্ট্রকে বহিরাক্রমণ ও অভ্যন্তরীন অশান্তি হইতে রক্ষা করা যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। তাছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা যাহাতে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী চলে যুক্তরাষ্ট্রকে তাহাও নিশ্চিত করিতে হইবে। —অনু—৩৫৫

কোন রাষ্ট্রের গভর্ণর অথবা রাজপ্রমুখের নিকট হইতে রিপোর্ট পাইয়া অথবা অন্যভাবে প্রেসিডেণ্টের যদি বিশ্বাস জন্মে যে, অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে সেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী চলা অসম্ভব, সেক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্ট ঘোষণাপত্র জারী করিয়া—

সেই রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃপক্ষের সকল কার্য্যভার এবং গভর্ণর অথবা রাজ-প্রমুখের অথবা রাষ্ট্রীয় আইনসভা ব্যতীত রাষ্ট্রের যে কোন কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত যে কোন ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন;

ঘোষণা করিতে পারেন যে, সেই রাষ্ট্রের আইনসভার ক্ষমতা সমূহ পার্লামেণ্টের দ্বারা অথবা অধীনে ব্যবহৃত হইবে;

এই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রেসিডেণ্ট যেভাবে প্রয়োজন মনে করিবেন সেই ভাবে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট রাষ্ট্রের যে কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ত্তৃপক্ষ সম্পর্কিত বিধানসমূহের কার্য্যকরিতা সমগ্র ভাবে অথবা আংশিক ভাবে স্থগিত করা সমেত প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বা আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

তবে এসকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট হাইকোর্টের হস্তে ন্যস্ত অথবা হাইকোর্টের পক্ষে প্রাযোজ্য কোন প্রকার ক্ষমতা স্বহস্তে লইতে পারিবেন না এবং বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে হাইকোর্ট সম্পর্কে যে সব বিধান আছে, সেগুলির কোনটার কার্য্যকরিতাই সমগ্রভাবে অথবা আংশিকভাবে তিনি স্থগিত করিতে পারিবেন না। (ইহার পরের অংশ ৩৫২ (২) অনুচ্ছেদাংশের অনুরূপ।)

পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ যথারীতি সমর্থন করিলে এবং নূতন জারীকৃত ঘোষণাপত্রের দ্বারা পুরাতন ঘোষণাপত্র ইতিমধ্যে বাতিল না হইয়া গেলে,

ঘোষণাপত্রের পরমায়ু উভয় পরিষদে প্রতিবারের সমর্থনের ফলে ছয়মাস করিয়া বাড়িবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই ঘোষণা পত্রটির মেয়াদ তিনবৎসরের বেশী হইবেন না। —অনু—৩৫৬

যদি ৩৫৬ (১) অনুচ্ছেদাংশ অনুসারে কোন ঘোষণাপত্র জারী করিয়া কোন রাষ্ট্রের আইনসভার ক্ষমতা পার্লামেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীন করা হয়, তাহা হইলে—

পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রে আইনসভার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেণ্ট তাঁহার বিবেচনামত সর্ত্তসাপেক্ষভাবে অন্য যে কোন কর্ত্তৃপক্ষের হাতে এই ক্ষমতা দিতে পারিবেন। এইভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত সকলেই যুক্তরাষ্ট্র অথবা ইহার কর্ত্তৃপক্ষ ও পদস্থ কর্ম্মচারীর হাতে ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যভার অর্পন করিতে এবং এইসব অন্যকে হস্তান্তরিত করিবার অধিকার দিতে পারিবেন।

লোকসভার অধিবেশন চলিতে না থাকিলে প্রেসিডেণ্ট এইরূপ ব্যয়ের জন্য পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষভাবে রাষ্ট্রের সমষ্টিগত তহবিল হইতে অর্থব্যয় করিবার নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন।—অনু—৩৫৭ (১)

পার্লামেণ্ট প্রেসিডেণ্ট, বা যে কোন কর্ত্তৃপক্ষ যাঁহারাই ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষিত না হইলে রাষ্ট্রের হইয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের কৃত আইনের কার্য্যকরিতা এই অক্ষমতার হিসাবে জরুরী অবস্থা শেষ হইবার এক বৎসর অন্তে শেষ হইবে। তবে ইতিমধ্যে উপযুক্ত আইনসভা আইন প্রণয়ন করিয়া উক্ত আইন বাতিল করিতে অথবা সংশোধন সহ বা ব্যতিরেকে পুনরায় বিধিবদ্ধ করিতে পারেন। —অনু—৩৫৭ (২)

জরুরী অবস্থা ঘোষিত থাকিবার সময় প্রেসিডেণ্ট আদেশ পত্র জারী করিয়া ঘোষণা করিতে পারেন যে, আদেশপত্রে উল্লিখিত তৃতীয় খণ্ডে প্রদত্ত কোন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন আদালতের শরণগ্রহণ ও এসম্পর্কে আদালতের সমস্ত কার্য্যবিধি ঘোষণাপত্র যতদিন কার্য্যকরী থাকিবে ততদিনের জন্য অথবা আদেশ-পত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত রহিল।—অনু—৩৫৯ (১)

জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকারের নীতি

এইরূপ আদেশ সারা ভারতে বা ভারতের যে কোন অংশে কার্য্যকরী হইতে পারিবে।—অনু—৩৫৯ (২)

৩৫৯ (১) অনুচ্ছেদাংশ অনুসারে জারীকৃত যে কোন আদেশ যথাসত্বর পার্লামেণ্টের প্রত্যেক পরিষদে উপস্থাপিত করিতে হইবে। —অনু—৪৫৯ (৩)

যদি প্রেসিডেণ্টের বিশ্বাস জন্মায় যে, এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যাহার ফলে ভারতের বা ইহার কোন অংশের আর্থিক ভিত্তির দৃঢ়তা বা আর্থিক সম্ভ্রম বিপন্ন হইতে পারে, সেক্ষেত্রে তিনি ঘোষণাপত্রে একথা ঘোষণা করিতে পারেন।—অনু—৩৬০ (১)

৩৫২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জারীকৃত জরুরী অবস্থার ঘোষণাপত্র সম্পর্কে যেমন ৩৫২ (২) অনুচ্ছেদাংশ প্রযোজ্য, সেইরূপ এই অনুচ্ছেদাংশ বর্ত্তমান অনুচ্ছেদের ঘোষণাপত্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য। —অনু—৩৬০ (২)

৩৬০ (১) অনুচ্ছেদাংশে উল্লিখিত ঘোষণা চলিতে থাকার কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ কোন রাষ্ট্রকে কোন নির্দ্দেশে দিয়া এই নির্দ্দেশে উল্লিখিত আর্থিক স্বাতন্ত্র সম্পর্কিত কতকগুলি নীতি মানিতে বলিতে পারেন এবং প্রেসিডেণ্ট এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত মনে করেন এমন আরও যে কোন নির্দ্দেশ দিতে পারেন।—অনু—৩৬০ (৩)

এই শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান সত্ত্বেও—

(ক) এইরূপ কোন নির্দ্দেশে রাষ্ট্রের অধীনে কর্ম্মরত সমস্ত অথবা বিশেষ কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির কথা থাকিতে পারে এবং যে সব মনি বিল বা অন্যপ্রকার বিল সম্পর্কে ২০৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য তাহা রাষ্ট্রের আইনসভায় পাশ হইবার পরও প্রেসিডেণ্টের বিবেচনার জন্য আটক রাখিবার ব্যবস্থা থাকিতে পারে।

(খ) বর্ত্তমান অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঘোষণা পত্র কার্য্যকরী থাকিবার মত যে কোন সময়ে প্রেসিডেণ্ট এমন নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন যাহাতে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সমেত কেন্দ্রের কাজ কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের বা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের বেতন ও ভাতা কমান যাইবে। —অনু—৩৬০ (৪)

ঊনবিংশ খণ্ড—বিবিধ

প্রেসিডেন্ট, গভর্ণর বা রাজপ্রমুখকে তাঁহার আসনসম্পর্কিত কোন প্রকার ক্ষমতার ব্যবহার ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের জন্য এবং এই সব ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য ব্যবহার বা পালন সম্পর্কিত তাঁহার বা তাঁহার অভিপ্রায় প্রসূত কোন কাজের জন্য কোন আদালতের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না।

তবে ৬১ অনুচ্ছেদ অনুসারে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত কোন আদালত, বিচারালয় বা প্রতিষ্ঠানে প্রেসিডেন্টের আচরণ সমালোচিত হইতে পারে।

অবশ্য এখানে এমন কিছু বলা হইতেছে না যাহাতে যে কোন ব্যক্তির বিধিসঙ্গতভাবে ভারতসরকার বা কোন রাষ্ট্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের অধিকার সঙ্কুচিত হইতে পারে।—অনু—৩৬১ (১)

কোন প্রেসিডেন্ট, গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের বিরুদ্ধে তাঁহার কার্য্যকালের মধ্যে কোন আদালতে কোন ফৌজদারী মামলা আনা চলিবে না।—অনু- ৩৬১ (২)

কোন আদালত কোন প্রেসিডেন্ট, গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের বিরুদ্ধে তাঁহার কার্য্যকালের মধ্যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিবে না বা প্রেসিডেন্ট, গভর্ণর অথবা রাজপ্রমুখকে দণ্ডিত করিবে না।—অনু—৩৬১ (৩)

এই শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান সত্ত্বেও সরকারীভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়া এবং সেই বিজ্ঞপ্তিতে তারিখ উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট নির্দ্দেশ দিতে পারেন যে, এই তারিখ হইতে পার্লামেন্টের বা কোন রাষ্ট্রের আইনসভার কোন আইন কোন প্রধান বন্দর (পার্লামেন্টের আইনে বা প্রচলিত কোন আইনে যে বন্দর প্রধান বন্দররূপে ঘোষিত) বা বিমানক্ষেত্র সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না, অথবা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সংশোধন ও পরিবর্জ্জনসাপেক্ষ ভাবে প্রযোজ্য হইবে। —অনু—৩৬৪

যদি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের কোন বিধানানুযায়ী কোন রাষ্ট্রকে কোন নির্দ্দেশ মানিতে বা কার্য্যকরী করিতে বলা সত্ত্বেও রাষ্ট্র তাহা না করে, তাহা হইলে প্রেসিডেন্টের একথা ধরিয়া লওয়া বৈধ হইবে যে, এমন

এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী চলিতে পারে না।—অনু—৩৬৫

পূর্ব্বাপর সম্বন্ধে অন্য কিছু না বুঝাইলে ৩৭২ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাধারণ সংশোধন বা সংযোজন সাপেক্ষভাবে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ প্রকরণ বিষয়ক আইন (জেনারেল ক্লসেস এ্যাক্ট, ১৮৯৭) ভারতীয় ডোমিনিয়নের আইনসভার কোন আইনের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যে ভাবে প্রয়োজ্য হইয়াছে, অনুরূপভাবেই বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রযোজ্য হইবে। —অনু—৩৬৭ (১)

এই শাসনতন্ত্রে যখনই পার্লামেণ্টের বা প্রথম তপশিলের 'ক' ও 'খ' অংশে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের আইসভার আইনের বিষয় উল্লিখিত হইবে, তখনই ইহার মধ্যে যথাক্রমে প্রেসিডেণ্ট কৃত অর্ডিন্যান্স এবং গভর্ণর বা রাজপ্রমুখ কৃত অর্ডিন্যান্সও ধরিতে হইবে। —অনু—৩৬৭ (২)

এই শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রের অর্থ ভারত ব্যতীত যে কোন রাষ্ট্র : তবে পার্লামেণ্টের যে কোন আইনসাপেক্ষভাবে প্রেসিডেণ্ট নির্দ্দেশ জারী করিয়া এবং সেই নির্দ্দেশে উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানাইয়া কোন রাষ্ট্রকে 'বিদেশী রাষ্ট্র নহে' বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। —অনু—৩৬৭ (৪)

বিংশ খণ্ড

শাসনতন্ত্রের সংশোধন

এই শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হইলে এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের যে কোন পরিষদে একটি বিল আনিতে হইবে এবং পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে মোট সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে এবং উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে বিলটি গৃহীত হইলে তাহা প্রেসিডেণ্টের সম্মতির জন্য তাঁহার কাছে পাঠাইতে হইবে। প্রেসিডেণ্ট যদি এই অবস্থায় বিলে সম্মতি দেন, তাহা হইলেই বিলে বর্ণিত সর্ত্ত অনুযায়ী শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইবে।

উল্লিখিত থাকে যে, এইরূপ সংশোধন নিম্নলিখিত অংশসমূহ সম্পর্কে আনিতে হইলে—

(ক) ৫৪, ৫৫, ৭৩, ১৬২ অথবা ২৪১ অনুচ্ছেদ ; অথবা

(খ) পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদ, একাদশ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ অথবা

(গ) সপ্তম তপশিলের যে কোন তালিকা ; অথবা

(ঘ) পার্লামেণ্টে রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিত্ব, অথবা

(ঙ) বর্ত্তমান অনুচ্ছেদের বিধান,—

—প্রথম তপশিলের 'ক' ও 'খ, অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলির অন্ততঃ অর্দ্ধেকের আইনসভায় এ সম্পর্কে সমর্থনসূচক প্রস্তাব পাশ করিয়া এরূপ সংশোধনের ব্যবস্থাকারী বিলটি প্রেসিডেণ্টের নিকট সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই সংশোধন প্রস্তাবটিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে।—অনু—৩৬৮

একবিংশ খণ্ড

সাময়িক ও পরিবর্ত্তনীয় বিধান

এই শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান সত্ত্বেও শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর পাঁচবৎসর পার্লামেণ্টের নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে সহগামী তালিকাভুক্ত (কনকারেণ্ট লিষ্ট) বিষয়ের অনুরূপ করিয়া লইয়া আইন প্রণয়নের অধিকার থাকিবে :—

(ক) তূলা ও পশমের বস্ত্রাদি, কাঁচাতুলা, তূলা বীজ, কাগজ, খাদ্যদ্রব্য, গবাদি পশুর খাদ্য, কয়লা লৌহ ও ইস্পাত এবং অভ্রের উৎপাদন যোগান ও বণ্টন সহ রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা বানিজ্য,

(খ) উপরোক্ত 'ক' অংশে উল্লিখিত কোন বিষয়ে প্রণীত আইন সম্পর্কে অপরাধ, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অপর আদালতের এ সম্পর্কে ক্ষমতা ও অধিকারসীমা, এ সব বিষয় সম্পর্কে ফি বা দর্শনী (আদালতের ফি ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়),

কিন্তু এই অনুচ্ছেদের বিধান ছাড়া যে আইন প্রণয়নে পার্লামেণ্টের অধিকার নাই, পার্লামেণ্ট যেরূপ কোন আইন করিলে উক্ত অনধিকারের হিসাবে ইতিমধ্যে অন্য কোন ব্যাবস্থা না হইলে পূর্ব্ব উল্লিখিত পাঁচ বৎসর অন্তে ইহার কার্য্যকরিতার অবসান ঘটিবে। —অনু—৩৬৯

৩৯৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বাতিল করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও শাসনতন্ত্রের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষভাবে, শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতে যে সমস্ত আইন চালু ছিল, কোন উপযুক্ত আইন-সভা বা কোন উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সংশোধিত বা বাতিল না হওয়া পর্য্যন্ত সেগুলি কার্য্যকরী থাকিবে।—অনু-২৭২

নিরাপত্তা মুখে কয়েদ সম্পর্কে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা

২২ (৭) অনুচ্ছেদাংশ অনুযায়ী পার্লামেণ্ট যতদিন ব্যবস্থা না করেন ততদিন অথবা শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর একবৎসর,—ইহাদের মধ্যে যে সময়টি আগে শেষ হইবে, সেই সময় পর্য্যন্ত উক্ত অনুচ্ছেদের (২২) কার্য্যকরিতা রক্ষার জন্য 'প্রেসিডেণ্ট' শব্দটি ২২ (৪) ও ২২ (৭) অনুচ্ছেদাংশের 'পার্লামেণ্ট' শব্দের এবং 'প্রেসিডেণ্ট-কৃত কোন আদেশ' শব্দগুলি 'পার্লামেণ্ট-কৃত কোন আইন' শব্দ কয়টির স্থলাভিষিক্ত হইবে।—অনু-৩৭৩

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ফেডারেল কোর্টে যাঁহারা বিচারপতি ছিলেন, অন্যত্র চলিয়া না গেলে তাঁহারা শাসনতন্ত্র সুরু হইবার সময় হইতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইবেন এবং এইভাবে তাঁহারা ১২৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বেতন, ভাতা এবং ছুটি, পেন্সন ইত্যাদি সম্পর্কে অধিকার ভোগ করিবেন।—অনু-৩৭৪ (১)

শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার সময় ফেডারেল কোর্টে যে সব আপীল এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা অমীমাংসিত ছিল, সেগুলি এখন সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা বিবেচিত ও মীমাংসিত হইবে এবং আগে ফেডারেল কোর্ট যে সব নির্দ্দেশ বা রায় দিয়াছিলেন, সেগুলির ক্ষমতা ও কার্য্যকরিতা হইবে সুপ্রীম কোর্টের প্রদত্ত নির্দ্দেশ বা রায়ের মত।—অনু-৩৭৪ (২)

এই অনুচ্ছেদের কিছুর দ্বারাই সপরিষদ সম্রাট প্রদত্ত কোন আপীল, আবেদন বা নির্দ্দেশ সম্পর্কিত কোন বিধান ভারতের যে কোন আদালতের রায়, ডিক্রি বা নির্দ্দেশ সম্পর্কে অসিদ্ধ হইয়া যাইবে না এবং বর্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার পরও ক্ষমতাবলে এগুলির এমন কার্য্যকারিতা থাকিবে যেন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ক্ষমতাবলে সুপ্রীমকোর্ট কর্ত্তৃক এগুলি প্রদত্ত হইয়াছে।
—অনু-৩৭৪ (৩)

শাসনতন্ত্র চালু হইবার সময় হইতে প্রথম তপশীলের 'খ' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলির উপর প্রিভি কাউন্সিলের ক্ষমতার এবং এই রাষ্ট্রের আপীল ও আবেদন অথবা ইহার যে কোন আদালতের রায়, ডিক্রি ও অন্যান্য নির্দ্দেশ বিচারে প্রিভি কাউন্সিলের ক্ষমতার অবসান ঘটিল এবং আগে এ সম্পর্কে প্রিভি কাউন্সিলের যে এলাকা বা অধিকার ছিল এখন তাহা সুপ্রীম কোর্টকে বর্ত্তাইবে।—অনু-৩৭৪ (৪)

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিধানসাপেক্ষ ভাবে ভারতের সর্ব্বস্থানের সকল দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব সম্পর্কিত আদালত, কর্ত্তৃপক্ষ (সরকারী) এবং বিচারবিভাগীয়, শাসন বিভাগীয় বিধিব্যবস্থা নির্ব্বাহ সম্পর্কিত সমস্ত পদস্থ কর্ম্মচারী নিজ নিজ কাজ চালাইয়া যাইবে।—অনু-৩৭৫

ভারত ডোমিনিয়নের গণপরিষদ যে ব্যক্তিকে ভারতের প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন করিবেন, তিনিই পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ অনুযায়ী নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট রূপে কাজ করিয়া যাইবেন।—অনু-৩৮০ (১)

ভারত ডোমিনিয়নের গণপরিষদের দ্বারা নির্ব্বাচিত এইরূপ প্রেসিডেণ্টের পদ মৃত্যু, পদত্যাগ, পদচ্যুতি, অথবা অন্য কোন কারণে শূন্য হইলে সেই শূন্যপদ ৩৭৯ অনুচ্ছেদের বিধানানুযায়ী কার্য্যরত অস্থায়ী পার্লামেণ্টের দ্বারা তদুদ্দেশ্যে নির্ব্বাচিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ণ হইবে। যতদিন এইরূপ কেহ নির্ব্বাচিত না হন, ততদিন ভারতের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেণ্টের কাজ চালাইয়া যাইবেন।—অনু-৩৮০ (২)

প্রেসিডেণ্ট বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যাঁহাদের তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে নিযুক্ত করিবেন তাঁহাদের নিয়োগ না হওয়া পর্য্যন্ত—শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্ব্বেকার ভারতীয় ডোমিনিয়নের মন্ত্রীরাই প্রেসিডেণ্টের মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে কাজ চালাইয়া যাইবেন।—অনু-৩৮১

যতদিন পর্য্যন্ত প্রথম তপশীলের 'ক' অংশে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রে আইন-সভার কক্ষ বা কক্ষদ্বয় যথাযথভাবে গঠিত না হয় এবং বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম অধিবেশন আহূত না হয়, ততদিন শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক আইনসভার কক্ষ বা কক্ষদ্বয় উক্ত রাষ্ট্রীয় আইনসভার শাসনতন্ত্র প্রদত্ত ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যাদিসহ কাজ চালইয়া

যাইবেন। (এই আইনসভার ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের এবং ব্যবস্থাপক সভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের অবস্থাও অনুরূপ হইবে।)—অনু-৩৮২

শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যিনি কোন প্রদেশের গভর্ণর হিসাবে কাজ করিতেছিলেন, তিনিই শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার পর প্রথম তপশিলের 'ক' অংশে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র যতদিন ষষ্ঠ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বিধানানুষায়ী নূতন নিযুক্ত না হন. ততদিন গভর্ণর হিসাবে কাজ করিবেন।—অনু-৩৮৩

কোন রাষ্ট্রের গভর্ণর বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য মনোনীত না করা পর্য্যন্ত শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার সংশ্লিষ্ট প্রদেশের মন্ত্রীরা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে কাজ করিবেন।—অনু-৩৮৪

প্রথম তপশিলের 'খ' অংশে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের আইনসভার কক্ষ বা কক্ষদ্বয় যতদিন যথাযথভাবে গঠিত না হইবে এবং বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ইহার প্রথম অধিবেশন আহূত না হইবে, ততদিন শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যের আইনসভা হিসাবে যে প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছিল. তাহাই উক্ত রাষ্ট্রীয় আইনসভার শাসনতন্ত্র প্রদত্ত আইনসভার কক্ষ বা কক্ষদ্বয়ের ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ইত্যাদি সহ কাজ চালাইয়া যাইবে।—অনু-৩৮৫

৩৮৬ অনুচ্ছেদের প্রথম তপশিলের 'খ' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রের রাজপ্রমুখের মন্ত্রিসভা সম্পর্কে অস্থায়ী ব্যবস্থা ৩৮৪ অনুচ্ছেঁদের ব্যবস্থার অনুরূপ। —অনু ৩৮৬

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার তিন বৎসরের মধ্যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কোন নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতের বা ভারতের যে কোন অংশের লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণের সময়, শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান সত্ত্বেও, প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দিষ্ট রীতিতেই তাহা স্থিরীকৃত হইবে। এই নির্দ্দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জন্য এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে।—অনু ৩৮৭

যদি এই শাসনতন্ত্র গৃহীত ও কার্য্যকরী হইবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে ১৯৩৫

খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন অনুসারে কোন ব্যবস্থা করিতে হয় এবং প্রেসিডেণ্ট মনে করেন যে এজন্য প্রথম অথবা চতুর্থ তপশিলের কোন সংশোধন করা দরকার, সেক্ষেত্রে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট এইরূপ সংশোধনের নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেণ্ট যেরূপ মনে করিবেন এই নির্দ্দেশে সেইরূপ পরিপূরক, প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা থাকিবে।—অনু ৩৯১

শাসনতন্ত্রের সাময়িক পরিবর্ত্তন

কোন অসুবিধা, বিশেষভাবে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের বিধান হইতে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিধানে সরিয়া আসিবার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক দেখা দিলে, সেগুলি দূর করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট নির্দ্দেশ দিতে পারেন যে, এই নির্দ্দেশে লিখিত সময়ের জন্য বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রই তাঁহার মতে প্রয়োজনীয় বা যুক্তিসঙ্গত পরিবর্ত্তন, সংযোজন বা পরিবর্জ্জন দ্বারা সমীকৃত হইয়া কার্য্যকরী হইবে।

তবে পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অনুযায়ী বিধিসঙ্গতভাবে গঠিত পার্লামেণ্টের প্রথম বৈঠকের পর এইরূপ কোন নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইবে না।

—অনু ৩৯২ (১)

৩৯২ (১) অনুচ্ছেদাংশ অনুযায়ী প্রদত্ত প্রত্যেক নির্দ্দেশ পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিতে হইবে।—অনু ৩৯২ (২)

আলোচ্য অনুচ্ছেদ, ৩২৪ অনুচ্ছেদ, ৩৬৭ (৩) অনুচ্ছেদাংশ এবং ৩৯১ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রেসিডেণ্টকে যে সব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল সেগুলি ভোগ করিবেন।—অনু ৩৯২ (৩)

দ্বাবিংশ খণ্ড

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা, কার্য্যারম্ভ ও বাতিল ব্যবস্থা

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রকে **ভারতের শাসনতন্ত্র** বলা চলিবে।—অনু—৩৯৩

এই অনুচ্ছেদ এবং ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ৬০, ৩২৪, ৩৬৬,* ৩৬৭, ৩৭৯,† ৩৮০, ৩৮৮,‡ ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩ অনুচ্ছেদ অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে এবং শাসনতন্ত্রের বাকী বিধান ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী হইতে কার্য্যকরী হইবে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের এই ২৬শে জানুয়ারী বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার তারিখ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।—অনু ৩৯৪

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন এবং ইহার সংশোধন ও পরিপূরণসূচক সমস্ত আইন (১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রিভি কাউন্সিলের এলাকা সংক্রান্ত আইন বা প্রিভি কাউন্সিল জুরিসডিকসন এ্যাক্ট, ১৯৪৯, ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়) এতদ্দ্বারা বাতিল হইল। – অনু ৩৯৫

---

* ৩৬৬ অনুচ্ছেদে শাসনতন্ত্রে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

† ৩৭৯ অনুচ্ছেদে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে গঠিত পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন পর্য্যন্ত শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার ভারত ডোমিনিয়নের গণপরিষদকে পার্লামেন্টের ক্ষমতাদিসহ অস্থায়ী পার্লামেন্টরূপে কাজ চালাইয়া যাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার এ ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে পার্লামেন্টের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকাররূপে কাজ করিবেন।

‡ ৩৮৮ অনুচ্ছেদে শাসনতন্ত্র অনুসারে পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রীয় আইনসভা গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত অস্থায়ী পার্লামেন্ট বা অস্থায়ী রাষ্ট্রীয় আইনসভার কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে তাহা কিভাবে পূর্ণ হইবে সেই বিধান দেওয়া হইয়াছে। পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে ইহা হইবে প্রেসিডেন্টের বিধান অনুসারে এবং এই বিধান না পাওয়া গেলে শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বের ভারত ডোমিনিয়নের গণপরিষদের শূন্য সদস্যপদ পূরণের নীতি আগে পরিষদের সভাপতি ও বর্ত্তমানে ভারতের প্রেসিডেন্টের দ্বারা যেভাবে সংশোধিত হইয়াছে, সেইভাবে এই পদপূরণের নীতি হইবে। কোন রাষ্ট্রের অস্থায়ী আইনসভার শূন্য সদস্যপদ শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার সংশ্লিষ্ট প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের আইনসভার শূন্য সদস্যপদ পূরণের যে নীতি ছিল, প্রেসিডেন্টের অনুমোদন বা সংশোধন সাপেক্ষভাবে সেই নীতি অনুসারেই পূরণ হইবে।

প্রথম তপশিল

'ক' অংশ

রাষ্ট্রের নাম	পূর্ব্ববতন প্রদেশের নাম
১। আসাম	আসাম
২। বিহার	বিহার
৩। বোম্বাই	বোম্বাই
৪। মধ্যপ্রদেশ	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার
৫। মাদ্রাজ	মাদ্রাজ
৬। উড়িষ্যা	উড়িষ্যা
৭। পাঞ্জাব	পূর্ব্ব পাঞ্জাব (ইষ্ট পাঞ্জাব)
৮। যুক্তপ্রদেশ (ইউনাইটেড প্রভিন্সেস)	যুক্তপ্রদেশ (ইউনাইটেড প্রভিন্সেস)
৯। পশ্চিমবঙ্গ (ওয়েষ্ট বেঙ্গল)	পশ্চিম বঙ্গ (ওয়েষ্ট বেঙ্গল)

'খ' অংশ

রাষ্ট্রের নাম

১। হায়দারাবাদ
২। জম্মু ও কাশ্মীর
৩। মধ্য-ভারত
৪। মহীশূর
৫। পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব-পাঞ্জাব সংরাষ্ট্র
৬। রাজস্থান
৭। সৌরাষ্ট্র
৮। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন
৯। বিন্ধ্যপ্রদেশ

'গ' অংশ

রাষ্ট্রের নাম

১। আজমীর
২। ভূপাল
৩। বিলাসপুর
৪। কুচবিহার
৫। কুর্গ
৬। দিল্লী
৭। হিমাচল প্রদেশ
৮। কচ্ছ
৯। মণিপুর
১০। ত্রিপুরা

'ঘ' অংশ

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

দ্বিতীয় তপশিল

'ক' অংশ

এই অংশে প্রেসিডেণ্টের ও প্রথম তপশিলের 'ক' অংশের রাষ্ট্রসমূহের গভর্ণরদের অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন বেতন ও ভাতার কথা আছে। প্রেসিডেণ্ট মাসিক ১০ হাজার টাকা ও কোন রাষ্ট্রের গভর্ণর মাসিক ৫,৫০০ টাকা বেতন পাইবেন। এছাড়া তাঁহারা যথাক্রমে শাসনতন্ত্র চালু হইবার আগেকার ভারতীয় ডোমিনিয়ন ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের অনুরূপ ভাতা ও সুযোগ সুবিধা পাইবেন। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট বা কোন ব্যক্তি প্রেসিডেণ্টের কাজ করিলে তিনি প্রেসিডেণ্টের এবং কোন ব্যক্তি গভর্ণরের কাজ করিলে তিনি গভর্ণরের জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতন, ভাতা, সুবিধা ইত্যাদি ভোগ করিবেন।

'খ' অংশ

এই অংশে কেন্দ্রের এবং প্রথম তপশিলের 'ক' ও 'খ' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলির মন্ত্রীদের অন্তর্ব্বর্তীকালীন বেতন ও ভাতার কথা আছে। এইরূপ মন্ত্রীরা যথাক্রমে শাসনতন্ত্র সুরু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বের ভারতীয় ডোমিনিয়নের অথবা পূর্ব্বতন ভারতীয় প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীদের অনুরূপ বেতন ও ভাতা পাইবেন।

'গ' অংশ

এই অংশে লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকার, রাষ্ট্রসভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান, প্রথম তপশিলের 'ক' অংশে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার এবং এইরূপ কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের অন্তর্ব্বর্তীকালীন বেতন ও ভাতার কথা আছে। লোকসভার স্পীকার ও রাষ্ট্র সভার চেয়ারম্যান* শাসনতন্ত্র চালু হইবার আগেকার ভারতীয় ডোমিনিয়নের গণপরিষদের স্পীকারের অনুরূপ এবং লোকসভার ডেপুটি স্পীকার ও রাষ্ট্রসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান উক্ত গণপরিষদের ডেপুটি স্পীকার অনুরূপ বেতন ও ভাতা পাইবেন। প্রথম তপশিলের 'ক' অংশে উল্লিখিত কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা

* ভারতের ভাইস-প্রেসিডেণ্টই পদাধিকার বলে রাষ্ট্রসভার চেয়ারম্যান।

পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার এবং ব্যবস্থাপক সভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান পূর্ব্বতন প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার এবং ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট ও ডেপুটি প্রেসিডেণ্টের অনুরূপ বেতন ও ভাতা পাইবেন। আগেকার প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা না থাকিলে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের বেতন ও ভাতা রাষ্ট্রের গভর্ণর স্থির করিয়া দিবেন।

'ঘ' অংশ

এই অংশে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের ও প্রথম তপশিলের 'ক' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রের হাইকোর্টের বিচারপতির বেতন ও ভাতা ও সুযোগ সুবিধার কথা আছে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের প্রত্যেকে যথাক্রমে মাসিক ৫ হাজার ও ৪ হাজার টাকা বেতন পাইবেন। উপরোক্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের প্রত্যেকে যথাক্রমে মাসিক ৪ হাজার ও ৩ হাজার ৫ শত টাকা বেতন পাইবেন।

'ঙ' অংশ

এই অংশে ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের বেতন ভাতা ও সুযোগ সুবিধার কথা আছে। কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল মাসিক ৪ হাজার টাকা বেতন পাইবেন।

তৃতীয় তপশিল

এই তপশিলে যুক্তরাষ্ট্রের ও কোন রাষ্ট্রের মন্ত্রীর, পার্লামেণ্টের বা কোন রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যের ও হাইকোর্টের বিচারপতির কার্য্যে যোগদানের পূর্ব্বেকার শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের, বিশ্বস্ততার ও গোপনীয়তা রক্ষার শপথের পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে।

চতুর্থ তপশিল

এই তপশিলে রাষ্ট্রসভায় (কাউন্সিল অফ স্টেটস্) নিম্নলিখিতভাবে আসন বণ্টনের কথা আছে।

প্রথম তপশিলের 'ক' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের তালিকা—

রাষ্ট্র	মোট আসন	রাষ্ট্র	মোট আসন
(১) আসাম	৬	(৬) উড়িষ্যা	৯
(২) বিহার	২১	(৭) পাঞ্জাব	৮
(৩) বোম্বাই	১৭	(৮) যুক্তপ্রদেশ	৩১
(৪) মধ্যপ্রদেশ	১২	(৯) পশ্চিম বঙ্গ	১৪
(৫) মাদ্রাজ	২৭	মোট—	১৪৫

প্রথম তপশিলের 'খ' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের তালিকা—

রাষ্ট্র	মোট আসন	রাষ্ট্র	মোট আসন
(১) হায়দরাবাদ	১১	(৬) রাজস্থান	৯
(২) জম্মু ও কাশ্মীর	৪	(৭) সৌরাষ্ট্র	৪
(৩) মধ্যভারত	৬	(৮) ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৬
(৪) মহীশূর	৬	(৯) বিন্ধ্য প্রদেশ	৪
(৫) পাতিয়ালা ও পূর্ব্বপাঞ্জাব সংরাষ্ট্র	৩	মোট—	৫৩

প্রথম তপশিলের 'গ' অংশে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের তালিকা—

রাষ্ট্র	মোট আসন	রাষ্ট্র	মোট আসন
(১) আজমীর, (২) কুর্গ	১	(৬) কুচবিহার	১
		(৭) দিল্লী	১
(৩) ভূপাল	১	(৮) কচ্ছ	১
(৪) বিলাসপুর, (৫) হিমাচল প্রদেশ	১	(৯) মণিপুর, (১০) ত্রিপুরা	১
		মোট	৭

সর্ব্বসমেত আসন সংখ্যা—২০৫

পঞ্চম তপশিল

এই তপশিলে তপশিলী সম্প্রদায়সমূহ এবং আসাম বাদে প্রথম তপশিলের 'ক' ও 'খ' অংশের অন্য সব রাষ্ট্রের তপশিলভুক্ত উপজাতিসমূহ সম্পর্কে বিশেষ শাসন ব্যবস্থা, ইহাদের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন, ইহাদের সম্পর্কে আইন প্রণয়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে ও এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট এবং গবর্ণর বা রাজপ্রমুখের কর্ত্তব্যাদি আলোচিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ তপশিল

এই তপশিলে আসামের উপজাতীয় অঞ্চলগুলির শাসন ব্যবস্থা পৃথকভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই অঞ্চলগুলি হইল—

১। যুক্ত খাসি-জয়ন্তী পাহাড়ী জেলা (The United Khasi-Jaintia Hills District)
২। গারো পাহাড়ী জেলা (The Garo Hills District)
৩। লুসাই পাহাড়ী জেলা (The Lushai Hills District)
৪। নাগা পাহাড়ী জেলা (The Naga Hills District)
৫। উত্তর কাছাড় পাহাড় (The North Cachar Hills)
৬। মিকির পাহাড় (The Mikir Hilis)

এবং

৭। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত অঞ্চল (ইহার মধ্যে আছে বালিপাড়া সীমান্ত অঞ্চল, তিরাপ সীমান্ত অঞ্চল, আবর পাহাড় জেলা এবং মিসিমি পাহাড় জেলা)
৮। নাগা উপজাতীয় অঞ্চল।

সপ্তম তপশিল

এই অংশে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য অধিকার বণ্টনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা বা ইউনিয়ন লিষ্ট, রাষ্ট্রীয় তালিকা বা ষ্টেট লিষ্ট এবং সহগামী তালিকা বা কনকারেণ্ট লিষ্ট (এই তালিকাভুক্ত বিষয়গুলিতে কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের যৌথ স্বার্থ আছে)—এই তিনপ্রকার তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

প্রথম তালিকা—ইউনিয়ন লিষ্ট

যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা বা ইউনিয়ন লিষ্টের কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

(১) দেশরক্ষা ব্যবস্থা ; (২) নৌ, সেনা ও বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কারখানা ; (৩) ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকার সীমানা নির্দ্ধারণ ; (৪) অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ; (৫) আণবিক শক্তি, ইহার উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় খনিজ ; (৬) পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক আইনের সাহায্যে ঘোষিত সামরিক প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ; (৭) পররাষ্ট্র নীতি ; (৮) কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ ; (৯) ইউ এন ও (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠান) ; (১০) আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন ও প্রতিষ্ঠানে যোগদান ; (১১) বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন ; (১২) যুদ্ধ ও শান্তি ; (১৩) নাগরিক অধিকার ; (১৪) ভারতে প্রবেশাধিকার প্রদান, ভারত হইতে বিতাড়ন ইত্যাদি ; (১৫) ভারতের বাহিরে তীর্থযাত্রা, রেলপথ ; (১৬) জাতীয় রাজপথ (১৭) অন্তর্দ্দেশীয় ও সামুদ্রিক জলপথে জাহাজ চালনা ও বন্দর রক্ষা ; (১৮) বিমান পথ ; (১৯) ডাক ও তারবিভাগ ; (২০) যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সংগ্রহ ; (২১) দেশীয় নৃপতিবর্গের সম্পত্তির জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ ; (২২) যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ঋণ ; (২৩) মুদ্রাব্যবস্থা ও বৈদেশিক বিনিময় ; (২৪) বৈদেশিক ঋণ ; (২৫) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ; (২৬) পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ; (২৭) বৈদেশিক বাণিজ্য ; (২৮) আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় ব্যবসাবাণিজ্য ও চলাচল ; (২৯) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ; (৩০) বৈদেশিক হুণ্ডি, চেক, প্রমিসারি নোট ইত্যাদি ; (৩১) বীমা ; (৩২) শেয়ার ও ফাটকা বাজার ; (৩৩) পেটেণ্ট ব্যবস্থা ; (৩৪) ওজন ও মানের সমতা সাধন ; (৩৫) জনস্বার্থমূলক শিল্প নিয়ন্ত্রণ ; (৩৬) খনিজ তৈল, পেট্রোল ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও তৈল খনির উন্নতিসাধন ; (৩৭) খনি ও খনিজের উন্নতিসাধন ; (৩৮) খনি ও তৈল খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধান ; (৩৯) ভারতের বাহিরে মৎস্যচাষ ও মৎস্যসংগ্রহ ; সরকারী এজেণ্ট দ্বারা লবণ উৎপাদন, যোগান ও বণ্টন এবং অন্য উৎপাদক ও ব্যবসাদারদের নিয়ন্ত্রণ ; (৪০) আফিম উৎপাদন ও রপ্তানীর জন্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ ; (৪১) চলচ্চিত্র অনুমোদন ; (৪২) যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদের সম্পর্কিত শিল্পসংক্রান্ত বিরোধ ; (৪৩) জাতীয়

পুস্তকাগার (ন্যাশনাল লাইব্রেরী), ভারতীয় যাদুঘর (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম), ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইণ্ডিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল ইত্যাদি সংরক্ষণ ; (৪৪) বেনারস হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি পার্লামেণ্ট স্বীকৃত জাতীয় স্বার্থসম্পর্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ; (৪৫) ঐতিহাসিক ও প্রাচীন স্মৃতি চিহ্নাদি সংরক্ষণ ; (৪৬) সারভে অফ ইণ্ডিয়া, এ্যান্থ্রোপলজিকাল, জুওলজিকাল, ও বোটানিকাল সারভে অফ ইণ্ডিয়া ; (৪৭) আদমসুমারী ; (৪৮) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী চাকুরী, অল ইণ্ডিয়া সারভিস, যুক্তরাষ্ট্রীয় পাবলিক সারভিস কমিশন ; (৪৯) পার্লামেণ্টের ও রাষ্ট্রীয় আইন সভার, ইলেকসন কমিশনের, প্রেসিডেণ্টের ও ভাইসপ্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচন ; (৫০) যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের হিসাব পরীক্ষা ; (৫১) আয়কর ; (৫২) আমদানি রপ্তানি শুল্ক ; (৫৩) আবগারী শুল্ক ; (৫৪) কর্পোরেশন ট্যাক্স ; (৫৫) যুক্তরাষ্ট্রের সমষ্টিগত তহবিল হইতে দেয় পেন্সন ; (৫৬) ইউনিয়ন তালিকার বিষয়-সংক্রান্ত আইন অমান্য ; (৫৭) উত্তরাধিকার কর ; ইত্যাদি।

দ্বিতীয় তালিকা—ষ্টেট লিষ্ট

রাষ্ট্রীয় তালিকা বা ষ্টেট লিষ্টের কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

(১) পুলিশ (রেলওয়ে ও গ্রামপুলিশ সমেত), (২) সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট বাদে অন্য আদালত সংগঠন ও ব্যবস্থাপন ; (৩) কারাগার ; (৪) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ; (৫) জনস্বাস্থ্য ; (৬) ভারতের অভ্যন্তরের তীর্থযাত্রী (৭) মদ্যাদি নেশার জিনিষ উৎপাদন, বিক্রয়, চলাচল ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ; (৮) অক্ষম ও বেকারদের সাহায্যদান ; (৯) শ্মশান, কবর বা গোরস্থান ; (১০) শিক্ষা ব্যবস্থা ; (১১) গ্রন্থাগার ; যাদুঘর, জাতীয় স্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা ; (১২) রাস্তা, সেতু, ফেরী ইত্যাদি যানবাহনের ব্যবস্থা ; (১৩) কৃষি উন্নয়ন ; (১৪) জল সেচের ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, খাল খনন, বাঁধ দেওয়া ইত্যাদি ; (১৫) ভূমি প্রথা ; (১৬) অরণ্য সম্পদ ; (১৭) পশুপক্ষী সংরক্ষণ ; ১৮) মৎসচাষ ; (১৯) যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা সাপেক্ষ ভাবে খনি ও খনিজের উন্নতিসাধন ; (২০) যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা সাপেক্ষভাবে শিল্পোন্নতি ; (২১) রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য , (২২)

বাজার ও মেলা ; (২৩) ঋণদান ব্যবস্থা ও মহাজনী প্রথা কৃষি ঋণ কমাইবার প্রয়াস ; (২৪) থিয়েটার, নাট্যাভিনয়, সিনেমা, খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদ ; (২৫) সম্পত্তি অধিকার ; (২৬) জুয়াখেলা ; (২৭) পার্লামেণ্টের আইনসাপেক্ষভাবে রাষ্ট্রের আইনসভার নির্ব্বাচন ; আইন সভার সদস্য, স্পীকার, ডেপুটিস্পীকার, চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের বেতন ও ভাতা ; (২৮) রাষ্ট্রের মন্ত্রীদের বেতন ; (২৯) রাষ্ট্রের সরকারী চাকুরী, রাষ্ট্রীয় পাবলিক সারভিস কমিশন ; (৩০) রাষ্ট্রের সমষ্টিগত তহবিল হইতে দেয় পেন্সন ; (৩১) রাষ্ট্রের সরকারী দেনা ; (৩২) কৃষি আয়ের উপর কর ; (৩৩) কৃষিভূমির উত্তরাধিকারের উপর কর ; (৩৪) জমি ও বাড়ীর উপর কর ; (৩৫) পার্লামেণ্টের বিধিনিষেধ সাপেক্ষভাবে খনিজ স্বত্বের উপর কর ; (৩৬) বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয় ও ব্যবহারের উপর কর ; (৩৭) সংবাদপত্র ব্যতীত অন্য পণ্য বিক্রয়ের উপর কর ; (৩৮) রাষ্ট্রের ভিতরে রাজপথে বা জলপথে পণ্য বা যাত্রী চলাচলের উপর কর ; (৩৯) যানবাহনের উপর কর ; (৪০) জন্তু ও নৌকার উপর কর ; (৪১) পথশুল্ক ; (৪২) বৃত্তি, ব্যবসা, চাকুরী ইত্যাদির উপর কর ; (৪৩) মাথাপিছু কর, (৪৪) বিলাসপণ্যের উপর কর, (৪৫) রাষ্ট্রীয় তালিকার বিষয় সংক্রান্ত আইন অমান্য ইত্যাদি।

তৃতীয় তালিকা—কনকারেণ্ট লিষ্ট

সহগামী তালিকা বা কনকারেণ্ট লিষ্টের কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখিত হইল :—

(১) ফৌজদারী আইন ; (২) ফৌজদারী কার্য্যধারা ; (৩) নিরাপত্তাসূচক কয়েদ ; (৪) বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ ; শিশু ও নাবালক, দত্তক গ্রহণ, উইল, উত্তরাধিকার ; যৌথ পরিবার ও সম্পত্তিবিভাগ ; (৫) কৃষিভূমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি হস্তান্তর করণ ; (৬) চুক্তিসম্পাদন ; (৭) দেউলিয়া ; (৮) অছি ; (৯) এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল ও অফিসিয়াল ট্রাষ্টি ; (১০) সাক্ষ্যদান ও শপথ গ্রহণ ; আইন স্বীকৃতি ; আদালতের কার্য্যক্রম ; (১১) আদালতের অবমাননা (সুপ্রীম কোর্টের অবমাননা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে) ; (১২) ভবঘুরে বৃত্তি, ভবঘুরে ও যাযাবর জাতি ; (১৩) উন্মাদ ও উন্মাদচিকিৎসালয় ; (১৪)

পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ; (১৫) খাদ্যদ্রব্যে ও অন্যান্য পদার্থে ভেজাল (১৬) ভেষজ ও বিষ; (১৭) আর্থিক ও সামাজিক পরিকল্পনা; (১৭) বাণিজ্যিক ও শিল্প সংক্রান্ত একচেটিয়া অধিকার, উৎপাদক সংঘ, শ্রমিক সংঘ, শিল্পসংক্রান্ত শ্রমিক বিরোধ; (১৮) সামাজিক নিরাপত্তাবিধান ও সামাজিক বীমা ও নিয়োগ ও বেকারত্ব; (১৯) শ্রমিক কল্যাণ; (২০) শ্রমিকদের বৃত্তিশিক্ষা (২১) আইনচিকিৎসা ইত্যাদি বৃত্তি; (২২) দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও ধর্ম্মসংক্রান্ত দান ও প্রতিষ্ঠান; (২৩) একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সংক্রামক রোগ চলাচল নিয়ন্ত্রণ; (২৪) জন্ম ও মৃত্যু হিসাব; (২৫) পার্লামেন্টের আইনে প্রধান বন্দর বলিয়া ঘোষিত হয় নাই এমন বন্দর; (২৬) পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ; (২৭) কারখানা; (২৮) বয়লার; (২৯) বৈদ্যুতিক শক্তি; (৩০) সংবাদপত্র, পুস্তক ও ছাপাখানা; (৩১) প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান (পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক আইনের সাহায্যে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষিত); (৩২) আইনের দ্বারা ঘোষিত বাস্তত্যাগীর সম্পত্তি রক্ষা ও বিক্রয়; (৩৩) সরকারী প্রয়োজনে সংগৃহীত সম্পত্তি সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ; (৩৪) ষ্ট্যাম্পের উপর কর; (৩৫) সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্য আদালতের এলাকা ও ক্ষমতা; ইত্যাদি।

অষ্টম তপশিল

এই তপশিলে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি উল্লিখিত হইয়াছে :—

১। আসামী
২। বাংলা
৩। গুজরাটী
৪। হিন্দী
৫। কানাড়া
৬। কাশ্মিরী
৭। মালয়ালম
৮। মারাঠী
৯। উড়িয়া
১০। পাঞ্জাবী
১১। সংস্কৃত
১২। তামিল
১৩। তেলেগু
১৪। উর্দ্দু